বিজ্ঞাপন।

প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে এই উপন্যাস একলিপি-বিস্তার পরিষদের আনুকূল্যে ও ব্যয়ে দেবনাগর অক্ষরে "রাজভক্তি" নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবশ্যকবোধে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল।

এই উপন্যাসসম্বন্ধে যে দুই একটী কথা বলিবার ছিল, তাহা গ্রন্থকার মহাশয় নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন; পরবর্ত্তী বিজ্ঞাপন দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আশা করি, দামোদরবাবুর সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করিবেন। ইতি—

কলিকাতা,
আশ্বিন, ১৩২০ সাল।

প্রকাশক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন

একলিপি-বিস্তার পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গভাষায় রচিত "রাজভক্তি" উপন্যাস, দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। অনেক বিচক্ষণ ও মনস্বী ব্যক্তি অবধারণ করিয়াছেন যে, দেবনাগর অক্ষর ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষা সমূহে সাধারণ অক্ষররূপে পরিগৃহীত হইলে, দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। এই অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিবার জন্যই, একলিপি-বিস্তার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমি সাধারণতঃ যেরূপ প্রণালীতে উপন্যাস রচনা করিয়া থাকি, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার অনেক অন্যথা করিয়াছি। একলিপি-বিস্তারের উদ্দেশ্য অধিকতর সুসিদ্ধ হইবে বিবেচনায়, ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকস্থলে, আমি নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। ভারতের সকল বিভাগের লোকই এই উপন্যাস পাঠকালে যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা বোধ না করেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বা সামাজিক বিতণ্ডা-জনক কোন ব্যাপার এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয় নাই। উপন্যাস-ঘটিত সকল বিষয়েই সাবধান ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া, আমাকে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ শেষ করিতে হইয়াছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা একটু মনোযোগ-সহকারে দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

পরিষদ কর্ত্তৃক প্রচারিত এই প্রথম পুস্তক একলিপি-বিস্তার বিষয়ে সহায় হইলে, আমি চরিতার্থ হইব। ইতি—

কলিকাতা,
শ্রাবণ ১৮২৮ শক। } দামোদর দেবশর্ম্মণঃ।

আদর্শ-প্রেম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বারে সজ্জিত অশ্ব অপেক্ষা করিতেছে। কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড অশ্ব দ্বারের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং পুনঃ পুনঃ গ্রীবা দুলাইতে দুলাইতে ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত করিতেছে। অশ্ব-রক্ষক সাবধানে বল্গা ধরিয়া রহিয়াছে। অশ্বের উপর সোনার কাজ করা পর্য্যাম বিস্তৃত এবং বল্গা স্বর্ণসূত্র বিজড়িত মখমলে আবৃত। অশ্ব-রক্ষকের মস্তকে মূল্যবান্ বস্ত্র-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড উষ্ণীষ এবং তাহার দেহ সুন্দর পরিচ্ছদে আবৃত।

যে বাটীর দ্বার সমীপে অশ্ব অপেক্ষা করিতেছে, জয়নগর প্রদেশের সামন্ত বনবীর সিংহ তাহার অধিকারী। অনেকক্ষণ অশ্ব ও অশ্ব-রক্ষক অপেক্ষা করিল; কিন্তু উভয়ে যে আরোহীর শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহার দর্শন পাইল না। তখন অশ্ব-রক্ষক মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এত বিলম্ব কোন দিনই হয় না; জানি না আজি প্রভু কেন এত বিলম্ব করিতেছেন।"

আর অধিক বিলম্ব করিতে হইল না। তৎক্ষণাৎ এক মনোহর

বেশধারী যুবা সকলেরই নেত্রপথবর্ত্তী হইলেন। অশ্ব বারংবার মস্তকান্দোলন করিয়া প্রভুকে অভিবাদন করিল, আর অশ্বপাল ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সম্মান জানাইল। সমাগত যুবা বনবীর, পরিণতকলেবর পুরুষ; তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষের উপর শিরপেঁচ শোভা পাইতেছে, তাঁহার কণ্ঠে সুগোল সুস্থূল মুক্তামালা, কটিদেশে অসি বিলম্বিত, পৃষ্ঠে একখানি প্রকাণ্ড ঢাল। বনবীর দ্বাবিংশবর্ষীয়। তাঁহার মুখে শ্মশ্রু ও গুম্ফ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে। দর্শনমাত্রই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার দেহ অমিতবলশালী, তাঁহার নয়ন হইতে তেজ ও সাহস ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

বনবীর বয়সে নবীন হইলেও বুদ্ধি ও বিজ্ঞতায় বিশেষ প্রবীণ। অন্যান্য সামন্ত ও প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার এই বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা, রাজ্যের অকল্যাণের হেতুভূত বলিয়া মনে করেন। রাজসভায় যাঁহারা বিশেষ প্রতিপন্ন, তাঁহারা তাবতেই বনবীরকে অপদস্থ করিবার প্রয়াসী। তাঁহাদিগের ষড়যন্ত্র কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে। বনবীর এক্ষণে প্রতাপগড়রাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র নহেন। এমন কি, তিনি সততই আশঙ্কা করেন যে, হয় তো অচিরে তাঁহাকে রাজসভা হইতে অপদস্থ ও তাড়িত হইতে হইবে। বনবীরের পিতা দরবারে সর্ব্বময়কর্ত্তা ছিলেন। রাজা তাঁহার মন্ত্রণা আদেশবৎ শিরোধার্য্য করিতেন। পুত্র, পিতার সম্মানের প্রার্থী না হইলেও, অনুগত ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছিল যে, এই বালকও অবিলম্বে রাজসভায় পিতৃবৎ প্রভুতালাভ করিবে এবং কালে সকলকে এই বালকের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে হইবে। এই আশঙ্কাতেও অনেকেই বনবীরকে দরবার হইতে দূর করিবার চক্রান্ত করিতে থাকিল।

এ সকল সংবাদ বনবীরের অবিদিত নাই। কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহার বিশ্বাস যে, যদি অধর্ম্মে তাঁহার মতি না হয়, যদি প্রভুর হিতকামনায় তিনি ভ্রমেও বিমুখ না হন, যদি দেহ ও অসি কখনও কর্ত্তব্য-পালনে অক্ষম না হয়, তাহা হইলে কখনই তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইবে না এবং কখনই জগন্মাতা চামুণ্ডা তাঁহার প্রতি বিরূপ হইবেন না।

এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী বনবীর সিংহ, প্রভুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনের নিমিত্ত চারি দিন হইতে অপরাহ্ণে ভবন ত্যাগ করিতেছেন। অন্যান্য দিন তিনি যে সময়ে বহির্গত হন, আজি তদপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধ-প্রহর অতীত হইয়াছে। কর্ত্তব্যে অমনোযোগিতাহেতু এরূপ কালবিলম্ব ঘটে নাই। যে কার্য্যে যাইতে হইবে, তাহারই আনুষঙ্গিক কোন কোন প্রয়োজনীয় কর্ম্মসম্পাদনে তাঁহার অনেক সময় গিয়াছে।

অশ্বে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে, বনবীর প্রভুভক্ত চতুষ্পদের কণ্ঠে সাদরে কয়েকবার হস্ত প্রদান করিলেন। তাহার পর এক লম্ফে অশ্বে আরোহণ করিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন সম্মুখের এক বিশাল বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একটি বালক বাহির হইয়া সসম্ভ্রমে বনবীরকে অভিবাদন করিল। বালকের বয়স ষোড়শ অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখ এবং করপল্লব ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ পরিচ্ছদে আবৃত। পরিচ্ছদ অতি মলিন ও জীর্ণ। এইরূপ কদর্য্য বেশভূষা না হইলে, বালকের মুখশ্রী দেখিয়া [illegible] তাহাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি বলিয়া অনুভব করা যাইত না। তাহার বদন প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শোভাময় এবং পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়।

সেই সুন্দর বালককে দেখিয়া বনবীর বলিয়া উঠিলেন,—"আজিও তুমি আসিয়াছ? আজি কি চাহ তুমি?"

বালক বলিল,—"আজি যাহা চাহি, তাহা বলিতে বড় ভয় হয়।"

বনবীর বলিলেন,—"আমি তোমার ব্যবহারে কোন দিনই অসন্তুষ্ট হই নাই ; তুমি নির্ভয়ে বল, কি চাহ ?"

বালক বলিল,—"আমি প্রভুর সহিত দুইটা কথা কহিতে চাই।"

বনবীর বলিলেন,—"তাহা হইলে আজি তোমাকে নিরাশ হইতে হইবে। কারণ, আজি আমার সময়াভাব। মনে করিও না, আমি তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি না। তুমি ভিখারী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছ ; তাহা হইলেও আমি বুঝিয়াছি, তুমি অতি শিষ্ট শান্ত। তোমার সহিত একদিন অনেকক্ষণ কথা কহিয়া তোমার সকল পরিচয় গ্রহণ করিতে, আর সম্ভব হইলে তোমার সম্পূর্ণ দুঃখ দূর করিতে আমার ইচ্ছা আছে। কালি তুমি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

কাতরভাবে বালক বলিল,—"আজি কার্য্যে না যাওয়াই ভাল। আমি ভিক্ষুক বালক, আমার কথা আপনি দয়া করিয়া শুনুন। আজি আর কার্য্যে যাইবেন না।"

বনবীর বলিলেন,—"বালক! আমি প্রভুর কার্য্যে যাইতেছি, এ সময়ে হয় তো দেবতার বাধাও আমি শুনিব না। জীবন যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ কোন কারণেই আমি কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা করিব না। তুমি যাও।"

ইঙ্গিত পাইয়া অশ্ব বেগে ধাবিত হইল এবং অল্পকালমধ্যে বনবীরকে বহন করিয়া নগরের সীমা অতিক্রম করিল। তাহার পর একটা সামান্য অরণ্য মধ্যে অশ্ব তীরবেগে প্রবেশ করিল। অরণ্যে প্রশস্ত পথ ছিল না। অতি সঙ্কীর্ণ পথে অশ্ব মন্দগতিতে চলিতে

লাগিল। বন অতিক্রম করিতে অনেক ক্ষণ সময় লাগিল। তখন সন্ধ্যার বেশী বিলম্ব নাই।

বনের অপর পারে বেলা নামে ক্ষুদ্র গ্রাম। একটী প্রান্তর অতিক্রম করিলেই সেই গ্রামে উপনীত হওয়া যাইবে। বনবীর দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, গ্রামের কয়েকজন লোক তাঁহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। অশ্ব নিকটস্থ হইলে সকলেই সম্মান জ্ঞাপন করিলেন; বনবীর তাঁহাদিগের সঙ্গে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই গ্রামে বলদেব নামে এক ব্রাহ্মণের বাস; বলদেব বৃদ্ধ এবং অন্ধ। এক সময়ে প্রতাপগড়ের পূর্ব্ব অধিপতি, বলদেবের পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্মপরায়ণতা এবং পাণ্ডিত্য হেতু এই গ্রাম জায়গীরস্বরূপে দান করিয়াছিলেন। তদবধি বলদেব, পুরুষ-পুরুষানুক্রমে এই গ্রাম ভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং ইহারই আয়ে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সম্প্রতি বলদেব দুরবস্থাপন্ন ও ঋণ-জালে জড়িত হইয়াছেন এবং এই গ্রাম বন্ধক দিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরের এক ধনবান্ ব্যক্তির নিকট অনেক টাকা ঋণ করিয়াছেন। সুদে আসলে উত্তমর্ণের প্রাপ্য অনেক হইয়াছে। বলদেব ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেন না; সুতরাং গ্রাম মহাজনেরই প্রাপ্য। কিন্তু জায়গীর সম্পত্তি দান-বিক্রয়ের কোন অধিকার না থাকায়, অগত্যা মহাজনকে রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইয়াছে। দরবারে বিষম সমস্যা উপস্থিত। মহাজন যে বলদেবের নিকট টাকা পাইবে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অথচ পূর্ব্ব-পুরুষ-প্রদত্ত এই সম্পত্তি যে ব্রাহ্মণের হস্তভ্রষ্ট হইবে, তাহা দেখিতেও রাজার ইচ্ছা নাই। এই সমস্যার সুব্যবস্থার ভার বনবীরের উপর অর্পিত হইয়াছে। বনবীর সকলেরই সুপরিচিত, তাহারই দ্বারা উভয় দিক রক্ষা হইতে পারিবে মনে

করিয়া, তিনি হৃষ্টচিত্তে রাজাদেশানুসারে সামঞ্জস্য করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া বনবীর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। অনেক লোক তাঁহার অশ্ব ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ক্রমে পদব্রজে তিনি বলদেবের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ভবন এখন জীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা যে এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল. তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বনবীর সমাগত লোকদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বলদেবের সংসারে এক কন্যা ও বৃদ্ধা পত্নী ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। কন্যা জানকীদেবী কেবল যে সৌন্দর্য্যে অসাধারণ ছিলেন এমন নহে, তিনি বিশেষ বিদ্যাবতীও ছিলেন। পিতার নিকট তিনি রীতিমত ব্যাকরণ এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই রূপ ও গুণ যাহার অশেষ আনন্দের হেতুভূত হইতে পারিত, সে কখনও তাঁহার সহিত আলাপও করে নাই। বাল্যে জানকী দূর-গ্রামস্থিত এক সমৃদ্ধিশালী যুবার সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পর হইতে সামান্য মনোমালিন্যহেতু স্বামী আর কখনও জানকীর সহিত কোনরূপ আত্মীয়তা করেন নাই। বালিকা, পিতৃ-মাতৃ সেবা, ধর্ম্ম-চর্চ্চা ও শাস্ত্রালোচনা লইয়া দিন কাটাইতেছে। এক্ষণে জানকী বিংশবর্ষীয়া; যৌবন-দীপ্তিতে প্রভাময়ী, তাঁহার রূপরাশি এখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় শোভা বিলাইতেছে।

শৈশবকাল হইতেই বনবীর এই ব্রাহ্মণ, পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সুপরিচিত। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে পুরমধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইলেও, অধুনা জানকীর জন্য অগ্রে আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া, তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায়

বলদেব ও তৎপত্নীকে বিহিতবিধানে প্রণাম করিয়া বনবীর বলিলেন,—"বাবা! আমি স্থির করিয়াছি যে, বিষয় আপনারই থাকিবে; কিন্তু ইহার আয় সমস্তই রাজ-নিয়োজিত কর্ম্মচারীবিশেষ গ্রহণ করিবেন। সেই আয় হইতে তিনি কেবল আপনার সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ আপনাকে দিয়া, অবশিষ্ট মহাজনকে দিতে থাকিবেন। যতদিন দেনা শোধ না হয়, ততদিন এইরূপ চলিবে।"

বলদেব বলিলেন,—"উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছ। বিষয়ে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা আর কতদিন। জানকী যাবজ্জীবন খাইতে পরিতে পায়, ইহা হইলেই আমার যথেষ্ট।"

বনবীর বলিলেন,—"আমি জানি আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ের জন্য কখনই কাতর হইতে পারেন না। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মময় রাজা পূর্ব্ব-পুরুষ-প্রদত্ত এই সম্পত্তি আপনার বংশের হস্ত ভ্রষ্ট হইতেছে, ইহা দেখিতে ইচ্ছা করেন না। জানকীর গর্ভে আপনার দৌহিত্র সন্তান জন্মিবে। সুতরাং আপনার বংশ থাকিবে। আপনার হাতে আয় আসিলে, আপনি পরোপকার ও দানে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিবেন, ঋণশোধ হইবে না। এই জন্যই আমাকে এই অপ্রীতিকর ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

বলদেবপত্নী বলিলেন,—"তুমি চিরজীবী হও; তুমি রাজ-সম্মান লাভ কর। জানকীর গর্ভে সন্তান হইবে, হা বিধাত! এ আশাও কি তোমার হয়?"

বনবীর বলিলেন,—"কেন হইবে না মা! জানকী স্বর্গের দেবী; যাহাতে স্বামীর সহিত জানকীদিদির মিলন হয়, আমি তাহা নিশ্চয়ই করিব।"

বলদেব বলিলেন,—"তোমার কল্যাণ হউক, তুমি রাজ-রাজেশ্বর হও।"

জানকী নতমস্তকে নিকটেই দণ্ডায়মানা। অন্য দিন তিনি বনবীরের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহেন, আজি কিন্তু স্বামী, সন্তান প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায়, জানকী কোনই কথা কহিতে পারিলেন না। লজ্জায় মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় তাঁহার বদন বড়ই নিষ্প্রভ হইল। বনবীর সকলকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"জানকী দিদি! আজি তুমি আমার সহিত কথা কহিলে না। আমি মিশ্র মহাশয়কে এ কথা বলিয়া দিব।"

জানকীর স্বামীর নাম সদানন্দ মিশ্র। স্বামীর প্রসঙ্গ স্পষ্টতঃ উল্লেখ হওয়ায়, জানকী প্রথমতঃ বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বাহিরে আসিয়া গ্রামবাসী লোকদিগকে বনবীর বৈষয়িক ব্যবস্থার কথা জানাইলেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহার জয় ঘোষণা করিল। তাহার পর অশ্বে আরোহণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"কাগজপত্র সমস্ত আমি প্রস্তুত করিয়াছি, দেনাপাওনা স্থির করিয়াছি; সেই জন্য অদ্য আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কল্যই ধর্ম্মময় রাজার নিকট আমি সকলই উপস্থিত করিব। আর তিনিও নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থার উপর সহি দিবেন।"

আবার সকলে তাঁহার জয় ঘোষণা করিল। অশ্ব বেগে ধাবিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে ; বসুন্ধরার মুখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, সুতরাং বনবীরের অশ্ব দ্রুতবেগে চলিতে পারিল না। যখন পূর্ব্ব-কথিত অরণ্যের পথে অশ্ব প্রবেশ করিবে, সেই সময়ে বনবীর সিংহ সবিস্ময়ে দেখিলেন, সম্মুখের কতকগুলি গুল্ম নড়িয়া উঠিল। বনবীরের মনে হইল হয়তো কোন হিংস্র-জন্তু এই স্থানে লুক্কায়িত আছে। তিনি অসি নিষ্কোষিত করিলেন ; তৎক্ষণাৎ কোমলকণ্ঠে মৃদুস্বরে অলক্ষিত স্থান হইতে কেহ বলিয়া উঠিল,—"প্রভো! সাবধান। এ পথে অশ্ব চালাইবেন না, পথে বিপদ্ আছে।"

সবিস্ময়ে বনবীর বলিলেন,—"বুঝিতেছি, তুমি সেই ভিখারী। এ অসময়ে তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ?"

ভিখারীর মূর্ত্তি বনান্তরাল হইতে বাহির হইল ; সে বলিল,—"কেন আসিয়াছি জানি না ; কিন্তু আমার প্রার্থনা, আপনি এ পথে যাইতে পাইবেন না।"

বনবীর বলিলেন,—"কেন তুমি এ অনুরোধ করিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না। যদি ব্যাঘ্রাদির ভয় হইত, তাহা হইলে আমার অশ্ব পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিত। যদি দস্যু-ভয় থাকে, তাহা হইলে আমারই নিন্দার কথা। এ প্রদেশে দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইলে আমার কর্ত্তব্য-পালনের অবহেলা প্রকাশ পাইবে এবং আমি সে জন্য মহারাজের নিকট অপরাধী হইব। দস্যুর সম্মুখীন হওয়াই আমার আবশ্যক, অতএব আমি এ পথেই যাইব। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস। একাকী রাত্রিকালে যাইও না।"

ভিখারী আবার বলিল,—"ব্যাঘ্রাদির ভয় নাই। দস্যু ও নহে ;

ব্যাঘ্র বা দস্যুর অপেক্ষাও ভয়ানক চক্রান্তকারী লোকেরা আপনার অনিষ্ট করিবার জন্য বনে লুকাইয়া আছে।"

হাস্য করিয়া বনবীর বলিলেন,—"তুমি বালক, অথচ দেখিতেছি তুমি আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী। কিন্তু তোমার ভ্রম হইয়াছে। চক্রান্তকারী কোন ব্যক্তির এ স্থানে আসিবার সম্ভাবনা নাই, আর মানুষের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করা বড়ই লজ্জার কথা। রাজপুত সামন্তের হস্তে অসি থাকিতে যদি সে প্রাণভয়ে পলায়ন করে, তাহা হইলে মহারাজার নিকট তাহাকে বিশেষরূপ দণ্ডিত হইতে হইবে।"

ভিক্ষুক বলিল,—"আমার উপর বিরক্ত হইয়া আপনি আমাকে বধ করিতে পারেন, কিন্তু জীবন থাকিতে কোন মতেই আপনাকে এ পথে যাইতে দিব না। আমি সম্মুখে দাঁড়াইতেছি, অশ্ব চালাইতে হইলে আমার বুকের উপর দিয়া চালাইতে হইবে।"

সত্যই বালক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বনবীর বলিলেন,—"তুমি আমাকে পথত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছ; কিন্তু রামচন্দ্র জানেন, এরূপ বিপদের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করা বনবীরের বড়ই কলঙ্কের কথা। অতঃপর এক ক্রোশ না ঘুরিলে আমি আর পথ পাইব না। কেন তুমি আমাকে এরূপে সময় নষ্ট করিতে বাধ্য করিলে জানি না।"

ভিক্ষুক বলিল,—"আমার ভয়ানক অপরাধ হইতেছে তাহা আমি জানি, তথাপি আমি প্রাণ দিতে পারিব, কিন্তু আপনাকে এপথে যাইতে দিব না।"

বনবীর বলিলেন,—"ভাল তাহাই হউক। কেন তুমি আমাকে বাধা দিতেছ, তাহা জানিতে চাহি না; তোমার সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা এ পথ ত্যাগ করাই ভাল বুঝিতেছি। তুমি আমার সঙ্গে আসিবে কি?"

ভিক্ষুক বলিল,—"না"।

বনবীর অশ্ব ফিরাইলেন এবং বনমধ্যে প্রবেশ না করিয়া অন্য দিকে অশ্ব চালাইলেন। একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, বোধ হইল, যেন ভিক্ষুক বালকের অস্পষ্ট মূর্ত্তি এখনও সেই পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভাবিলেন, এ বনের সীমায় এ দরিদ্র বালককে একাকী ফেলিয়া যাওয়া উচিত কাজ হইল কি? আবার মনে হইল, বালক হয়ত এই প্রদেশেরই কোন দরিদ্রের পুত্র; হয়ত নিকটবর্ত্তী সকলস্থান তাহার সুপরিচিত, হয়ত অনায়াসে সে গন্তব্যস্থানে যাইবে। কিন্তু কি সুন্দর এই কিশোর, কি সুন্দর ইহার মুখ, কি কোমল-কণ্ঠ! এতদিন এ বালককে আর কখন দেখি নাই ত, চারিদিন হইতে প্রত্যহ এই শোভাময় দরিদ্রের মূর্ত্তি আমার নয়নে পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সুদূর অতীতের কি যেন একটা স্মৃতি এক একবার মনে আসিতে আসিতে ফিরিয়া যাইতেছে। কেন ভিক্ষুক আজি আমাকে বাটী হইতে আসিতে বাধা দিয়াছিল? কেন বা এ বন দিয়া আমাকে যাইতে দিল না? বিপদ্! কিসের বিপদ্? চক্রান্ত! আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কে করিবে? মহারাজার দরবারে অনেক ব্যক্তি আমার পদোন্নতির বিরোধী। আমি উন্নতি চাহি না। যাহাদিগের আশ্রয়ে আমরা পুরুষানুক্রমে প্রতিপালিত, তাহাদিগের অকপট সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অতি নিম্নপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেও, আমি কোন কষ্টবোধ করি না; তবে চক্রান্ত করিবে কে? কোন স্থানে শত্রু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না ত? ছি! ছি! বালকের কথা শুনিয়া ভীত ব্যক্তির মত সহজ পথ ত্যাগ করা উচিত হয় নাই; উপায়ও ছিল না, বালকের উপর দিয়া অশ্বচালনা করা অসম্ভব।"

আবার বনবীর মুখ ফিরাইলেন, কিন্তু পশ্চাতে আর কাহার মূর্ত্তি

দেখিতেছেন বলিয়া মনে হইল না। বনের পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট পথ না থাকায়, অশ্ব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর অল্পদূর অগ্রসর হইলেই প্রশস্ত রাজপথ পাওয়া যাইবে। এইরূপে তাঁহাকে ক্রোশাধিক পথ ঘুরিয়া যাইতে হইবে।

চন্দ্রালোকে তখন বসুন্ধরা প্লাবিত। দক্ষিণপার্শ্বে সুবিস্তৃত প্রান্তর; বামে ঘনারণ্য। জ্যোৎস্নাস্নাত বনরাজী, একপার্শ্বে আলোক এবং অপরপার্শ্বে অন্ধকার ধারণ করিয়া বড়ই শোভা বিলাইতেছে; মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোলে বৃক্ষপত্র বিকম্পিত হইয়া গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ন্যায় অথবা রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের ন্যায় বড়ই শোভাময় হইয়াছে। সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ, কুত্রাপি কোনরূপ জীবের কণ্ঠধ্বনি বা নিশাবিহারী বিহঙ্গমের পক্ষচালনা শব্দও শ্রুত হইতেছে না।

সহসা বহুদূরে বনের সীমান্তে যেন এক অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি বনবীরের নয়নে পড়িল। তিনি সাগ্রহে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন, অশ্বও একটু দ্রুত চলিল। ভ্রান্তি নহে, সত্যই সম্মুখে মনুষ্য। বনবীর উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?"

উত্তর আসিল না। কিন্তু শন্‌শন্ শব্দে একটা তীর তাহার কর্ণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ বনবীরের বেগগামী অশ্ব চালিত হইয়া, এক লম্ফে মনুষ্যমূর্ত্তির সমীপদেশে উপনীত হইল। মনুষ্য একটু পিছাইয়া বনের মধ্যে আশ্রয় লইল। বনবীর বলিলেন,—"কে তুমি, আমি জানি না। কেন তুমি রাত্রিকালে এই অরণ্যে আসিয়া তীর সঞ্চালন করিতেছ, তাহা বলিতে পারি না। যদি আমাকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছাড়িয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে এখনি সমুচিত শাস্তি দিব। আর যদি ভ্রমপ্রযুক্ত আমার প্রতি তীর প্রয়োগ করিয়া থাক, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, তুমি মনুষ্যহত্যার চেষ্টায় এ স্থানে

অপেক্ষা করিতেছ। এ প্রদেশের শাসনভার আমার উপর ন্যস্ত; সুতরাং আমি দণ্ডবিধান করিতে বাধ্য; লুকাইলে কোন ফল হইবে না।”

এবারও বাক্যের কোন উত্তর আসিল না, কিন্তু পত্র-পল্লবের অন্তরাল হইতে এক বর্শা আসিয়া বনবীরের বামবাহুতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে বর্শাফলক কেবলমাত্র তাঁহার মূল্যবান্ পরিচ্ছদের একাংশ ছিন্ন করিয়া দিল। তখন বনবীর সেই বর্শা হস্তে গ্রহণ করিয়া, উন্মত্ত সিংহের ন্যায় বেগে ভূপৃষ্ঠে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং বনের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট আর্ত্তনাদ উঠিল, এবং তত্রত্য গুল্মাদির উপর কোন গুরুভার বস্তুপাতের শব্দ হইল। বনবীর বলিয়া উঠিলেন, “এইরূপে শত্রুকে যমালয়ে পাঠাইতে হয়। কে তুমি জানি না, কিজন্য আমাকে বধ করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু তুমি যেই হও, গুপ্ত-হত্যাকারীর সমুচিত শাস্তি পাইয়াছ; সুতরাং ক্ষোভের কোন দরকার নাই।”

তখন বনবীর অতিকষ্টে রুধিরসিক্ত জীবনহীন এক দেহ বহন করিয়া বনের বাহিরে আসিলেন। এই শব এস্থানে ফেলিয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কিরূপে তাহা লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা পশ্চাৎ হইতে কর্কশ-স্বরে কে বলিয়া উঠিল,—“ঐ ব্যক্তির সহিত তোমার একত্র সৎকার হইবে।”

বনবীর মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে এক তীর আসিয়া তাহার বামবাহু বিদ্ধ করিল। সম্মুখে চারিজন সশস্ত্র যোদ্ধা। উন্মুক্ত অসি হস্তে বনবীর তাহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। শত্রুরা কেহই এবার বনের মধ্যে আশ্রয় লইল না। বাধারহিত প্রান্তরমধ্যে অসি

চালনার সুন্দর সুযোগ হইল দেখিয়া, বনবীর সন্তুষ্ট হইলেন। অদ্ভুত অসিচালনা। অসি তাঁহার শরীরের চারিদিকে এমন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল যে, পশ্চাৎ বা পার্শ্বদিক হইতে প্রক্ষিপ্ত কোন অস্ত্রই তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না। অনবরত সমভাবে অসিচালনা করিতে করিতে, বনবীর শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার আঘাতে একব্যক্তি ধরাশায়ী হইল।

তখন তিনজনে তাহার দেহ বিদ্ধ করিবার অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদিগের চেষ্টা নিষ্ফল হইল না। একব্যক্তি আপনার জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, বেগে আসিয়া বনবীরের বক্ষে পতিত হইল। সে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে জীবনবিহীন হইল বটে, কিন্তু তাহার বাধায় বনবীরের অসিচালনা বন্ধ হইল। সেই সুযোগে একজন তাহার মস্তকের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিল। উষ্ণীষ উড়িয়া গেল, রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইল, কাঁপিতে কাঁপিতে বনবীর হত শত্রুর উপর পতিত হইলেন।

তখন অবশিষ্ট শত্রুদ্বয় নিকটে আসিয়া দেখিল, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বনবীরের দেহে জীবনের কোনই লক্ষণ নাই। তখন একব্যক্তি সামন্তের পরিচ্ছদ মধ্যে হস্তার্পণ করিয়া কতকগুলি কাগজ-পত্র পাইল, সেগুলি সে সাবধানে গ্রহণ করিল। অপর ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার কণ্ঠস্থিত মহামূল্য মুক্তামালা এবং উষ্ণীষের শিরপেঁচ সংগ্রহ করিল। তখন উভয়েই প্রস্থান করিল।

সকলই শান্ত হইল। সেই শবচতুষ্টয়, সেই শান্ত দৃশ্যাবলির মধ্যে মানবজীবনের নশ্বরতার নিদর্শনরূপে পড়িয়া রহিল। শত্রুরা প্রস্থান করার অনতিকালপরে, সেই ভিক্ষুক বালক বনমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বনবীর সিংহের প্রকাণ্ড ভবন লোকপূর্ণ; কিন্তু সকলেরই মুখে বিষাদের কালিমা। তাহাদিগের প্রভু, সর্ব্বগুণে গুণান্বিত বনবীর সিংহ মৃতকল্পাবস্থায় শয্যাগত। দস্যুদল রাত্রিকালে বনের পার্শ্বে তাঁহাকে আহত করিয়াছে। এদেশে দস্যু কখনও ছিল না; দস্যুদের যে তিন ব্যক্তি হত হইয়াছে, তাহাদিগকে দেখিয়াও কেহ অনুমান করিতে পারে নাই—যে তাহারা কোন্ দেশের লোক। স্থানীয় কোন ব্যক্তিই তাহাদিগকে চিনিতে পারে নাই। তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র ও বেশভূষা দেখিয়াও কেহ তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া অনুমান করে নাই। কিন্তু তাহারা বনবীরের মুক্তামালা এবং শিরপেঁচ লইয়া গিয়াছে, ইহাতেই তাহদিগকে দস্যু বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সকল ব্যক্তিই এ মীমাংসা সমীচীন বলিয়া মনে করে নাই।

সামন্ত বনবীরের অধীনস্থ প্রদেশের প্রকৃতিপুঞ্জ এই ব্যাপারে একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছে। তাহারা সকলেই তাহাদের সামন্তকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, ভক্তি করে। সুতরাং এ দুর্দ্দৈব বড়ই মর্ম্ম-বিদারক হইয়াছে। চারি দিন অতীত হইয়াছে; বনবীরের অবস্থা সমানই আছে। চিকিৎসকেরা বলিয়াছেন, যদি মস্তকের ক্রিয়া আরব্ধ হয়, তাহা হইলে আহত সামন্ত জীবনলাভ করিবেন; নতুবা আর দুই দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণান্ত হইবে। দেশের সকল লোক উৎকর্ণ ও উন্মুখ হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে সামন্তের সংবাদ গ্রহণ করিতেছে।

বিধাতা অনুকূল হইলেন। জগদম্বার কৃপায় পঞ্চম দিনের রাত্রি-শেষে বনবীরসিংহ নয়নোন্মীলন করিলেন এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত

করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকসমীপে স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননী বসিয়াছিলেন। পার্শ্বে এক যুবক-কর্ম্মচারী, এবং চরণসমীপে সেই দীন ভিক্ষুক বালক উপবেশন করিয়াছিল। একে একে সকলের মুখের প্রতিই বনবীর দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সকলকে তিনি চিনিতে পারিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন,—"মা! আমি বনপার্শ্বে শত্রুর আঘাতে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, আমাকে এখানে আনিল কে?"

মা বলিলেন,—"ভবানীর দয়ায় তুমি ঘরে আসিয়াছ। এই রূপবান্ শান্ত বালক তোমাকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু বাবা, এখন আর অধিক কথার সময় নয়। কবিরাজ মহাশয়েরা তোমাকে দেখিয়া যাউন, তাহার পর অন্য কথা হইবে।"

তৎক্ষণাৎ সেই যুবক-কর্ম্মচারী প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে দুইজন কবিরাজের সহিত পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কবিরাজেরা উত্তমরূপে রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আর কোন ভয় নাই। কালীমাতার কৃপায় সামন্ত মহাশয় নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন।"

বনবীর বলিলেন,—"আপনারা এ বাটীতে ছিলেন? আমি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছি?"

একজন কবিরাজ উত্তর দিলেন,—"আপনি পাঁচ দিন রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন; আমরা পাঁচদিনই এখানে আছি। এক্ষণে আমরা প্রস্থান করি। আপনি মাতৃ-দেবার সহিত আলাপ করুন। একটু সাবধানে কথাবার্ত্তা কহিবেন, যেন জোর না লাগে। আবার বেলা এক প্রহরের পর আমরা আসিব।"

কবিরাজ মহাশয়েরা প্রস্থান করিলেন। কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। বনবীর বলিলেন,—"বুঝিতেছি ভিক্ষুক, তুমি

আমার পরম হিতৈষী। কেন তুমি সে দিন আমাকে বাহিরে যাইতে বাধা দিয়াছিলে তাহাও এখন বুঝিয়াছি ; কিন্তু কে তাঁহারা ? আমাকে হত্যা করায় তাহাদের কি লাভ, তাহার কিছুই আমি বুঝি নাই।"

বালক বলিল,—"শীঘ্রই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন ; এখন বুঝিবার সময় নহে।"

বনবীর জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কে ? কোন্ দেশে তোমার বাস ? তোমার নাম কি ? যে এত হিতৈষী, তাহার কোন পরিচয় না জানা বড়ই দুঃখের বিষয়। সত্যই কি তুমি ভিক্ষুক ?"

ভিক্ষুক বলিল,—"আমার আর কোন পরিচয় নাই। আপনার দ্বারে আমি প্রতিদিনই ভিক্ষা করিতে আসিয়া থাকি। ভিক্ষুকই আমার নাম।"

বালকের স্বর একটু সংক্ষুব্ধ, কথা যেন কণ্ঠে আটকাইতেছে। বনবীর তাহা লক্ষ্য করিলেন। আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"ভাল, ভাই ভিক্ষুক ! এ জগতে তোমার আর কে আছে ?"

ভিক্ষুক বলিল,—"মা ছাড়া আর কেহই নাই।" তাহার নয়নে জল, সে তাহা লুকাইবার জন্য মুখ ফিরাইল। বনবীর বলিলেন,—"বুঝিতেছি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি কষ্ট অনুভব করিতেছ। আমি আর তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না। তুমি কি কয় দিনই এখানে আছ ভাই ? তুমি কি আমাকে বাটীতে আনিয়াছ ভাই ? মা ! আমার সহোদর নাই, কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রেম আমি কখনও ভোগ করি নাই। তুমি এই উদার-স্বভাব পরমসুন্দর ভাইটিকে সন্তানরূপে গ্রহণ কর মা !"

জননী কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন,—"আজি হইতে ভিক্ষুক, তুমি আমার গর্ভের সন্তান হইলে ; আজি হইতে

তুমি বনবীরের কনিষ্ঠ নামে পরিচিত হইলে, আজি হইতে তোমার মত সুসন্তান পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।"

বালক সাশ্রুনয়নে জননীর চরণে প্রণাম করিল। জননী সস্নেহে তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"বল বাপ ভিক্ষুক, তোমার সে মা কোথায় থাকেন? আমি তাঁহাকে প্রাতেই এখানে আনিব।"

ভিক্ষুক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি বলিতে পারি না। আমার মা হয়তো আসিবেন না। তিনি এস্থানে আসিতে পারেন না। আপনাদিগের কৃপায় আমি চরিতার্থ হইয়াছি। আমি আপনার মত দেবীর আর সামন্তের মত সদাশয়ের আশ্রয় পাইয়াছি, ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্য অধমের আর কি হইবে? আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, অধমকে অনুগ্রহে বঞ্চিত করিবেন না। প্রভো! সামন্ত! আপনি এক্ষণে এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, অধিক কথা কহিলে অথবা মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইলে আপনার অনিষ্ট হইবে।"

ঊষার সম্মোহন আলোকের সহিত, বিহগকুলের প্রভাতী-গীতির সহিত, সুশীতল প্রাতঃ সমীরণের সহিত, সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল যে, সামন্ত বনবীর সিংহ নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন। আনন্দে চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। পৌরনারীগণ দেবালয়ে পূজা করিতে ছুটিল, বালক-বালিকাগণ সুবেশে সজ্জিত হইয়া রাজপথে আনন্দ-ক্রীড়ায় মত্ত হইল এবং পুরুষগণ জয়োল্লাসে সমস্ত প্রদেশ মুখরিত করিয়া তুলিল। চারিদিন অতীত হইয়া গেল, সামন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলেন।

মস্তকের ক্ষত এখনও কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট আছে,—কিন্তু তজ্জন্য ভয়ের কোন কারণ নাই।

ভিক্ষুক এখন আর প্রতিনিয়ত সামন্ত-ভবনে থাকে না। এখন

সে সময়ে সময়ে কোথায় পলাইয়া যায়, আবার যথাসময়ে অলক্ষিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। সে কোথায় প্রস্থান করে, কেনই বা প্রস্থান করে, তাহার কোন উত্তর সে দেয় না। বনবীর ও তাঁহার জননী অনেক চেষ্টা করিয়াও এই বালককে নিরন্তর কাছে রাখিতে পারেন নাই। দশম দিনের প্রাতে বনবীর একাকী এক কক্ষে বসিয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে সম্মুখস্থ প্রান্তর দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিলেন, এই ভিক্ষুক কোথা হইতে আমার শুভগ্রহরূপে উদিত হইল? আমি কেবল মাতৃস্নেহে বদ্ধ ছিলাম,—কেবল কর্ত্তব্যের দাস ছিলাম। প্রত্যক্ষ দেবতা মা, আর প্রত্যক্ষ দেবতা মহারাজ। এই দুই জনের প্রিয়কার্য্যসাধন ব্যতীত আর কিছুই জানিতাম না। এই দরিদ্র বালক যেন দেবলোক হইতে অবতারিত হইয়া, সহসা আমার সম্মুখে দেখা দিল। তদবধি ধীরে ধীরে আমি ইহার প্রেমে বড়ই আকৃষ্ট হইতেছি। আমি অবিবাহিত, আমি ভ্রাতৃহীন, আমি ভগ্নীশূন্য, শুনিয়াছি এ সকলের প্রেম মনুষ্যকে বড়ই বদ্ধ করে। কিন্তু আমার বোধ হয়, ভিক্ষুকের প্রতি আমার যে প্রেম তাহার আর তুলনা নাই। ভবানি! তুমি দয়া করিয়া এই ভিক্ষুককে জুটাইয়া দিয়াছ। এই করিও, যেন ইহার স্নেহে আমি কখনও বঞ্চিত না হই।"

পশ্চাৎ হইতে কোমলকণ্ঠে ভিক্ষুক বলিল,—"আপনার এই দয়া যেন চিরদিন থাকে। যেন কোন দোষ দেখিয়া, যেন কোন কারণ পাইয়া, আপনি আমাকে নিগ্রহ না করেন।"

বনবীর চমকিত হইয়া বলিলেন,—"আসিয়াছ ভাই! তোমাকে অনেকক্ষণ দেখি নাই। আমি কি ভাবিতেছিলাম, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে? সত্যই—আমি ভাবিতেছিলাম, সত্যই আমি ভবানীর চরণে প্রার্থনা করিতেছিলাম, যেন তোমার প্রেমে কখনও

বঞ্চিত না হই। তোমাকে নিগ্রহ! এ আশঙ্কা তুমি কেন করিতেছ ভাই? তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আমাকে বাচাইয়াছ, তুমি আমার হৃদয়ে আনন্দের উৎস আনয়ন করিয়াছ, তুমি আমার অন্তরে ভালবাসা ঢালিয়া আমাকে নূতন জীবন দিয়াছ। তোমাকে নিগ্রহ? তুমি আমার সুখদুঃখের সঙ্গী হইবে, আমার সামগ্রী তুমি আপনার জানিয়া ব্যবহার করিবে। আমি বিবাহ করিব না, তোমার বিবাহ দিব, তোমার বিনোদনের জন্য বধূ-মাতাকে সাজাইব। তোমাদের লইয়া আনন্দে দিন কাটাইব। তোমাদের সন্তান হইবে, তাহাদিগকে আমি কাড়িয়া লইব। ভাই! এ কথা আমি কখনও ভুলিব না। তুমি কি ভুলিবে ভাই?"

ভিক্ষুকের নয়নে জল! সে রোদন-বিজড়িত সংক্ষুব্ধ-স্বরে বলিল,—"কি ভুলিব? আপনার এই অনুগ্রহের কথা? তাহা যদি ভুলিতে আমার সাধ্য থাকিত, তবে আপনার চরণে আমি আত্ম-বিক্রয় করিব কেন? ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমার এ দাসত্ব যেন কখনই ছিন্ন না হয়। কিন্তু আমি এখন আপনাকে একটা গুরুতর কথা বলিতে আসিয়াছিলাম। আপনার এখন সে কথা শুনিতে সময় হইবে না বোধ হয়। আমি তবে এখন মার কাছে যাই।"

বনবীর উঠিয়া বলিলেন,—"না, কি বলিতে আসিয়াছিলে বলিয়া যাও।"

বালক অবনতমস্তকে বলিল,—"আমি বলিতেছিলাম, মাকে লইয়া কাশী যাই না কেন?"

বনবীর সবিস্ময়ে বলিলেন,—"সে কি কথা? এ কথা কেন বলিতেছ ভাই?"

ভিক্ষুক বলিল,—"আমার মনে হয়, শীঘ্রই আমাদিগের আরও বিপদ্ ঘটিবে, তখন বড়ই বিব্রত হইতে হইবে।"

বনবীর বলিলেন,—"এ আশঙ্কা তুমি কেন করিতেছ, ভাই! বিপদের পূর্ব্বসূচনা পাঠ করিতে তোমার বড়ই দক্ষতা আছে। বল দেখি, তুমি কি বুঝিতেছ?"

ভিক্ষুক। আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আমার বিশ্বাস, আপনার বিরুদ্ধে ঘোরতর ষড়যন্ত্র হইতেছে। সেই ষড়যন্ত্র সেদিন আপনাকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়াছিল। যাহাদিগকে লোকে দস্যু বলিয়া মনে করিতেছে, আমার বিশ্বাস, তাহারা ষড়যন্ত্রকারীদিগের নিয়োজিত ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ নহে। আমার বিশ্বাস, চক্রান্তকারীদিগের চেষ্টায় শীঘ্রই বিপদ্ ঘনীভূত হইবে। সাবধানতার অনুরোধে আমি অগ্রে মাতৃদেবীকে এ স্থান হইতে সরাইতে ইচ্ছা করি।

বনবীর অনেকক্ষণ অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"আমি তোমার কোন কার্য্যে বাধা দিব না। আমি জানি তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্।"

ভিক্ষুক পলাইয়া গেল। দুইদিন পরে সামন্ত বনবীরের ভবনে একজন সেনাপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈনিক উপস্থিত হইল। বনবীর তাহাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র সসম্ভ্রমে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহারাজার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিয়া, সকলকে অভিবাদন করিলেন। সেনাপতি অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"মহারাজের আদেশে আপনি বন্দী।"

বনবীর সিংহ সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন,—"বন্দী! আপনি এ সংবাদ ঠিক জানিয়াছেন কি?"

সেনাপতি। বিশ্বাস না হয়, আপনি তাঁহার সহি মোহরাঙ্কিত এই পরোয়ানা দেখিতে পারেন।

সেনাপতি বস্ত্রমধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া ধরিলেন। বনবীর দূর হইতেই মহারাজার স্বাক্ষর সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন,—"উত্তম, কি অপরাধে আমি বন্দী হইয়াছি, আপনি বোধ হয় তাহা জানেন না। আমারও তাহা এক্ষণে জানিবার কোন প্রয়োজন নাই, মাননীয় মহারাজার আদেশই যথেষ্ট। এজন্য এত সৈন্যকে কষ্ট দিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বোধ হয় এখনই যাইতে হইবে। আপনারা আমার ভবনে আসিয়াছেন, কিন্তু এ অবস্থায় আতিথ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করাও শোভা পায় না।"

সেনাপতি। আপনার শিষ্টাচারে আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি। কোনরূপ কালব্যাজ করিতে আমার প্রতি আদেশ নাই। সুতরাং আতিথ্যগ্রহণ এক্ষণে সম্ভব নহে।

বনবীর। আমি পরিচ্ছদ ধারণ করিতে চাহি না। কিন্তু আমার যে অসি নিয়ত মহারাজার সেবায় নিযুক্ত, তাহা আমি এ সময়ে সঙ্গে লইতে পারিব কি? আর একটী অশ্ব না হইলে বোধ হয় আপনাদিগের সহিত দৌড়িতে আমার কষ্ট হইবে। অতএব একটী ঘোড়া লইবার অনুমতি দিবেন কি?

সেনাপতি। আপনার উভয় প্রস্তাবই সুসঙ্গত। আপনি অসি গ্রহণ করুন, অশ্ব আনিতে আদেশ করুন।

মহারাজার আদেশ শ্রবণের পর, ক্ষণকালের নিমিত্তও সেনাপতি ও সৈনিকগণের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করা অবৈধ। বন্দী বনবীর দূরে বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান এক কর্ম্মচারীর প্রতি অসি ও অশ্ব আনয়নের নিমিত্ত আদেশ করিলেন। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ

তাহার পার্শ্বে ভিক্ষুক, সামন্তের প্রকাণ্ড অসি এবং তাঁহার পদোচিত পরিচ্ছদ লইয়া দণ্ডায়মান। সামন্ত, সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিচ্ছদ ও অসি ধারণ করিলেন।

ভিক্ষুক বলিল,—"অশ্ব অনেকক্ষণ হইতে সজ্জিত রহিয়াছে। আমি মাতৃদেবীকে শান্ত করিয়া রাখিব, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। মঙ্গলময় মহাদেব আপনার কোন অমঙ্গল ঘটাইবেন না।"

অশ্ব আসিল, বনবীর অকাতরভাবে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। বলিলেন,—"ভিক্ষুক! আমার বলিবার কোন কথা নাই। মহারাজার বিচারে আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলেও আমি মনে করিব, নিশ্চয়ই আমি ভয়ানক অপরাধ করিয়াছি। আপাততঃ তোমাদের নিকট বিদায় লইতেছি। মাতৃদেবীর চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইবে। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমার অকল্যাণ কখনই হইবে না।"

ভিক্ষুক অকাতরে ও নির্ভীকভাবে সমস্ত কথা শুনিল। বনবীর বলিলেন,—"সেনাপতি মহাশয়, বোধ হয় সৈন্যগণ আমাকে বেষ্টন করিয়া যাইবে। আপনি তাহার আদেশ প্রদান করুন।" তাহাই হইল। সৈনিকেরা আসিয়া বনবীরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন সেনাপতি যাত্রার আদেশ দিলেন। ভীমরবে বনবীর সিংহ বলিয়া উঠিলেন,—"জয় মহারাজ রণধীরের জয়।"

সৈনিকগণ সমস্বরে সেই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করিল। মহারাজের জয়ধ্বনি দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। বন্দীসহ সৈনিকগণ অদৃশ্য হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহারাজ রণধীর সিংহের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। অতি অল্পবয়সেই তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। বনবীরের পিতা প্রধান মন্ত্রী ও রক্ষকরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পরামর্শদাতারূপে কার্য্য করিয়াছেন। তিন বৎসর হইল, তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরে বনবীর, মহারাজের প্রতিষ্ঠিত সভায় স্থান পাইয়াছেন। অসাধারণ বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা হেতু অল্পকালমধ্যেই বনবীর, মহারাজের বিশেষ আদরভাজন ও বিশ্বাসপাত্র হইয়াছিলেন। সভার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা পুরাতন ব্যক্তি এবং বনবীরের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। বালক বনবীরের প্রতিষ্ঠা, তাঁহাদিগের সকলেরই হৃদয়-জ্বালাকর হইয়াছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, অচিরকালমধ্যেই সকলকে এই বালকের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এইজন্য এই প্রবল শত্রুকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা উচিত বলিয়া, তাঁহারা অবধারণ করিয়াছিলেন।

অনেক দিন হইতেই তাঁহারা মহারাজের কর্ণে নানারূপ বিষবাণী প্রক্ষেপ করিতেছিলেন। বনবীরের প্রতি অসাধারণ বিশ্বাস থাকিলেও, অমাত্যগণের ধারাবাহিক চেষ্টা কথঞ্চিৎ সফল হইয়াছিল। ইদানীং মহারাজ একটু সন্দেহপূর্ণনয়নে বনবীরের কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিতেছিলেন। শেষে অমাত্যগণ যে কৌশলজাল বিস্তার করিলেন, তাহা বনবীরের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। বনবীরের বিরুদ্ধে যে সকল অকাট্য অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ঘৃণাজনক।

মহারাজ রণধীর বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ, কিন্তু বড় সহজ-বিশ্বাসী।

তিনি স্বয়ং সত্যবাদী ও পরম ধার্ম্মিক। এজন্য সকলকেই সত্যসেবক ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া মনে করেন। কাহারও সামান্য পরিমাণ ধর্ম্ম-বিচ্যুতি শুনিলে এবং তদ্বিষয়ক অত্যল্পমাত্র প্রমাণ পাইলে, মহারাজ অতিশয় চলচ্চিত্ত হইতেন।

অদ্য বনবীরের বিচার হইবে। মহারাজের আদেশে সভায় কেবল অমাত্যগণ ব্যতীত অন্য কোন লোক থাকিতে পাইবেন না। সন্ধ্যার পরে নিস্তব্ধ সভায় অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ আসীন। উজ্জ্বল দীপাবলীর দ্বারা সভাস্থল আলোকিত। রক্ষিগণপরিবেষ্টিত বনবীর সিংহ সম্মুখে দণ্ডায়মান।

একজন অমাত্য স্বকীয় ধবল-শ্মশ্রু বামকরে একবার আন্দোলিত করিয়া বলিলেন,—"বন্দী বনবীর! তোমার বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তুমি সে সম্বন্ধে কি বলিতে চাহ?"

প্রশান্তস্বরে বনবীর বলিলেন,—"আমি প্রথমে মহারাজের চরণে প্রণাম করিতেছি। তাঁহার নিকট আমার একান্ত বশ্যতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমি কি বলিতে চাহিব? যে ব্যক্তি আপনার অপরাধের কোন বৃত্তান্তই জানে না, সে কি বলিবে?"

মহারাজ বলিলেন,—"বনবীর! তোমাকে রাজভক্ত বিশ্বাসী রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়াই আমার জ্ঞান ছিল। কিন্তু ইদানীং কিছুদিন হইতে তোমার আচরণ বড়ই সন্দেহজনক হইয়াছে। সম্প্রতি তোমার বিরুদ্ধে এতই গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমাকে বিহিত দণ্ড প্রদান না করিলে, আমাকে অপরাধভাগী হইতে হইবে।"

বনবীর সিংহ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—"মহারাজের প্রদত্ত দণ্ড অনুগ্রহরূপে আমি অবনতমস্তকে গ্রহণ করিব। বিচার

বা প্রমাণের কোনই প্রয়োজন নাই, ভবদীয় আজ্ঞাই আমার পক্ষে দেবাদেশ অপেক্ষা বলবান্।"

মধুসূদন নামক এক অমাত্য বলিলেন,—"তোমার এই বাক্য রাজঅবমাননাসূচক। তুমি বলিতেছ, বিচার বা প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। ইহাতে সূচিত হইতেছে যে, ধর্ম্মময় মহারাজ অবিচারে, বা বিনা প্রমাণে লোককে দণ্ডিত করিয়া থাকেন এবং তোমাকেও হয়তো সেইরূপে দণ্ডিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

অনেক অমাত্যই বলিয়া উঠিলেন,—"বনবীরের এই বাক্য বড়ই নিন্দনীয়, বড়ই অপমানজনক।"

মহারাজ বলিলেন,—"বিনা প্রমাণে বা বিনা বিচারে তোমাকে শাস্তি দিতে আমার ইচ্ছা নাই। ভবানী করুন, যেন কখনও কোন ব্যক্তির প্রতি সেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে আমার প্রবৃত্তি না হয়। তুমি উৎকোচ লইয়া রাজপ্রদত্ত শক্তির অত্যন্ত ঘৃণিত অপব্যবহার করিয়াছ। তুমি সতী ব্রাহ্মণকন্যার ধর্ম্মনাশ করিয়াছ। তুমি সেই সতীর স্বামী কর্ত্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে বধ করিয়া, নরহত্যাপরাধে অপরাধী হইয়াছ। তুমি স্বয়ং স্বাধীন হইবার আশায় রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলসঞ্চয় করিতেছ। এ সকল অপরাধই সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এ সম্বন্ধে কি বলিতে ইচ্ছা কর?"

বনবীরের চরণ হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত তখন কাঁপিতেছে। ভয়ে তিনি বিচলিত হইতেছেন না; যে সকল লোমহর্ষণ ভয়ানক অত্যাচারের ভার তাঁহার স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে, সম্পাদন করা দূরে থাকুক, তাহার কল্পনা করিতেও কখন তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কম্পিতকণ্ঠে বনবীর বলিলেন,—"ধর্ম্মময় মহারাজ! যদি আমার এই সকল দুষ্কৃতি সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদ্বিরুদ্ধে যে কথা

আমি বলিব, তাহাই প্রগল্‌ভতা হইবে। আমি এ সকল অপরাধের কিছুই জানি না। আমি জানি, আমার দেহ, আমার জীবন, আমার শক্তি অকপটে রাজাদেশপালন করিতে বাধ্য। মহারাজের ন্যায্য বা অন্যায় বিচারে আমার অধিকার নাই। আপনার আদেশই আমার নিয়ামক। আমার কটিতে অসি আছে, এই অসি রাজার আদেশে স্বদেশের হিতসাধনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে, ইহাই আমার অচল অটল প্রতিজ্ঞা। আমি রাজচরণে অসি সমর্পণ করিতেছি; জীবনে ও মরণে আমি রাজাদেশ পালনে বাধ্য। ইচ্ছা হয়, আপনার আদেশে ঘাতক এখনই এই সভাস্থলে আমাকে শতখণ্ডে বিভক্ত করুক, অথবা ধীরে ধীরে অগ্নিপ্রয়োগে আমাকে দগ্ধ করা হউক, আমি অবিচলিত চিত্তে রাজাদেশ বহন করিব। যদি মহারাজ আমার অপরাধ সমস্ত সত্য বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে কালব্যাজ অনাবশ্যক, আমার প্রতি বিহিত দণ্ডের আদেশ প্রদান করুন।"

বনবীর নিকোষিত অসি ভূতলে ফেলিয়া দিয়া, অধোমুখে রাজাদেশের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ কাহারও মুখ হইতে কোন বাক্য নিঃসৃত হইল না। তাহার পর মহারাজ বলিলেন,—"সমস্ত কথা তোমাকে শুনাইয়া না দিলে কোন ক্ষতি ছিল না। কারণ, আমি জানিয়াছি, তোমার অপরাধ সত্য। প্রথমতঃ তুমি উৎকোচ লইয়া অবিচার করিয়াছ; তুমি বৃদ্ধ বলদেব পণ্ডিতের সম্পত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়াছ। প্রজারা বলদেবের অধীনে থাকিতে চাহে বলিয়া তোমাকে প্রভূত ধন দিয়াছে। ইহার প্রমাণ আমি অন্য লোকের নিকট অবিসংবাদিতরূপে জানিতে পারিয়াছি। তুমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে এই সকল পত্র পাঠ করিতে পার।"

মধুসূদন কতকগুলি পত্র বনবীরের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। বনবীর তাহা স্পর্শও করিলেন না। মহারাজা বলিতে লাগিলেন,—"তুমি বলদেবের সুন্দরী শিরোমণি কন্যার ধর্ম্মনাশ করিয়াছ। তাহার স্বামী সদানন্দ মিশ্র তোমার দৌরাত্ম্যে পত্নী লইয়া পলাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, তুমি তাহাতে বাধা দিয়া এরূপ আয়োজন করিয়াছ যে, সদানন্দের আর শ্বশুর-ভবনের দিকে যাইবার উপায় নাই। সদানন্দ মিশ্র পার্শ্বের গৃহে অপেক্ষা করিতেছে; তাহাকে আহ্বান কর।"

তৎক্ষণাৎ এক কৃষ্ণকায় কুৎসিতদর্শন ব্রাহ্মণকে আজ্ঞাবহগণ সভায় আনিয়া উপস্থিত করিল। বনবীর বলিলেন,—"মহারাজ! আমাকে বধ করিবার আদেশ করুন। এইরূপ ঘৃণিত পাপের কথা আমার স্কন্ধে আরোপিত হইতেছে, ইহা শ্রবণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর। আমি কোন প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা করি না।"

মহারাজ ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"স্থির হও, তোমার বিরুদ্ধে কোন দুষ্কর্ম্ম আরোপিত হইতেছে বলিলে, আমাকে অবিচারক ও অন্যায়-কারী বলা হয়। এই সদানন্দ মিশ্র নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া আপনার পারিবারিক কলঙ্কের কথা লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে; ইহা কি তুমি মিথ্যা বলিতে সাহস কর?"

বনবীর মস্তকোত্তোলন করিলেন। বলিলেন,—"ক্ষমা করুন, আমাকে বধ করিয়া বিচারের শেষ করিয়া দিউন। আমি বলিতেছি, এই ব্যক্তি সদানন্দ মিশ্র নহে।"

মহারাজা রোষ-কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"নরাধম! বুঝিতেছি, তুমি অধঃপতনের পূর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়াছ।"

মধুসূদন বলিলেন,—"রাজাদেশে প্রদত্ত পত্রসমূহে একবার দৃষ্টিপাত না করা তোমার ভয়ানক অপরাধ হইয়াছে। তাহাতেই

প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তুমি রাজগৃহীত প্রমাণ অতিশয় তুচ্ছ বোধে উপেক্ষা করিতেছ। তাহার পর সদানন্দের সম্বন্ধে অবিশ্বাস করায় তোমার রাজদ্রোহিতা সূচিত হইতেছে।"

একটু উত্তেজিতস্বরে বনবীর বলিলেন,—"কে বলে আমি রাজদ্রোহী? কে বলে আমার কার্য্যে রাজদ্রোহিতা সূচিত হইতেছে? আমি রাজাদেশে এখনই হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছি; তবে আমি রাজদ্রোহী কিসে? কিন্তু যে অপরাধ কল্পনার অতীত, তাহা আমি কোনমতেই স্বীকার করিতেছি না।"

সেই অমাত্য বলিলেন,—"নিরুপায় হইয়া তুমি বুঝিতেছ যে, যখন অপরাধ সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে, তখন প্রাণদণ্ড ব্যতীত আর গতি নাই।"

মহারাজা বলিলেন,—"বুঝিতেছি, তুমি আমাকেও মিথ্যাবাদী মনে করিতেছ, এবং আমার বিচারশক্তির অবমাননা করিতেছ। এই সদানন্দ তোমাকে ধরিয়া রাজদ্বারে আনিবার নিমিত্ত পাঁচ ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিল। তুমি তাহাদের তিনজনকে বধ করিয়াছ, অপর দুই ব্যক্তি তোমাকে আহত করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহারা এই স্থানেই উপস্থিত আছে।" তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাবহগণ সেই পলাতক আক্রমণকারীদ্বয়কে সভামধ্যে লইয়া আসিল। মহারাজা বলিলেন,—"পাছে তুমি এসকল ব্যাপার অস্বীকার কর, এই জন্যই এই ব্যক্তি তোমার মুক্তামালা ও শিরপেঁচ লইয়া আসিয়াছে, এই দুই বস্তু যে তোমার, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"

মধুসূদন, বনবীরের মুক্তামালা ও শিরপেঁচ তুলিয়া ধরিলেন। বনবীর নীরব। তিনি বুঝিলেন যে, চক্রান্তকারিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল আয়োজন করিয়াছে, তাহা খণ্ডন করিবার কোন চেষ্টা

করিলে সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু ধর্ম্মময় মহারাজের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করা হইবে এবং বস্তুতঃই তাঁহার অবমাননা ঘটিবে। জগদম্বার রাজ্যে অধর্ম্ম কখনই জয়লাভ করিবে না। মহারাজ আবার বলিলেন,—“তোমার স্বাক্ষরিত অবিচারমূলক কাগজপত্র এই বিশ্বাসী ব্যক্তিরা সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাতে তুমি যে পক্ষপাতিতা করিয়াছ, তাহা স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে। বোধ হয়, তুমি বুঝিয়াছ, তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতেই ক্রটি করা হয় নাই।”

বনবীর বলিলেন,—“আমার বলিবার কোন কথা নাই। মহারাজ যে প্রমাণে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে উদ্যত হওয়াই রাজদ্রোহিতা। আমি এক্ষণে রাজদণ্ডের প্রতীক্ষা করিতেছি।”

মহারাজা আবার বলিলেন,—“ইহা ভিন্ন তোমার এক্ষণে উপায়ান্তর নাই। তোমার স্বাধীন হইবার আয়োজনেরও প্রভূত প্রমাণ আমি পাইয়াছি। তুমি তাহা জানিতে ইচ্ছা কর কি?”

বনবীর বলিলেন,—“না, আমার দণ্ডাজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই জানিতে এক্ষণে আমার ইচ্ছা নাই।”

মহারাজা বলিলেন,—“এসকল অপরাধের নিমিত্ত তোমার প্রাণদণ্ড করাই বিধেয়; কিন্তু বনবীর! তোমার পিতা আমার অকপট শুভানুধ্যায়ী ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মানের অনুরোধে আমি তোমার প্রাণদণ্ডবিধানে বিরত হইলাম। তোমার অসি তুমি গ্রহণ কর। অতঃপর তুমি এরাজ্য হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইলে।”

বনবীর বলিলেন,—“ধর্ম্মময় রাজার আদেশ শিরোধার্য্য। আমি রাজাদেশে পুনরায় অসি গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা

করিয়াছি, মহারাজের প্রয়োজন ব্যতীত আর কখনও অসির ব্যবহার করিব না, সে প্রতিজ্ঞা চিরদিনই সমান থাকিবে। আমি বলিয়া যাইতেছি, কোন না কোন দিন মহারাজ বুঝিতে পারিবেন, তাঁহার অনুগত বনবীর নিরপরাধ। নিবেদন করিবার একটী কথা আছে, আমার বৃদ্ধা জননী আছেন, কৃপাময় মহারাজ তাঁহার ব্যবস্থা করিবেন। রাজচরণে প্রণাম করিতে করিতে প্রণত দাস বিদায় গ্রহণ করিল। সে অদ্যই রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবে।”

রক্ষিগণসহ বনবীর অকাতরভাবে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রতাপগড় রাজ্য দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই শত ক্রোশ এবং বিস্তারে সর্ব্বত্র সমান না হইলেও এক এক স্থানে প্রায় শতক্রোশ পরিমিত। এই অতি বৃহৎ প্রদেশ বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূরিত। ইহার নানা স্থানে শোভাময় শৈলমালা বিরাজিত। পূর্ব্বদিকে অনত্যুচ্চ পর্ব্বত, নৈসর্গিক প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান, তাহার বিপরীতদিকে অনন্ত বারিধির উত্তালতরঙ্গমালা সদা বিস্ফারিত। রাজ্যের বহু স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘনারণ্য এবং অনেক স্বচ্ছতোয়া কলনাদিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী নানা স্থানে প্রবাহিতা। এই রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন অতুলনীয়, সমৃদ্ধিও তদনুরূপ। ভূমি সর্ব্বত্রই অতিশয় উর্ব্বরা, স্বর্ণাদি মূল্যবান্ খনিজ পদার্থেরও অসদ্ভাব নাই। সুতরাং এখানকার অগণ্য-প্রায় প্রজাবর্গ সুখী ও শান্তিময়। স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ সম্মিলনে অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রতাপগড় রাজ্য যেন সর্ব্বদা হাস্যপূর্ণ।

মহারাজা রণধীর সিংহ এই সুসমৃদ্ধ রাজ্যের স্বাধীন অধীশ্বর। এক মন্ত্রী-সভার সাহায্যে তিনি নিরপেক্ষভাবে রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন এবং সর্ব্বত্র যাহাতে সুশাসন পরিচালিত হয়, তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্ থাকেন। সমস্ত রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগ আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত অধুনা নির্ব্বাসিত বনবীরের ন্যায় এক এক সামন্তের অধীন। সামন্তগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতির ন্যায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং মহারাজের বিধিব্যবস্থা অনুসারে অধীনস্থ বিভাগ শাসন করিতে বিনিযুক্ত।

বনবীরকে নির্ব্বাসিত করার পর, তাঁহার অধীনস্থ জয়নগর বিভাগ শাসন করিবার জন্য, সেই দিনই এক সামন্ত অস্থায়ীভাবে প্রেরিত

হইলেন। তাঁহার নাম রঘুনাথ রাও। আপাততঃ নির্ব্বাসিত সামন্তের অট্টালিকা বা সম্পত্তি অধিকার করিবার আদেশ নব-নিয়োজিত রঘুনাথ পাইলেন না। সভায় এইরূপ কার্য্য শেষ করিয়া, মহারাজা রণধীর একটু বিষণ্ণচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সাধারণতঃ তদানীন্তন নরপতিগণের ন্যায় রণধীরের অন্তঃপুর বহুসংখ্যক ভোগ্যা বা বনিতায় পরিপূর্ণ ছিল না। সুলক্ষণাসুন্দরী তাঁহার একমাত্র মহিষী। সুলক্ষণার বয়স প্রায় পঞ্চবিংশ। বলা আবশ্যক যে, অতি বাল্যকালে রণধীর এক সমবয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। দশবর্ষ পরে সুতিকাগারে সন্তানসহ মহারাণী প্রাণ পরিত্যাগ করেন। বর্ষদ্বয় পরে সুলক্ষণাসুন্দরীকে মহারাজা সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার সহিত বয়সের এইরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে। সুলক্ষণা রূপে যেমন অতুলনীয়া, তেমনই প্রখরবুদ্ধিশালিনা। যদি সুলক্ষণাসুন্দরা সতত সতর্ক থাকিয়া মহারাজকে নিয়ত পথ না দেখাইতেন, তাহা হইলে হয়তো এতদিনে রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইত।

মহারাজা অন্তপুরে প্রবেশ করিলে, সুলক্ষণা সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"মুখখানা বড় বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?"

মহারাজা বলিলেন,—"তোমার সম্মুখে আসিয়াও আমার বিমর্ষভাব যায় নাই কি? তোমাকে দেখিলে, তোমার কাছে আসিলে, তোমার কথা শুনিলে সংসারের সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই। এখানে আসিয়াও যদি আমার মুখের ম্লানতা না গিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অদ্যকার কারণ বড়ই গুরুতর।"

হাত ধরিয়া সুলক্ষণা, মহারাজকে পর্য্যঙ্কে বসাইলেন এবং তাঁহার

পরিচ্ছদের অপ্রয়োজনীয় অংশ সমূহ মোচন করিতে করিতে বলিলেন,—"গুরুতর ? কি করিয়াছ তুমি আজ ?"

মহারাজ বলিলেন,—"আমি আজ জয়নগরের সামন্ত বনবীর সিংহকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি।"

মহারাণী মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—"ভাল কর নাই।"

মহারাজা বলিলেন,—"কি করিব, সে যে ভয়ানক দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছে, তাহার অপরাধের অনুরূপ দণ্ড করিতে হইলে, প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইত।"

মহারাণী বলিলেন,—"আমি অবলা, তোমার দাসী। তুমি দয়া করিয়া ভালবাস জানি, সেই সাহসে বলিতেছি, বনবীর নিরপরাধ। আজিকার এই কার্য্যে অনেক অমঙ্গল ঘটিবে। মা—অম্বিকা! তুমি রক্ষা কর।"

মহারাজা বলিলেন,—"তুমি বল কি রাণী! আমি জানি তোমার বুদ্ধি বড় প্রখর। অনেক সময় দেখিয়াছি, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাই ঠিক, আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা ভুল। কিন্তু বনবীরের বিষয় তুমি সব জাননা। তাহার অপরাধ সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।"

মহারাণী করযোড়ে বলিলেন,—"না না, মহারাজ! আমি তোমার দাসীরূপে আসিয়া অবধি সেই বনবীরকে দেখিতেছি; তখন সে শিশু। ইদানীং ৫।৭ বৎসর তাহাকে দেখি নাই। বাল্যে তাহার হৃদয়ে যে সকল দেবভাব দেখিয়াছি, তাহাতে কখনই বিশ্বাস হয় না যে, তাহার দ্বারা জীবনে কখনও মন্দকার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিশেষতঃ সে দেব-নন্দন। তাহার পিতা আমাদেরও পিতৃস্থানীয়। সেই মহাত্মার সন্তান কখনই মন্দকাজ করিতে পারে না।"

মহারাজা বলিলেন,—"তুমি জাননা, অন্তঃপুরে সে সংবাদ আসিয়া পৌঁছে নাই। বনবীর আমার এ ধর্ম্মের রাজ্য পাপে ডুবাইয়াছে। আর যাহা করিয়াছে তাহার জন্য ক্ষমা করিলেও পারিতাম, কিন্তু এ অধর্ম্মের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

মহারাণী বলিলেন,—"অসম্ভব। আমি সকলই শুনিয়াছি; মহারাজ! বিচারে বড়ই ভুল হইয়াছে, নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়াছে।"

মহারাজা বলিলেন,—"বল কি? স্বয়ং স্বামী রাজসভায় আসিয়া স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। সত্য না হইলে এরূপ কথা লইয়া স্বামী কখন রাজদ্বারে আসিতে পারে কি?"

মহারাণী বলিলেন,—"যে আসিয়াছিল, সে স্বামী নহে, ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়াছে। আমি সব জানি মহারাজ! বনবীর বলিয়াছে, এ ব্যক্তি কখনই সদানন্দ মিশ্র নহে। তুমি সে কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছ। বনবীর তোমাকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করে, সুতরাং সে আর কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করে নাই। তোমার বিচারের ত্রুটি হইয়াছে। সকল কথা সুন্দররূপে প্রণিধান করা উচিত ছিল।"

মহারাজ নীরব। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—"সে তো সকল কথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছে। সে তো কোন বিষয়েই বিশেষরূপে প্রতিবাদ করে নাই?"

মহারাণী বিষণ্ণস্বরে বলিলেন,—"ইহাতে তাহার ধর্ম্মময়তারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সে সবিনয়ে জানাইয়াছে যে, কোন দোষেই সে দোষী নহে। তুমি বিরক্ত হইয়াছ; অমাত্যগণ তোমার সহায়তা করিয়াছে। রাজভক্ত সুশীল বনবীর বুঝিয়াছে যে, প্রাণ

যায় সেও ভাল, তথাপি রাজাকে বিরক্ত করা অন্যায়। তাহার রাজভক্তি, তাহার রাজপ্রেম, তাহার বশ্যতা অত্যন্ত অপরাধরূপে পরিগণিত হইয়াছে। দণ্ডাজ্ঞার পরেও সে বলিয়াছে, একদিন জগৎ বুঝিতে পারিবে যে, সে নির্দ্দোষী। সত্যই মহারাজ! সে নির্দ্দোষী।”

মহারাজ অবনতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাণী বলিলেন,—“দাসী অনধিকার-চর্চ্চা করিতেছে। চিরদিন তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আসিতেছ, আজিও তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবে। বনবীরের স্থানে যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সে বিদেশী। বৈদেশীক রাজকর্ম্মচারী তোমার সভা ছাইয়া ফেলিতেছে; কিন্তু সামন্তের পদ পুরুষানুক্রমে প্রতাপগড়ের অধিবাসী করিয়া আসিতেছে। আজি সে পদে বিদেশী নিযুক্ত হইল; ইহার পরিণাম বড়ই ভয়ানক হইবে।”

মহারাজা বলিলেন,—“রঘুনাথ বিদেশী হইলেও প্রতাপগড়ে বাস করিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার যোগ্যতার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, আর পরিচয়ে জানা গিয়াছে, সে অতি মহৎ-বংশ-সম্ভূত।

মহারাণী বলিলেন,—“মহারাজ! সে যদি মহৎ-বংশীয় সুযোগ্য ব্যক্তি, তবে সে স্বদেশে কোনরূপ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে পারে নাই কেন? আমাদিগের অব্যবহিত পার্শ্বে তাহাদের দেশ। সে স্থান ত্যাগ করিয়া পর-রাজ্যে আসিতে বাধ্য হইল কেন? মহারাজ! আমি নারী, কত কথাই বলিব? তোমার অমাত্য-সভায় ইদানীং যাঁহারা স্থান পাইতেছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই স্বয়ং এ রাজ্যের অধিবাসী হইয়াছেন, কাহারও কাহারও পিতা, কোন কারণে স্বদেশ বাস অসম্ভব হওয়ায়, এই রাজ্যে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এ

সকল কথা তোমার সন্ধান করা উচিত। স্বদেশী লোককে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীর প্রতি অতি-বিশ্বাস প্রায়ই অমঙ্গলজনক হয়।”

মহারাজা অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে এ প্রসঙ্গের আর কোন আলোচনা হইল না। পরদিন প্রাতে মহারাজা রণধীর, যথাসময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, বনবীরকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। অনেক সুদক্ষ কর্ম্মচারী এই ভার পাইয়া ছুটিল। ক্রমে ক্রমে সপ্তাহদ্বয় মধ্যে সকল দূতই ফিরিয়া আসিল, বনবীরের কোন সন্ধানই কেহ আনিতে পারিল না। শেষে জয়নগর হইতে সংবাদ আসিল যে, বনবীরের জননী, ভিক্ষুকনামে পরিচিত এক বালককে সঙ্গে লইয়া, নির্ব্বাসিত পুত্রের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন।

মহারাজার আদেশে বনবীরের ভবন প্রহরীগণ দ্বারা রক্ষিত থাকিল। নবীন সামন্ত সে ভবনে স্থান পাইলেন না।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ, অন্ধ বলদেব পণ্ডিতের বিষয়-সম্পত্তি গিয়াছে, আধিপত্য গিয়াছে, দুর্দ্দশার সীমা নাই। উত্তমর্ণ তাঁহার জায়গীর দখল করিয়া লইয়াছে। পূর্ব্ব-ভবন আছে, কিন্তু দিনপাতের আর কোন উপায় নাই। দাস-দাসী সকলকেই বিদায় দিতে হইয়াছে।

দেশের সমস্ত লোক হায় হায় করিতেছে, জয়নগর অঞ্চলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বনবীরের ন্যায় সুদক্ষ ধর্ম্মভীত সর্ব্বজনপ্রিয় সামন্ত বিনাদোষে অবিচারে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। এই ঘটনা তাবৎ লোকের হৃদয়ে নিদারুণ শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর বলদেব পণ্ডিতের সম্বন্ধে বনবীর যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের বড়ই প্রীতিজনক হইয়াছিল; সকলেই সে ব্যবস্থা শুনিয়া বনবীরের জয় ঘোষণা করিয়াছিল এবং অতিশয় সুব্যবস্থা হইল বুঝিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। এক্ষণে নবীন সামন্ত মহাশয়, সে ব্যবস্থামত কার্য্য না করিয়া, বলদেবকে পথের ভিক্ষুক করিয়া দিলেন। সেই অন্ধ বৃদ্ধ, পত্নী ও যুবতী কন্যা লইয়া অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। দেশের সমস্ত লোক তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইল। তাহাদের ভয়ের কারণ, রঘুনাথের দুর্ব্ব্যবহার; রঘুনাথ বিচার না করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করিতেছেন, বিনা দোষে বা লঘু পাপে গুরুদণ্ড ব্যবস্থা করিতেছেন, অন্যায়রূপে লোকের অর্থ হরণ করিতেছেন এবং করভারে অধীনস্থ প্রজাগণকে প্রপীড়িত করিতেছেন। রাজভক্ত প্রজাগণ এ সকল অত্যাচার হয়তো অনায়াসে সহ্য করিত, কিন্তু রঘুনাথ আর যে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার জ্বালা অসহনীয়।

তিনি নিঃসহায় প্রজাগণের স্ত্রী-কন্যার প্রতিও অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। জয়নগর অঞ্চলে অনেক সতী, ধর্ম্ম হারাইয়া হয় আত্মহত্যা করিয়াছে, না হয় বারবনিতাকুলে মিশিয়া জীবনযাপন করিতেছে। দেশের লোক নানাপ্রকারে মর্ম্মাহত ও বিব্রত হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বলদেব-তনয়া জানকী অধিকতর মর্ম্মপীড়া পাইয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে, তাঁহারই সহিত কলঙ্কিত ঘনিষ্ঠতা আরোপ করিয়া, বনবীরকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা! বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা, ধর্ম্মচিন্তা ও শাস্ত্রালোচনা ভিন্ন যে সুন্দরীর অন্য ব্রত নাই, তাঁহার পবিত্র চরিত্রের এই অমূলক কলঙ্ক রাজসভা হইতে উঠিয়া সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি মনে মনে জানেন যে, তাঁহার হৃদয়ে পাপের কোন ছায়াপাতও হয় নাই। আর বিশ্বাস করেন, সতী-শিরোমণি আদ্যাশক্তি জগন্মাতা দুঃখিনী সতীর এই মিথ্যা অপবাদ নিশ্চয়ই দূর করিয়া দিবেন।

জানকী অপরাহ্নকালে আপনাদিগের সেই জীর্ণ সৌধের এক কক্ষে বসিয়া আপনার অবস্থা আলোচনা করিতেছেন। সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন, বহুলোক তাঁহাদের ভবনদ্বারে কোলাহল করিতেছে। জানকী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বুঝিলেন, নবীন সেনাপতি রঘুনাথ রাও তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। সামন্তের সঙ্গী অনেক লোক। তাঁহাদেরই উচ্চ উল্লাস-ধ্বনিতে কলরব হইতেছে।

জানকীর মনে হইল, তবে কি ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন? আমার পিতার ন্যায় দেশবিখ্যাত পণ্ডিতকে যখন নূতন সামন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন, তখন আমাদিগের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহাও দূর হইবে না কি? নিশ্চয়ই হইবে। নতুবা এতদিন পরে

সামন্ত আমাদিগের বাটীতে আসিয়াছেন কেন? জানকী সে স্থান হইতে উঠিয়া পিতামাতার নিকটে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রঘুনাথ রাও কোন সংবাদ না দিয়াই সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জানকী দ্বারান্তর দিয়া পলায়নে উদ্যতা হইলেন।

রঘুনাথ অতি অশিষ্টভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"বা, ইনিই কি বলদেব পণ্ডিতের কন্যা? ভুবনমোহিনী সুন্দরী বটে। সুন্দরি! চলিয়া যাইতেছ কেন? তোমারই সুবুদ্ধির উপর তোমাদিগের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে।

বৃদ্ধ বলদেব পণ্ডিত বলিলেন,—"বুঝিতেছি, আপনি আমাদিগের নূতন সামন্ত। আমাদিগের সুখদুঃখের উপর আমার কন্যার কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। আপনি সরলা কুল-কামিনীর সহিত কথা কহিবার কেন চেষ্টা করিতেছেন?"

রঘুনাথ বলিলেন,—"দেখিতেছি দারুণ দুর্দ্দশায় পড়িয়া তুমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়াছ। শুনিয়াছিলাম তুমি বড় পণ্ডিত, তবে বড় মূর্খের মত কথা কহিতেছ কেন?

তোমার এই কন্যা রূপসী; ইহার মধ্যস্থতায় তোমার অবস্থা ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারে, এ সহজ বুদ্ধিও কি তোমার নাই?"

বলদেব কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"আমাদের ধার্ম্মিকোত্তম মহারাজা তোমার ন্যায় অধম ব্যক্তিকে কার্য্যভার দিয়া পাপে পতিত হইয়াছেন। আমি তোমার নিকট আমাদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রার্থনাই জানাই নাই। সুতরাং তোমার এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থার আবশ্যক নাই। তুমি চলিয়া যাইতে পার; তোমার দয়া আমার প্রার্থনীয় নহে।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"আসন্নকালে লোকের বিপরীত বুদ্ধি হয়।

আমি তোমার ঐ সুন্দরী কন্যার অনুরোধে তোমাদিগের অনেক উপকার করিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তোমার ন্যায় নির্ব্বোধ ব্যক্তির কোনরূপ হিতচেষ্টা করা অনাবশ্যক। শুন বলদেব পণ্ডিত, আমার আদেশে এখনই আমার লোকেরা তোমাদিগকে এই বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।”

বলদেব কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—“অনায়াসে। বাটী বা বিষয়-সম্পত্তি কেহই সঙ্গে লইয়া আইসে নাই। ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে তোমার ন্যায় শত সামন্তেরও সাধ্য হইবে না। সুতরাং তোমার ন্যায় পাষণ্ডের ভয়ে আমি অণুমাত্র ভীত নহি।”

রঘুনাথ বলিলেন,—“তুমি বয়সে আমার প্রপিতামহের সমান, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ; এইজন্য আমি তোমাকে প্রহার করিতে বিরত হইলাম। কিন্তু বলদেব, তোমাকে নিশ্চয়ই এই মুহূর্ত্ত হইতে বৃক্ষতলবাসী হইতে হইবে।”

বলদেব বলিলেন,—“বেশ, তোমাকেও আজ না হউক, দশদিন পরে এই পাপের জন্য ভগবানের নিকট দণ্ড পাইতে হইবে। নারায়ণের কৃপায় আমি অন্ধ,তোমার পাপমুখ আমি দেখিতে পাইতেছি না। অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে, প্রার্থনা করি, তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।”

রঘুনাথ দূর হইল না, বরং অধিকতর সাহসিকতার সহিত বলিল,—“জানকি! তুমি দেখিতেছ, তোমার এই পিতা হিতাহিতবোধ-রহিত হইয়াছে। আমি এতক্ষণ এই বৃদ্ধের ভয়ানক দণ্ডবিধান করিতাম, কেবল তোমারই জন্য সুন্দরি! কিছুই করি নাই। তুমি যদি আমার প্রতি অনুকূল হও, তাহা হইলে তোমার এই বৃদ্ধ পিতামাতাকে আশ্রয়বিহীন পথের ভিক্ষুক হইতে হয় না। সুন্দরি! বুঝিয়া উচিত ব্যবস্থা কর।”

জানকীর সকল শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। অল্পক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন,—"আমরা কাহারও অনুগ্রহের প্রার্থী নহি। আমার পুণ্যময় পিতৃদেব তোমাকে দূর হইতে বলিয়াছেন, আমিও বলিতেছি, তোমার পাপমূর্ত্তি যেন আর কখন দেখিতে না হয়।"

জানকী বেগে চলিয়া গেলেন। রঘুনাথ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"যাও জানকি! তোমার এই তেজের ফল অতি শীঘ্রই ভোগ করিতে হইবে। তোমাকে আমার দাসীর দাসী হইয়া কাল কাটাইতে হইবে।"

রঘুনাথ বেগে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যমদূতের ন্যায় দশ জন রাজপুতবীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা বলদেবকে বলিল,—"তোমাদিগকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া, এই ভবন অধিকার করিতে আমরা আসিয়াছি। তোমরা সহজে প্রস্থান না করিলে, আমরা বলপূর্ব্বক তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইব।"

বলদেব বলিলেন,—"কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা অনায়াসে হাসিতে হাসিতে গৃহত্যাগ করিতেছি। আমরা কল্যই এ পাপরাজ্য ত্যাগ করিব। যে দেশের শাসক অধর্ম্মাচারী, সে দেশ মনুষ্যবাসের অযোগ্য।"

বলদেবপত্নী 'হায় মা ভবানী এ কি ঘটাইলে' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলদেব বলিলেন,—"স্থির হও, ভবানীর কৃপা থাকিলে অমঙ্গলে মঙ্গল হইবে। তাঁহার কৃপা যদি হারাইয়া থাকি, তাহা হইলে আরও বিপদ নিশ্চয়ই আমাদিগকে গ্রাস করিবে। জানকীকে সঙ্গে লইয়া তুমি আমার পশ্চাতে আইস। এ বাসবাটী কেন, এ পাপ-রাজ্যেও আমরা থাকিব না।" অল্পসময়ের মধ্যেই মাতার অঞ্চলাশ্রয়ে আবৃতকায়া জানকী বৃদ্ধের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ বলিলেন,—"এ সংসারে আমাদিগের সকলই গিয়াছে, আছে

কেবল কয়েকখানা তৈজস। তাহার মমতা ত্যাগ করিয়া আমার হাত ধরিয়া অগ্রে চল মা!”

জানকী, মাতার নিকট হইতে সরিয়া আসিলেন এবং পিতার হস্ত ধারণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বলদেবপত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। দুর্বৃত্ত রাজসৈনিকেরা অতি কঠোর-ভাবে জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিল। দুই একজন অস্ফুট-স্বরে দুই একটা কটূক্তি প্রয়োগ করিতেও ক্ষান্ত হইল না। কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রাজমোহিনী জানকী পিতামাতাকে সঙ্গে লইয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন।

বহু ব্যক্তি এই সম্মানিত ব্রাহ্মণ-পরিবারকে স্ব স্ব বাটীতে লইয়া যাইবার প্রার্থনা জানাইল। বলদেব বলিলেন,—“আমি কাহারও আশ্রয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। কেননা, বুঝিতেছি, আমার বিপদ্ এখনও শেষ হয় নাই। সুতরাং আমি যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব, তাহাকেও হয়তো আমার জন্য বিপন্ন হইতে হইবে।”

ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা জানকী, পিতার হস্তধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। চারিদিকে একটা শোকের উচ্ছ্বাস উঠিল। সংক্রামকরূপে এ বিপত্তি-বার্ত্তা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া বলদেবের গতিরোধ করিতে লাগিল; সকলে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিতে থাকিল।

বলদেব যখন গ্রামের সীমা অতিক্রম করিলেন, তখন তাঁহার পশ্চাতে ও পার্শ্বে প্রায় সহস্র মনুষ্য। সকলেরই মুখ ম্লান ও অনেকের চক্ষুতে জল। চারিদিকে একটা ‘হায় হায়’ শব্দ উঠিল। অচিরে এই শোকোচ্ছ্বাস আর একভাব ধারণ করিল। এক যুবা বলিয়া

উঠিল,—"যাহার অত্যাচারে আজি আমাদিগের দেশের চূড়া অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাড়িত হইলেন, তাহার হস্ত হইতে নিস্তারের কি কোন উপায় নাই?"

সঙ্গে সঙ্গে আর এক যুবা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"যাহার দৌরাত্ম্যে আমাদিগের সোনার দেশ শ্মশান হইতে বসিয়াছে, তাহার কি কোনই শাস্তি নাই?"

চারিদিক হইতে একটা শব্দ উঠিল,—"আছে—আছে—নিশ্চয়ই আছে!"

তখন সকলে বলদেবকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল,—"প্রভো! আপনি দেশত্যাগ করিতে পারিবেন না। আমাদিগের প্রাণান্ত না হইলে দুর্বৃত্ত আপনার কোন অপমানই করিতে পারিবে না। আপনি আমার গৃহে আসুন। যদি সহস্র সহস্র প্রাণ দিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদিগের জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা।"

বলদেব বলিলেন,—"যদি বনবীর ফিরিয়া আইসে, তবে রাজ্য আবার ধর্ম্মময় হইবে।"

সহস্রকণ্ঠে এক সঙ্গে বলিল,—"আবার বনবীর আসিবে; আবার দেশ ধর্ম্মময় হইবে।"

বলদেব বলিলেন,—"পুত্রগণ! সোদরগণ! তোমাদিগের বাসনা পূরণ করিতে আমি বাধ্য। চল,—আমাদিগকে যে স্থলে লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর চল।"

তখন আনন্দের একটা উচ্চরোল উঠিল। বহুকণ্ঠে শব্দ হইল,—"ভবানীর জয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহারাজা রণধীর বড়ই চিন্তাকুল। তাঁহার নিকটে নানাভাবে সংবাদ আসিতেছে যে, জয়নগর অঞ্চলে বড়ই অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। নব-নিয়োজিত সামন্তের অত্যাচারে প্রজাগণ বড়ই প্রপীড়িত হইতেছে। তত্রত্য তাবতেই বনবীরের জন্য হাহাকার করিতেছে।

সংবাদ, ধর্ম্মভীত রাজ্যেশ্বরের চিত্তে বড়ই গুরুতর আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছে। প্রাণ দিয়াও যিনি প্রজারঞ্জনে প্রস্তুত, ধর্ম্মসঙ্গত সদুপায়ে রাজ্যশাসন করাই যাঁহার একমাত্র সংকল্প, সেই রণধীরের হৃদয় যে এই সকল সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত ও বিচলিত হইবে, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উপায় কি? মন্ত্রীরা এই সকল অশান্তির সংবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, পুরাতনের স্থানে নূতন বসাইতে হইলেই প্রথমে এইরূপ গণ্ডগোল হইয়া থাকে। আরও বলেন, ন্যায়-পরায়ণতার সহিত রাজকার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হইলেই প্রজার বিরাগ-ভাজন হইতে হয়। প্রজারা অনেক স্থলেই অসঙ্গত প্রার্থনা করে; অন্যায়রূপে স্বার্থসিদ্ধি করিতে চাহে। যে ব্যক্তি, ধর্ম্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সূক্ষ্ম বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে অনেকের বিরাগভাজন হইয়া থাকে। এসকল কারণেই সুযোগ্য রঘুনাথের সম্বন্ধে যে সকল কুৎসার কথা রাজসমীপে সতত উপস্থিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই অমূলক বা অতিরঞ্জিত।

এক্ষণে উপায় কি? মন্ত্রীগণ যদি এসম্বন্ধে উদাসীন হইল, অথচ রাজ্যময় যদি এইরূপ হাহাকার উঠিল এবং লোকনিন্দা শুনিতে হইল, তবে এ রাজদণ্ড পরিত্যাগ করাই আবশ্যক। বনবীর আর আসিবে না। সেরূপ প্রভুভক্ত সর্ব্বজনপ্রিয় লোক আর দেখি নাই। মহারাণী

ঠিকই বুঝাইয়াছেন, আমি বিচারে ভুল করিয়াছি। অমাত্য-সভায় নিশ্চয়ই একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এই চক্রান্তে বনবীর পুড়িয়াছে, আমাকেও পুড়িতে হইবে। সত্যই অন্য রাজ্যের লোকে আমার অমাত্য-সভা পরিপূরিত হইতেছে। সুলক্ষণার কি বুদ্ধি! কৌশলে মহারাণী সকল বিষয়েরই সংবাদ গ্রহণ করেন।

এইরূপ সময়ে প্রতিহারী সংবাদ দিল, মধুসূদন, সাক্ষাতের অভি-লাষে দণ্ডায়মান। মহারাজের অনুমতি অনুসারে প্রতিহারী সঙ্গে মধুসূদন সম্মুখাগত হইয়া বিনীত অভিবাদন করিল এবং চরণাদি প্রচ্ছন্ন করিয়া দূরে উপবেশন করিল।

রণধীর জিজ্ঞাসিলেন,—"নূতন কোন সংবাদ এখন পাইয়াছ কি?" মধুসূদন কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল,—"মন্ত্রণা-গৃহেও বলিতে ভয় হয়। যদি কেহ শুনিতে পায়, তাহা হইলে আমি হয় তো বিপদে পড়িব। ধর্ম্মাবতার! শুনিতেছি, বনবীর দেশ ছাড়িয়া যায় নাই; আর সাহসে কুলায় না—"

মহারাজ বলিলেন,—"আর কি বল?"

মধুসূদন। আর শুনিতেছি,—ধর্ম্মাবতার! ক্ষমা করিবেন। আমার কথা মিথ্যা হইতে পারে—শুনিতেছি, বনবীর জয়নগর অঞ্চলে প্রজাগণকে বিদ্রোহী করিবার আয়োজন করিতেছে।

মহারাজ। অসম্ভব! বনবীর এদেশে আছে, একথা প্রমাণ করিয়া দিলে আমি পুরস্কার দিব। বনবীরের কোন সন্ধানই এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তিন মাস সে এ রাজ্য ছাড়িয়াছে। আজি তুমি কোথা হইতে সংবাদ পাইলে যে, সে রাজ্যে থাকিয়া বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছে?

মধুসূদন। ধর্ম্মাবতার! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সংবাদ

মিথ্যা হইতে পারে, আমি সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তবে যে উপায়ে আমি এ সংবাদ পাইয়াছি, তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করিতে আমার ইচ্ছা হয় না।

আর আমি বুঝিয়াছি, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সমস্ত সংবাদই প্রভুর গোচর করা অনুগত সেবকের কর্ত্তব্য। প্রভো! আমি শুনিয়াছি, জানকী-নাম্নী সেই ব্রাহ্মণ-তনয়াকে বনবীর লইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের প্রভূত ঐশ্বর্য্য সে হস্তগত করিয়াছে। বনবীরের জননী চিরসঞ্চিত অর্থ লইয়া পুত্রের নিকটে গিয়াছে। সকলেই জয়নগরের পরপারে বাস করিতেছে এবং সেই স্থানে অনেক সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া প্রজাদিগের সহিত একযোগে বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছে।

মহারাজ। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে সামন্ত রঘুনাথ তাহাকে ধরিতেছে না কেন?

মধুসূদন। তাহার দ্বারা এইরূপ কার্য্য সম্ভব নহে। ইহাতে যে প্রকার সৈন্যবলের আবশ্যক, তাহা রঘুনাথের নাই। পরন্তু তাহাকে ধরিতে গেলেই বিদ্রোহ প্রকাশ্যরূপে জ্বলিয়া উঠিবে এবং রাজ্যের অনেক অমঙ্গল হইবে।

মহারাজ। এ সকল সংবাদ তোমাকে কে জানাইল? যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে সামন্ত কেন, আমিই তাহাকে ধরিতে যাইব।

মধুসূদন। সত্য মিথ্যা নারায়ণ জানেন, জয়নগর হইতে প্রত্যাগত বিশ্বাসী লোকমুখেই আমি এই সকল বার্ত্তা শুনিয়াছি। লোকের কথা আমার বিশ্বাস হইত না, কিন্তু আমি একটু বিশ্বাসজনক ব্যাপার নিজেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মহারাজ। কি?

মধুসূদন। অনুগত সেবকের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যাহা

জানিয়াছি তাহা নিবেদন না করিলে পাপ হইবে। ধর্ম্মাবতার! আমি দেখিয়াছি অন্তঃপুরদ্বারে এক অপরিচিত বালক সময়ে সময়ে অপেক্ষা করে। সে বালক ভিক্ষুক নামে পরিচিত। সে বনবীরের সহোদরবৎ আত্মীয়। তাহার মুখে আমি বনবীরের সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। ভিক্ষুক সততই বনবীরের নিকট যাওয়া আসা করে, সমস্ত সংবাদই সে রাখে। তাহাকে জয়নগর অঞ্চলের অনেক লোকেই বনবীরের পরমাত্মীয় বলিয়া জানে।

মহারাজা একটু চিন্তিত হইলেন। বলিলেন,—"মধু! সে বালক কি সততই অন্তঃপুরদ্বারে আইসে? আর কোন দিন তাহাকে পাইলে তুমি ধরিতে পারিবে না কি? কেন সে আইসে? তাহার বয়স অনুমান কত হইবে?"

মধুসূদন। ধর্ম্মাবতার! তাহাকে বালক বলিয়াই মনে করা উচিত। অনেকে তাহাকে যুবক বলিয়াই বোধ করে, কিন্তু সে যখন গোপনে অন্তঃপুরদ্বারে আইসে, তখন তাহাকে বালক ভিন্ন আর কিছু মনে করা উচিত নহে। কেন সে আইসে, তাহা আমি ঠিক জানিনা। মহারাণী মাতা জানিলেও জানিতে পারেন। বালকের নিকট শুনিয়াছি, মহারাণী মাতা বনবীরের সকল সংবাদই জানেন।

রণধীর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনও উঠিলেন। মহারাজ বলিলেন,—"অসম্ভব! মহারাণী বনবীরের সংবাদ জানেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব!"

মধুসূদন। মহারাজ যখন অসম্ভব মনে করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই অসম্ভব। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক। অবশ্যই সকল কথা বুঝিতে পারি নাই।

মহারাজ। তুমি কিসে বুঝিতেছ, মহারাণী এ সংবাদ জানেন?

মধুসূদন। ধর্ম্মাবতার! রাজা দেবতার অংশ, রাজা যাহা বুঝেন, সামান্য মানব তাহা কিরূপে বুঝিবে? আমি বুঝিতেছি যে, মহারাণী-মাতা বাল্যকাল হইতে বনবীরকে ভাল জানেন। বনবীরের প্রতি তাঁহার অশেষ দয়া। তাহাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য মহারাণীর বিশেষ চেষ্টা, এসকল সংবাদই অধীন সেবক মহারাজের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছে। তাহার পর বনবীরের অতিপ্রিয় অনুচরকে পুরদ্বারে দেখিয়া অধীন সহজেই মনে করিয়াছে, মহারাণী-মাতা অবশ্যই বনবীরের সন্ধান জানেন। কিন্তু এ সকল সামান্য মনুষ্যের বুদ্ধি। রাজবুদ্ধি দ্বারা এ সকল ঘটনার অন্যরূপ মীমাংসা হইবে, সন্দেহ নাই।

মহারাজা একান্তমনে অনেকক্ষণ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় নানা চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, অনুমান সকলই সত্য; তাঁহার মনে হইল, সত্যই বনবীর বাল্যকাল হইতে মহারাণীর পরিচিত; সত্যই মহারাণী তাহাকে বড়ই গুণবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, সত্যই ভিক্ষুকনামে এক বালক বনবীরের প্রিয়পাত্র,—ইহা আমিও শুনিয়াছি। সে ভিক্ষুক রাজদ্বারে প্রচ্ছন্নভাবে কেন আইসে? কথা বড়ই বিষম। বলিলেন,—"তুমি সেই ভিক্ষুককে ধরাইয়া দিতে পারিবে?"

মধুসূদন বলিল,—"ধরাইয়া দিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু ধর্ম্মাবতারকে দেখাইয়া দিতে পারিব।"

মহারাজ। দেখাইতে পারিবে, ধরাইতে পারিবে না কেন?

মধুসূদন। কি বলিব ধর্ম্মাবতার! সংসারের মনুষ্য নানা প্রকার। এই ধরাধরি লইয়া যদি একটা কথা উঠে, তাহা হইলে লজ্জায় অধম সেবকদিগের মাথা কাটা যাইবে।

মহারাজ। ভাল, সে কথা পরে বিচার্য্য। তুমি তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারিবে কি?

মধুসূদন। এ তুচ্ছ বিষয় দেখিতে কেন ধর্ম্মাবতারের আগ্রহ হইতেছে, তাহা জানি না। আমি ক্রীতদাস, অনুমতি করিলে আমাকে সকলই করিতে হয়; কিন্তু আমি ধর্ম্মাবতারকে এবিষয়ে নিরস্ত হইতে পরামর্শ দিতেছি।

মহারাজা বলিলেন,—"মধুসূদন! তুমি বুঝিতেছ না। যখন মহারাণী গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছেন শুনিতেছি, তখন পরের কথায় নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, কিরূপে কি হইতেছে স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ করা উচিত। মধুসূদন! তুমি কর্ম্মচারী হইলেও আমি তোমাকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া মনে করি। সত্য বটে, এবিষয় লইয়া কোনরূপ গণ্ডগোল করা অনুচিত, কিন্তু বিষয়টা অবধারণ করা বড়ই আবশ্যক।"

মধুসূদন। ধর্ম্মাবতার যদি এরূপ অভিপ্রায় করেন, তাহা হইলে সুযোগের জন্য আপনাকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। সন্ধ্যার পর দুই, তিন দিন তাহাকে দেখা গিয়াছে। কবে কখন আবার তাহাকে দেখা যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? হইতে পারে, আজিই আবার তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রতিদিন আনুমানিক সময়ে আপনাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। তাহার পর আপনাকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, আমার সহিত আপনার গমন যেন কেহই না জানিতে পারে। আর আমার মিনতি, আপনি এ রাজ-পরিচ্ছদে বাহির হইবেন না। আপনাকে ছদ্মবেশ ধরিতে হইবে।

মহারাজা এ সকল বিষয়ের সার্থকতা অনুভব করিলেন। বলিলেন,—"এই গৃহে সন্ধ্যার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আর

কেহ থাকিবে না। আমি এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিব যে, কেহই আমাকে চিনিতে পারিবে না।"

মধুসূদন বলিল,—"সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই। আমি যথাসময়ে ধর্ম্মাবতারের চরণে উপস্থিত হইব, এক্ষণে বিদায় হই।"

যথাসময়ে অন্তঃপুর-সংলগ্ন বৃক্ষ-বাটিকার এক বৃক্ষের অন্তরালে, দুই পুরুষ দণ্ডায়মান হইল। তাহার একজন রণধীর ও অপর মধুসূদন। নিশার অস্পষ্টালোকে মহারাজ বুঝিতে পারিলেন, এক যুবা অন্তঃপুর-দ্বারের সন্নিধানে পরিক্রমণ করিতেছে। অস্ফুট-স্বরে তিনি বলিলেন,—"মধুসূদন! এতো বালক নহে, এ যে যুবা-পুরুষ।"

মধুসূদন বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! এই বালকই ভিক্ষুক। ইহাকে সকলেই বালক বলে।"

মহারাজ বলিলেন,—"কেন এ অন্তঃপুর-দ্বারে সন্ধ্যার পর যাতায়াত করে, তাহার কোন সন্ধান করিয়াছ কি;"

মধুসূদন। ধর্ম্মাবতার! জিজ্ঞাসা করিলে এ বলে, ভিক্ষা করিতে আইসে। বনবীরের সংবাদ আমি ইহারই মুখে শুনিয়াছি।

মহারাজ। ইহাকে ধরা উচিত এবং ইহার কথামত বনবীরের সন্ধান করা উচিত।

মধুসূদন। ধর্ম্মাবতার! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাতে একটা গোল হইতে পারে। মহারাজ! তাহা হইলে গোপনে দেখা আবশ্যক, এ ব্যক্তি কি জন্য আসিয়াছে এবং কি-ই বা করে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। অবিলম্বে উন্মুক্ত অসি-হস্তে এক পুররক্ষক সেই দিকে আসিল এবং অপরিচিত যুবাকে দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান দেখিয়া কর্কশস্বরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিল। ভিক্ষুক একটু সরিল, অধিক দূর গেল না। প্রহরী অগ্রসর

হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল এবং ধাক্কা মারিতে মারিতে ভূমিতে ফেলিয়া দিল; পতনকালে তাহার মস্তকের উষ্ণীষ পড়িয়া গেল। স্বল্প-কেশযুক্ত মস্তক পরিদৃষ্ট হইল। ভিক্ষুক উঠিয়া উষ্ণীষ তুলিয়া লইল এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িতে থাকিল; প্রহরী তাহাকে প্রহার করিতে করিতে বহুদূরে লইয়া গেল।

মহারাজা বলিলেন,—"কিছুই বুঝা গেল না। আমার বোধ হয় লোকটা আবার ঘুরিয়া আসিবে। আরও বোধ হয়, একখানা কাগজ ওই স্থানে পড়িয়াছে। মারামারির সময় উহার উষ্ণীষ মধ্য হইতে কি একটা পদার্থ মাটীতে পড়িয়াছে বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।"

মধুসূদন বলিলেন,—"এখন ওখানে কেহই নাই, অনুমতি হয়ত আমি দেখিয়া আসি।"

মধুসূদন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিল। সত্যই সেখানে একখানি কাগজ পাইল এবং তাহা লইয়া মহারাজের নিকট প্রত্যাগত হইল। রাজা কাগজখানি সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। তাহার পর উভয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মধুসূদন বড়ই প্রফুল্ল। ঔষধ ঠিক ধরিয়াছে। মহারাণী বড়ই বুদ্ধিমতী। তিনি বিদেশী কর্ম্মচারীদিগকে সভা হইতে দূর করিতে চাহেন। তিনি মহারাজকে তাঁহার ইচ্ছামত পথ দেখাইয়া দিতে চাহেন। তিনি বনবীরকে আবার আনাইতে চাহেন এবং তিনি সকল চক্রান্ত ভাঙ্গিয়া দিতে চাহেন। আজি তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত; আজি তাঁহাকে চক্রান্তকারিগণের আয়োজনে হাবুডুবু খাইতে হইতেছে।

যে সকল অমাত্য একটা দল গড়িয়া কার্য্য করিতেছে, মধুসূদন তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। মধুসূদনের পিতা ভয়ানক অপরাধে রাজ-রোষে পড়িয়া আজমীর হইতে প্রতাপগড়ে পলাইয়া আইসেন। মধু-সূদনের সহিত যে সকল লোক লিপ্ত, তাহারাও প্রতাপগড়ের পুরাতন অধিবাসী নহে। সকলেই হয় একপুরুষ পূর্ব্বে, না হয় স্বয়ং আসিয়া এদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই চক্রান্তকারীরা সহজবিশ্বাসী, ধর্ম্মভীত অথচ প্রজানুগত মহারাজাকে একেবারে হস্তগত করিয়াছে। তাহাদেরই আয়োজনে বনবীর তাড়িত এবং তাঁহার স্থানে রঘুনাথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। চক্রান্তকারিগণের আকাঙ্ক্ষা অসীম। তাহারা ক্রমশঃ মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, আপনাদিগের মধ্যে একজন রাজপদ গ্রহণ করিবার কল্পনাও করিতেছে।

যে পত্র মহারাজের হস্তগত হইয়াছে, তাহা অতি ভয়ানক। তাহাতে লিখিত ছিল,—"মহারাণি! আর কি কখনও তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না? তোমার পত্র পাইয়াছি, কিন্তু নয়ন যাহাকে সতত

দেখিতে চাহে, ক্ষুদ্র পত্রে তাহার তৃপ্তি কি সম্ভব? আয়োজন ঠিক করিতেছি, সুযোগ হইলেই হতভাগ্য মহারাজকে দূর করিয়া নির্ব্বিবাদে তোমার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিব। যতদিন তাহা না ঘটে, ততদিন প্রাণেশ্বরি! তোমার পত্রই আমার সম্বল। ভিক্ষুক আমার অতি প্রিয় ও বিশ্বাসী। ইহাকে তুমি অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পার।

তোমার ক্রীতদাস—
বনবীরসিংহ।"

পত্রপাঠ করিয়া মহারাজ প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন। ইহাও কি সম্ভব? সেই—প্রেমময়ী চির-হিতৈষিণী মহারাণী পর-প্রেমে আবদ্ধা, ইহাও কি বিশ্বাস্য? কিন্তু প্রত্যক্ষের উপর তর্ক তো চলে না।

এসময়ে মধুসূদন বড়ই মহত্ত্ব দেখাইয়াছে। সে সুস্পষ্ট বলিয়াছে, এপত্র কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহা নিশ্চয়ই জাল। কেহ হয়তো সর্ব্বনাশ ঘটাইবার জন্য, বনবীরের হস্তাক্ষর জাল করিয়া এরূপ পত্র লিখিয়াছে। মহারাজা বলিয়াছেন, এরূপ দুর্ম্মতি, এরূপ ভয়ানক সাহস কাহার হইবে? আর তাহাতে কাহারই বা কি স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে? মহারাণী দুশ্চরিত্রা, একথা প্রমাণ করিয়া কাহার কি ইষ্টলাভ ঘটিতে পারে? এ পত্র সত্য।

মধুসূদন বলিল,—"অসম্ভব, আমি শত উপায়ে মহারাজের ভ্রম ভঞ্জন করিতে পারি। মহারাজ এখনই দেখিতে পাইবেন, ইহা কৃত্রিম পত্র। বনবীরের হস্তাক্ষর দপ্তরখানায় অনেক আছে; তাহার সহিত মিলাইলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে, ইহা নিশ্চয়ই কোন ধূর্ত্তের প্রবঞ্চনা। যে ধূর্ত্ত এ কার্য্য করিয়াছে, অবশ্যই তাহার কোন

স্বার্থ আছে। তাহাকে ধরিয়া কল্পনাতীত দণ্ড প্রদান করিতে হইবে, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

বনবীরের অনেক হস্তাক্ষর আনীত হইল, অনেক সুদীর্ঘ ও ক্ষুদ্র লিপি উপস্থিত করা হইল ; কিন্তু হায়, যাহা সন্দেহ ছিল, তাহা এখন বিশ্বাসে পরিণত হইল। সকল আশার শেষ হইয়াছে, হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর যে বনবীরের তদ্বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই।

মহারাজ বড়ই ধর্ম্মভীত ; স্ত্রীহত্যা মহাপাপ, তাঁহার হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। নিরন্তর তুষানলে তিনি দগ্ধ হইতেছেন।

দুই পক্ষকাল তিনি আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই। দাসীরা আসিয়াছে, কিন্তু অপমানিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। মহারাণী স্বয়ং আসিতে চাহিয়াছেন, অনুমতি পান নাই। পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অধীত না হইয়া ছিন্ন ও পদদলিত হইয়াছে।

আর মহারাজ রাজকর্ম্ম দেখেন না। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। নিভৃতে নির্জ্জনে বাস করেন, সেখানে আসিতে পায় কেবল মধুসূদন। আহার গিয়াছে, নিদ্রা গিয়াছে, শান্তি গিয়াছে। অমাত্যগণ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছে। তাহারা যথেচ্ছাচার করিতেছে। বিচারের নামে স্বার্থপরতার অভিনয় হইতেছে। ধর্ম্মাধিকরণে পাপের স্রোত বহিতেছে। অন্তঃপুরে মহারাণীর দুর্দ্দশা আরও শোচনীয়। তিনি অপরাধ কাহাকে বলে জানেন না ; পাপের কোন কল্পনাও কখন তাঁহার মনে উদিত হয় না। স্বামীর হিত-চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্রত তাঁহার নাই। তিনি নিঃসন্তান ; তাঁহার সকল আসক্তি স্বামীর চরণে উৎসর্গীকৃত। সেই স্বামী সহসা বিনাদোষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারও রূপ গিয়াছে, লাবণ্য গিয়াছে, সুখ গিয়াছে—তিনি অহর্নিশ মৃত্যু-কামনা করিতেছেন।

রাজা একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? স্বৈরিণীপত্নীকে গৃহে রাখিয়া ধর্ম্মোন্নতি কখনই হইবে না। পিতৃপুরুষগণ আমার উপর অভিসম্পাত করিবেন, এক্ষণে উপায় কি?

উপায় দেখিতে পাইলেন; এইরূপ সময়ে মধুসূদন সেই স্থানে দেখা দিলেন। মহারাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"সংবাদ কি মধুসূদন?"

মধুসূদন চিরাভ্যস্ত অধীনতা ও বিনয় বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিল,—"সংবাদ আপনার না জানিলেই ভাল হয়। যাহা আমরা বিশ্বাস করি না, তাহা যখন ধর্ম্মাবতার বিশ্বাস করিতেছেন, তখন সংবাদ জানাইতে ভয় হয়।"

মহারাজা উদাসীনভাবে বলিলেন,—"ভাল, যেরূপই হউক, সংবাদ শুনিতে দোষ কি?"

মধুসূদন বলিল,—"গতকল্য সেই ভিক্ষুক আবার আসিয়াছিল; তাহাকে প্রহরী ধরিয়া বিচারার্থে আনিয়াছিল। পাছে কোন গোল হয়, এই ভয়ে আমি সংগোপনে তাহার সহিত কথা কহিয়াছি। সে বলে, বনবীর এক সপ্তাহ মধ্যে সৈন্য লইয়া রাজধানী আক্রমণ করিবে। এই সংবাদ গোপনে মহারাণীর নিকট সে জানাইতে আসিয়াছে। কিন্তু এবার তাহার সহিত কোন পত্র ছিল না। এজন্য আমি বুঝিয়াছি, তাহার কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। আমার বোধ হয়, এই বালক উন্মাদ। আমি তাহাকে লোক সঙ্গে দিয়া রাজ্যের বাহিরে তাড়াইয়া দিয়াছি। সে আর কখন এদেশে আসিতে পারিবে না।"

মহারাজ নীরব। অনেকক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"আর কোন সংবাদ আছে?"

মধুসূদন পূর্ব্ববৎ বলিল,—"আর সংবাদ জানাইবার যোগ্য নহে।

ইতর লোকের ইতর কথা ধর্ম্মাবতারসমীপে উত্থাপন না করাই ভাল।”

মহারাজা বলিলেন,—“আমি সকল কথাই শুনিতে চাহি। তুমি বল।”

তখন মধুসূদন বলিল,—“কেমন করিয়া এই সকল কথা রাজ্যে প্রচারিত হইয়াছে জানি না। কিন্তু লোকে ইহার অনেক আন্দোলন করিতেছে।”

মহারাজ। লোকে কি বলিতেছে ?

মধুসূদন। লোকে বলিতেছে, আমাদিগের ধর্ম্মের রাজ্য, আমাদিগের মহারাজ রামচন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মময় প্রজাপালক। রামচন্দ্র অমূলক কলঙ্কে সীতাদেবীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর সকল কথা শুনিয়া কি ফল ধর্ম্মাবতার !”

মহারাজ। আর বলিতে হইবে না। প্রজারা ঠিকই বলিতেছে। ধর্ম্মের নিমিত্ত ঐ স্বৈরিণী-পত্নী ত্যাগ আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। আজই আমি সুলক্ষণাকে রাজপুরী হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ দিব। যদি ইচ্ছায় না যায়, বলপূর্ব্বক তাহাকে দূর করিব।

মধুসূদন করযোড়ে বলিল,—“সামান্য লোকের কথা শুনিয়া হঠাৎ কোন কার্য্য করা মহারাজের ন্যায় বিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে।”

মহারাজ বলিলেন,—“সংকল্প স্থির হইয়াছে মধুসূদন! কর্ত্তব্যপথ আমি দেখিতে পাইয়াছি। এই পাপিষ্ঠা দূর না হইলে আমার রাজ্য যাইবে, ধর্ম্ম যাইবে, সর্ব্বনাশ হইবে।”

সেইদিন অন্তঃপুরে কঠোর রাজাদেশ প্রেরিত হইল। সুলক্ষণা তদ্দণ্ডেই পিত্রালয়ে গমন করিবার নিমিত্ত আদিষ্টা হইলেন।

একবার সাক্ষাৎ করিবার, একবার স্বামীচরণে প্রণাম করিবার

সুযোগও তিনি পাইলেন না। বলদৃপ্তা ধর্ম্মময়ী সতী বুঝিলেন যে, দুষ্ট চক্রান্তকারীরা স্বামীর সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। রাজ্য রসাতলে পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহার দ্বারা প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে ভ্রাতার সাহায্য ব্যতীত উদ্ধারের কোনই আশা নাই। বুদ্ধিমতী সুলক্ষণা কালব্যাজ না করিয়া, রাজাদেশ পালনে সম্মতা হইলেন।

সেইদিন সায়ংকালে উপযুক্ত দাস-দাসী সঙ্গে লইয়া সুলক্ষণাসুন্দরী অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে স্বামীভবন হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। চক্রান্তকারীগণের মনস্কামনা সফল হইল। মধুসূদনের সকল আয়োজন সিদ্ধ হইল। রাজলক্ষ্মী অবিচারে রাজপুরী হইতে নিষ্কাষিতা হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

যে বাটীতে বলদেব পণ্ডিত স্ত্রী ও কন্যা লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিন দিন সেইস্থানে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিলেন। গ্রামের যুবা ও প্রবীণ, এমন কি, পৌরকামিনীরা পর্য্যন্ত রঘুনাথের এই অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়াছিল। যে মহাত্মাকে দেশবাসী তাবতেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও পরম বিজ্ঞ বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া থাকে ও যাঁহার বয়স ও দৃষ্টিহীনতা সকলেরই বিচারে তাঁহাকে পূজনীয় কৃপার পাত্ররূপে পরিণত করিয়াছে; তাঁহার নিঃসহায় অবস্থা ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার কুৎসিত অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী করিবে বুঝিয়া, রঘুনাথ যে তাঁহার সতী কন্যার প্রতি কদর্য্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, ইহা গ্রামবাসী তাবতেই একান্ত গর্হিত আচরণ বলিয়া বুঝিয়াছে। এই হৃদয়হীন প্রস্তাবের কোনরূপ অনুমোদন না পাইয়া, সে বলদেব ও জানকীকে নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে চিরন্তন আশ্রয়স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। ইহা নিতান্ত অসহনীয় দুর্ব্যবহার বলিয়া গ্রামবাসীরা বুঝিয়াছে। এই ঘটনাতে বেলাগ্রামে ও সন্নিহিত বহুজনপদে নিদারুণ অসন্তোষের উদ্ভব হইয়াছে। সেই অসন্তোষ প্রধূমিত হইয়া অচিরে বিদ্রোহানলে পরিণত হইবে, ইহাই সকলের স্থিরবিশ্বাস।

তিনদিন রঘুনাথ, জানকীর সম্বন্ধে আর কোন মন্দ চেষ্টা করিল না। বলদেব প্রভৃতির কিরূপ গতি হইল, তাহারও কোন সন্ধান করিল না। গ্রামবাসীরা বুঝিল যে, সে দিন লোকের উত্তেজিত ভাব শ্রবণে রঘুনাথ হয়তো সাবধান হইয়াছে। এ স্থানে কোনরূপ অত্যাচারের চেষ্টা করিলে বড়ই বিপদ্ ঘটিবে ভাবিয়া, সে হয়তো আপনার

পাপবাসনা মনেই বিলীন করিয়াছে। এইরূপ বুঝিয়া, স্থানীয় জনগণ আপাততঃ একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছে। যাহারা বলদেবকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদিগের বাটীতে দিবারাত্রি গ্রামের অনেক সশস্ত্র পুরুষ অপেক্ষা করিত। প্রথম দিনের পরই তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই অল্প হইয়া আসিতেছে, তৃতীয় দিনে সে বাটীতে দুই তিন জন মাত্র উপস্থিত ছিল।

চতুর্থ দিন গভীর নিশীথে বেলাগ্রাম মনুষ্য-কণ্ঠোত্থিত কোলাহলে আকুল হইয়া উঠিল। মার্ মার্ ধর্ ধর্ শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইতে থাকিল। পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী দস্যু, বাটী আক্রমণ করিল। তখন সেখানে কোনই রক্ষী ছিল না। সহজেই রঘুনাথের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল; সহজেই দস্যুরা দ্বার ভাঙ্গিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল; অনায়াসে তাহারা বাটীর কর্ত্তা এবং কয়েকজন ভৃত্যকে পর্য্যুদস্ত করিল। ভবনবাসী স্ত্রী ও পুরুষ মিলিত হইয়া, ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিলেন। গ্রামের অধিকাংশ লোকই গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল; নারী ও পুরুষকণ্ঠের আর্ত্তনাদ সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিল না। অনেকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই অন্ধকারে অনেকে নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দস্যুরা আলোক জ্বালিয়াছিল। সেই আলোকে সমবেত প্রতিবাসী কয়েকজন সভয়ে দেখিতে পাইল, দস্যুগণ একটী সংজ্ঞাশূন্যা নারীকে লইয়া বাহিরে আসিল। তাহাদের সঙ্গে একটী দোলা ছিল। নারীদেহ দোলায় স্থাপন করিয়া তাহারা প্রস্থানোদ্যত হইল।

বাটীর কোন দ্রব্য অপহৃত হয় নাই। সামান্য সামগ্রীও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। নাই কেবল জানকী। প্রতিবাসীরা বুঝিল, ইহা রঘুনাথেরই একটী কৌশল। তখন সেই নিরস্ত্র প্রতিবাসীরা আপনাপন

অস্ত্র সংগ্রহ করিতে ধাবিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অতি ভয়ানক চীৎকারে তাহারা গ্রামবাসীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল। যখন অস্ত্রসহ প্রতিবাসীরা আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দস্যুরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। তাহারা নিঃশব্দে চলিয়াছে, নিঃশব্দে অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকেরা সকলে যখন মিলিত হইল, তখন অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তথাপি তাহারা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিল। দস্যুরা আপনাদের অভীষ্ট পদার্থ লইয়া এতই বেগে ধাবিত হইয়াছে যে, বহুদূর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া কোনক্রমেই তাহাদিগের সন্ধান পাওয়া গেল না।

ঊষার মোহিনী শোভা সর্ব্বত্র আনন্দবিস্তার করিতে করিতে, পূর্ব্বাকাশের নিম্নভাগ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু বেলাগ্রামে নিদারুণ নিরানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। বালক, বৃদ্ধ, নর ও নারী সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সতী ব্রাহ্মণ-কন্যার ধর্ম্মনাশ হইবে; বলদেবের ন্যায় মহাত্মার কুলে কালি পড়িবে। কি ভয়ানক চিন্তা! লোকসকল উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিল।

অন্বেষণকারীরা দলে দলে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, হৃদয় অবসন্ন। যখন সকল সম্প্রদায় পুনরায় বাসগ্রামে ফিরিল, তখন বুঝা গেল যে, চতুর্দ্দিকে চারি ক্রোশের মধ্যে কুত্রাপি এই ব্যাপারের কোন চিহ্নও বিদ্যমান নাই। জয়নগর গ্রামে সামন্ত রঘুনাথের যে নূতন অবস্থানস্থান নিরূপিত হইয়াছে, সে তাহাতেই সুখনিদ্রায় নিদ্রিত ছিল, এবং প্রাতে যেরূপ নিশ্চিন্তভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপেই উঠিয়াছে। কিন্তু প্রবীণ বা বিচক্ষণ কোন লোকই বিশ্বাস করিলেন না যে, রঘুনাথ এই ব্যাপারের কিছু জানে না। সকলেরই ধারণা হইল যে, দস্যু আর কেহই নহে,

রঘুনাথেরই নিয়োজিত লোক। গ্রামের প্রত্যেক লোকই এই ব্যাপার আপনার বিপদ্, আপনার কলঙ্ক এবং আপনার সর্ব্বনাশ বলিয়া মনে করিল।

জানকীর কোন সন্ধান লোকেরা করিতে না পারিলেও, তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় দস্যুরা যে দোলা মধ্যে তুলিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা অল্পকাল পরেই তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন। আপনার বিপদের সম্পূর্ণ আলেখ্য তিনি মনে মনে দেখিতে পাইলেন।

জানকী সুশীলা, ধর্ম্মশীলা; তিনি সেই গভীর নিশীথে ভাবিয়া দেখিলেন যে, এক্ষণে পলায়ন-চেষ্টা বা চাৎকার, বিপদের পরিমাণ আরও বাড়াইয়া দিবে। তখন তিনি অম্বিকাদেবীর চরণ চিন্তা করিতে করিতে আপনার কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন।

রাত্রিশেষে এক অপরিচিত ভবনের অঙ্গনে দোলা স্থাপন করিয়া, সঙ্গীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর তাহারা সেই দোলা ফেলিয়া অঙ্গনের বাহিরে চলিয়া আসিল। তখন চারিটা নারী দোলার সমীপে উপস্থিত হইল। তাহারা দেখিল, দোলায় সজীব দেবী-প্রতিমা। তাহারা মনে করিল, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমরা অনেকেই পাপে ডুবিয়াছি। অচিরেই এই পুণ্যপ্রদীপ্তা দেবীরও আমাদের দশা ঘটিবে। তথাপি তাহারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করিল না।

একজন একটু অগ্রসর হইয়া বলিল,—"তুমি যেই হও, উঠিয়া আইস। আপাততঃ কোন বিপদের ভয় নাই।"

জানকীর মুখ দেখিয়া এবং তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া, সেই নারী এই সতীর হৃদয়ভাব অনুভব করিতে পারিয়াছিল। জানকী তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"কোথায় যাইব ?"

অপরিচিতা বলিল,—"কোথা যাইতে হইবে তাহা আমি জানি না, কিন্তু আপাততঃ তুমি নিশ্চিন্ত-মনে আমার সঙ্গে আসিতে পার।"

তাহার সঙ্গিনী তিন জন মাত্র। জানকী তাহাদের সকলেরই মূর্ত্তি দেখিলেন; বুঝিলেন, যে নারী তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে, সেই সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও বয়ঃপ্রবীণা। এক্ষণে তাহার কথায় বিশ্বাস করা ব্যতীত উপায় নাই। অপরিচিতা তাহার সঙ্গিনীগণকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। তারপর সে জানকীর নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

জানকী এক্ষণে কথা কহিলেন। সঙ্গিনী তিনজন সরিয়া যাওয়ায় তাঁহার সাহস একটু বাড়িল। বলিলেন,—"আমি তোমাকে প্রাণের প্রাণ হইতে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমাকে কে আনিল? কেন আনিল?"

অপরিচিতা বলিল,—"কোন কথারই আমি উত্তর দিতে পারিব না।"

জানকী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম?"

অপরিচিতা বলিল,—"অভাগিনী।"

জানকী দোলা হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। বলিলেন,—"অভাগিনী! মরণের কোন উপায় তোমার জানা আছে কি?"

অভাগিনী হাসিয়া বলিল,—"মরিয়াছি আমরা অনেকদিন, অনেকবার; কিন্তু মরিলেও মরা ফুরায় না। মরার কথা ছাড়িয়া দাও, বাঁচার কথা কহ।"

জানকী বলিলেন,—"বাঁচিব বলিয়া বিশ্বাস নাই, সুতরাং মরিবার উপায়ই—খুঁজিতেছি।"

অভাগিনী বলিল,—"অনুমতি দাও, আমি তোমার হাত ধরিব।

আমি পাপিষ্ঠা, তোমার ন্যায় দেবীর হাত ধরিতে আমার সাহসে কুলায় না।”

জানকী কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া অভাগিনীর হস্তধারণ করিলেন। সে বলিল,—“সতীর স্পর্শে, ব্রাহ্মণীর চরণ-ধূলায় ধন্য হইলাম। মরার কথা এখন থাক। যদি মরিতে হয়, সময় বুঝিয়া মরিও। আমি তাহার উপায় করিয়া দিব। যদি তোমাকে বাঁচাইতে না পারি, তাহা হইলে তোমার মরণের সহায়তা করিলেও পুণ্য হইতে পারে।”

জানকীর হস্ত ধরিয়া সে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিল। সে ঘরে আর কেহ ছিল না। ঘর নানাবিধ শোভন-পদার্থে সুসজ্জিত। এক পার্শ্বে বিচিত্র শয্যাচ্ছাদিত পর্য্যাঙ্ক; জানকীকে অভাগিনী সেই পর্য্যাঙ্কে বসিতে বলিল।

জানকী বলিলেন,—“এ শয্যা বোধ হয় পুরুষের ব্যবহৃত, আমি শয্যায় বসিব না। যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিব, ততক্ষণ মাটীর উপর বসিয়া থাকি।”

অভাগিনী বলিল,—“আবার তোমার চরণ-ধূলা গ্রহণ করিতেছি; শয্যায় বসিয়া কাজ নাই।”

তখন জানকী ভূতলে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অন্ধ পিতা, তাঁহার সকল পরিচর্য্যাই জানকীকে করিতে হয়। বৃদ্ধা জননী, জানকীই তাঁহাদিগের একমাত্র আনন্দপুত্তলী। এতক্ষণ কন্যার ধর্ম্ম গিয়াছে বুঝিয়া, তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন কি? তাঁহাদের কোন কাজেই লাগিলাম না। অধিকন্তু মরিয়া তাঁহাদিগকে শোকের সাগরে ভাসাইতে হইবে। কিন্তু আমি ধর্ম্মহীনা হইয়া বাঁচিয়া আছি এ সংবাদ অপেক্ষা, আমি ধর্ম্ম লইয়া প্রাণ হারাইয়াছি, এ সংবাদ

নিশ্চয়ই আমার ধর্ম্মময় পিতার, সতা মাতার শ্লাঘার বিষয় হইবে না কি?

অভাগিনী নিকটে আসিয়া জানকীর মুখ মুছাইতে ইচ্ছা করিল। তখন জানকী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন এবং তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণকালে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, নবীন-সামন্ত রঘুনাথরাও, জয়নগরে নব-সামন্ত নিবাসে, বহুলোকবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। যে আবাসে এখন তিনি অবস্থিত, তাহা সামন্তদিগের চিরন্তন বাসস্থান নহে। পুরুষপুরুষানুক্রমে বনবীর সিংহ যে বাটীতে বাস করিয়া আসিয়াছেন, তিনি নির্ব্বাসিত হইলেও প্রজারঞ্জক, ধর্ম্মভীত মহারাজা সে স্থানে নবীন-সামন্তকে বাস করিবার অধিকার দেন নাই। পুরাতন সামন্তভবনে এখন কয়েকজন রক্ষী ব্যতীত আর কোন লোক নাই। রঘুনাথের নিমিত্ত যে বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা পাষাণ-নির্ম্মিত সৌধ নহে; মাটীর দেওয়ালের উপর খড়ের চাল। এইরূপ মৃণ্ময় ঘর অনেক এবং বহুস্থানব্যাপী।

রঘুনাথ একজন কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—"আমি দেখিতেছি, তোমরা বড়ই অকর্ম্মণ্য; পুরাতন সামন্ত তোমাদিগকে লইয়া কিরূপে কার্য্য চালাইত, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বোধ হয়, সে নিজেও অকর্ম্মণ্য, বিশেষতঃ তাহার কর্ম্মচারী সকলও এইরূপ অপদার্থ; এই জন্যই অধীনস্থ প্রদেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।"

কর্ম্মচারী, প্রভুর প্রকৃতি জানিত, সুতরাং সে কোন কথা কহিল না। রঘুনাথ আবার বলিতে লাগিলেন,—"দেখিতেছি, তোমরা বড়ই অহঙ্কৃত। প্রভুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তোমরা জান না। তাহা যদি জানিতে, তাহা হইলে অবশ্যই

তোমাদের অক্ষমতার কথা বুঝিয়া দোষ স্বীকার করিতে। অযোগ্যতার কথা স্বীকার না করা বড়ই গুরুতর অপরাধ।"

কর্ম্মচারী এখনও কোন উত্তর দেওয়া বিধেয় বলিয়া মনে করিল না। রঘুনাথ বলিতে লাগিলেন,—"তোমাদের দ্বারা আমার কার্য্য চলিবে না। তোমাদের সাহস নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই; আমি মনে করিতেছি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, শীঘ্রই আমার দেশ হইতে উপযুক্ত লোক লইয়া আসিব।"

এতক্ষণে কর্ম্মচারী একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিল; বলিল,—"তাহাতে আমি দুঃখিত হইব না।"

রঘুনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"বটে! তোমার স্পর্দ্ধা অতি ভয়ানক। তোমাদের ন্যায় গর্দ্দভকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারিতাম; কিন্তু দূর হও তুমি। তোমার মত লোক আমার প্রয়োজন নাই।"

কর্ম্মচারী সরিয়া আসিল; সঙ্গে দপ্তরখানার যত কর্ম্মচারী—পেষ্‌কার হইতে গোমস্তা পর্য্যন্ত সকলে তৎক্ষণাৎ রঘুনাথের সম্মুখে আসিল, এবং সকলেই জানাইল, তাহারা কর্ম্মত্যাগ করিতেছে।

রঘুনাথ বলিলেন,—"উত্তম কথা; শীঘ্র তোমরা সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, নচেৎ সৈনিকপুরুষ দ্বারা তোমাদিগকে অপমান করিতে করিতে তাড়াইয়া দিব।"

লেখাপড়া কার্য্যে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল, সেই পঞ্চাশজন তখনই চলিয়া আসিল।

প্রতাপগড় রাজ্যের দক্ষিণে জয়নগর নামে এক বিশাল রাজ্য। রঘুনাথের বয়স যখন অতি অল্প, তখন তাহার পিতা, স্বদেশে কোন অবৈধ পাপাচরণহেতু সমাজচ্যুত হইয়া, লজ্জায় প্রতাপগড় রাজ্যে পলায়ন করেন। তিনি জীবনে কখন স্বদেশে মুখ দেখাইতে যান নাই।

পুত্র রঘুনাথ পুনঃপুনঃ স্বদেশে যাতায়াত করিয়া থাকেন। পিতার অপরাধে পুত্রকে কেহই লাঞ্ছিত করে নাই। জন্মভূমির প্রতি রঘুনাথেরও মমতা কমে নাই। রঘুনাথ কৌশল-বলে প্রতাপগড়ে অতি সম্মানিত সামন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রক্ষী, সৈনিক প্রভৃতি পদে স্বদেশবাসী অনেক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

প্রাচীন কর্ম্মচারীরা প্রস্থান করিলে, রঘুনাথ স্বদেশাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানে, তাহাদিগকে ঐ সকল পরিত্যক্ত পদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা কষ্টে নাম স্বাক্ষর করিতে জানে, কেহ বা বর্ণমালা-মাত্র চিনে, কাহারও বা বিদ্যার সীমা আরও একটু অধিক। তাহারা রাজ-কার্য্যের পদ্ধতি জানে না, সেরেস্তার কাগজপত্র কিছুই বুঝে না, তথাপি তাহারা শূন্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। রঘুনাথ এই মহাব্যাপার শেষ করিয়া, সেনানায়ককে আহ্বান করিলেন। তখন তাঁহার নিকটে অন্য কেহ ছিল না। সেনানায়ক আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবর কি? নূতন খবর কিছু পাইয়াছ কি?"

সেনানায়ক বলিল,—"সকলই ঠিক; সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র জয়-নগরের মহারাজা দুই সহস্র সেনা পাঠাইবেন। তাহারা প্রতাপগড়ের সীমানার বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছে।"

রঘুনাথ জিজ্ঞাসিলেন,—"মহারাজের আর কোন পত্র পাও নাই? সর্ত্তের কোন অন্যথা হইবে না তো?"

সেনানায়ক বলিল,—"কদাপি না। চন্দ্র-সূর্য্য নিবিয়া যাইতে পারে, মহারাজের বাক্যের কোনরূপ অন্যথা হইতে পারে না। এ দিকের অবস্থা ঠিক আছে বটে, কিন্তু রাজধানীর অবস্থা কি শুনিতে-ছেন?"

রঘুনাথ বলিলেন,—"রাজধানীর সম্বন্ধে কিছুই ভাবিতে হইবে না। সেখানে মধুসূদন বড়ই সদ্বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতেছেন। বারুদ ঠিক হইয়াছে, কেবল একটু আগুন লাগার অপেক্ষা।"

সেনানায়ক বলিল,—"উত্তম। এক্ষণে বিদায় হইতে পারি?"

রঘুনাথ বলিলেন,—"নগদ টাকার আরও প্রয়োজন। মোকর্দ্দমা প্রায় নাই, যাহা আছে, তাহাতেও ঘুষ বেশী পাওয়া যায় না। নানা উপায়ে অনেক টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে বটে; কিন্তু আরও টাকার প্রয়োজন। যে ব্যাপারে আমরা পা দিতে যাইতেছি, তাহাতে টাকা বৃষ্টি করিতে হইবে। রামপুরের সেই মহাজনের অনেক টাকা; তাহা হস্তগত করার উপায় কি?"

সেনানায়ক বলিল,—"তাহাকে তো কোতে রাখিয়াছি।"

রঘুনাথ সোৎসাহে বলিলেন,—"বটে! এ খবর এতক্ষণ দেও নাই কেন? সন্ধ্যার পর আমাকে একটা ভারি দরকারী কাজে যাইতে হইবে। সন্ধ্যার বেশী বিলম্ব নাই। যাহা হউক, আগে মহাজন বেটার মাথা খাওয়া যাউক। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস।"

সেনানায়ক প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে দশজন প্রহরী-পরিবেষ্টিত এক বিশালকায় পুরুষকে লইয়া প্রত্যাগত হইল। সেই পুরুষকে দর্শনমাত্র রঘুনাথ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি রামপুরের মহাজন লগনচাঁদ; সম্প্রতি আমি প্রমাণ পাইয়াছি যে, তুমি অন্যায় উপায়ে দরিদ্র প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছ; আর শুনিতেছি, তুমি রাজশক্তি অগ্রাহ্য করিয়া সামন্তের ন্যায় স্বেচ্ছায় আপনার বাসগ্রামের শাসন চালাইতেছ; আর শুনিয়াছি, তুমি—আপনার জনক-জননীকে অন্ন না দিয়া বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছ; আর শুনিয়াছি, তুমি নির্ব্বাসিত সামন্ত বনবীরের পক্ষাবলম্বন করিয়াছ।

এ সকল কথার বিশিষ্ট প্রমাণও আমি সংগ্রহ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার উপর অনুরূপ দণ্ডবিধান করিব।”

সত্যই লগনচাঁদ ধনশালী ব্যক্তি; কিন্তু তাহার সম্পত্তি সামান্য গৃহস্থের অপেক্ষা অধিক হইলেও, বাস্তবিক সে ব্যক্তি প্রভূত ধনশালী বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। তাহার কাজ-কারবার ও ভূসম্পত্তি প্রভৃতির মূল্য একত্র করিলে লক্ষ টাকার অধিক হইবে না। এরূপ সম্পত্তি প্রতাপগড়রাজ্যে অনেক ব্যক্তিরই আছে। লগনচাঁদের সমস্ত সম্পত্তি ন্যায়ার্জ্জিত। সে ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত এবং বহুলোক তাহার অনুরক্ত।

সামন্তের বাক্য শুনিয়া লগনচাঁদ বলিল,—“আপনি আমার বিরুদ্ধে যে যে কথা শুনিয়াছেন, তাহার কোনটীই আমি বিশ্বাস করি না। আমি কখন অন্যায় উপায়ে কাহারও নিকট হইতে একটী পয়সাও সংগ্রহ করি নাই; আমাকে নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রজারা শ্রদ্ধা করে, আমি অন্যায়কারী হইলে তাহাদিগের অনুরাগ কখনই থাকিত না। রাজশক্তি অগ্রাহ্য করা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি আমাদিগের ধর্ম্মময় রাজার কোন কার্য্যের কোন বিরুদ্ধ আলোচনা করে, তাহাকেও আমি পাপী বলিয়া মনে করি। সত্য বটে, রামপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক দরিদ্র প্রজা আমার নিকটে আসিয়া আপনাদিগের অভাব অভিযোগ জানায়; আমি সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য করি; ইহা রাজশক্তির অবমাননা নহে, বরং রাজকার্য্যের পোষকতা। এজন্য দুই বৎসর পূর্ব্বে মহারাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে আমি রাজসংসার হইতে প্রশংসা পাইয়াছি। আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা অন্তিমসময়ে বারাণসীক্ষেত্রে জীবন-যাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন, আমি অধম পুত্র, তাহাদিগের বাসনা অতি সঙ্গতবোধে,

তথায় এক বাটী খরিদ করিয়া উপযুক্ত সেবকাদিসহ রাখিয়া দিয়াছি এবং সন্তানাদিসহ বৎসরে দুইবার তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া থাকি। আপনার এ সকল উক্তি ভ্রমপূর্ণ; যাহা পুণ্যানুষ্ঠান, যাহা মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাও দেখিতেছি, আপনার নিকট পাপরূপে পরিচিত। আমি সামন্ত বনবীরের পক্ষ অবলম্বন করি নাই। আমি তাঁহার প্রশংসা সততই করিয়া থাকি; কারণ, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ যুবা আর কখন দেখি নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে কোন্ অপরাধে দণ্ড দিবেন জানি না।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"তোমার কথাতে বুঝিতেছি, তুমি ভয়ানক রাজবিদ্রোহী। তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত দুরাত্মা বনবীরের গুণমুগ্ধ। এ কথা তুমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছ। তুমি এখনও তাহার সহিত সংবাদ আদান-প্রদান কর এবং তাহাকে লইয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টায় আছ। তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত; আমি সামন্ত, রাজপ্রতিনিধি। আমার সহিত তুমি যে ভাবে কথা কহিতেছ, তাহাতে তোমার রাজ-বিদ্রোহ সূচিত হইতেছে। আমি তোমার একলক্ষ মুদ্রা অর্থদণ্ড করিলাম। যদি তুমি তাহা দিতে স্বীকৃত না হও, তাহা হইলে তোমাকে এস্থলে বন্দী করিয়া রাখিব। রাজদূতেরা তোমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিবে।

লগনচাঁদ বলিল,—"আমি নিরুপায়। আপনি অনায়াসে আমার উপর যথেচ্ছাচার করিতে পারেন; কিন্তু ধর্ম্মময় মহারাজের কর্ণে এ সকল সংবাদ প্রবেশ করিবে। তখন আপনি এ দুষ্কৃতির প্রতিফল পাইবেন। আপনি সামন্ত সত্য; কিন্তু আপনি রাজ-প্রতিনিধির অনুরূপ কোন কার্য্যই করিতে পারিতেছেন না। আপনি অত্যাচারে দেশকে ছারখার করিয়া দিতেছেন। ইহার জন্য কি সর্ব্বনাশ যে

ঘটিবে, তাহা বলিতে পারি না। আপনি রাজ-প্রতিনিধি বলিয়াই আপনার আদেশানুসারে আমি হাজির হইয়াছি। বুঝিয়াছি, বৃথা ওজরে আমার অর্থ-সংগ্রহ করাই আপনার উদ্দেশ্য। আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন; ন্যায়ময় ভগবান্ ইহার বিচার করিবেন।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"তোমার সকল কথাতেই বুঝিতেছি, তোমার ন্যায় রাজদ্রোহী দুরাত্মা এ প্রদেশে আর কেহ নাই। তোমার আর নিস্তার নাই; তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ করিয়াছি তাহার কোনই অন্যথা হইবে না। সৈনিকগণ! এই হতভাগ্য দুরাত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ। ইহাকে প্রহার ও নির্য্যাতন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সেনানায়ক! এখনই ২৪ জন সৈন্য রামপুরে পাঠাইয়া ইহার সমস্ত সম্পত্তি দখল করিতে বলিয়া দাও। ইহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে সৈন্যগণ যেন যেরূপে ইচ্ছা অত্যাচার করিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেয়।"

লগনচাঁদ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ভগবতি! কালী-মাই! তুমি আছ, তুমি লজ্জা নিবারণ করিও।"

রাজসভায় পাঠাইবার জন্য রঘুনাথ এই ঘটনার একটা প্রকাণ্ড বিবরণী লিখিতে বসিবেন স্থির করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অতিশয় গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দের সহিত রঘুনাথ আপনার ক্ষমতার আলোচনা করিতে থাকিলেন এবং অচিরে যে সৌভাগ্যোদয় ঘটিবে, তাহার আশায় উৎফুল্ল হইলেন। মধুস্দনের নিকট রাজধানীতে লগনচাঁদের সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে হইবে; কিন্তু এখন নয়। এখন অন্য কার্য্যে না যাইলে স্থির থাকা অসম্ভব। মহারাজাকে মধুসূদন যে প্রকার হস্তগত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ হঠাৎ মহারাজের গোচরীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এ কাজ এক্ষণে থাকুক।

রঘুনাথ অশিক্ষিত। চিরদিন ইতরসংসর্গে সে অতিবাহিত করিয়াছে। মধুস্দন ও আরও কয়েকজন অমাত্যের সহায়তায় সে কল্পনাতীত উন্নতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই পদের অনুরূপ কোন গুণই তাহার না থাকায়, চারিদিকে সর্ব্বনাশের আরম্ভ হইয়াছে। আশা কখনই অল্পে পরিতুষ্ট হয় না। ইহার পরে আরও অধিকতর উন্নতির নিমিত্ত রঘুনাথ মনে মনে কল্পনা করিতেছে। চক্রান্তে অনেকের যোগ আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ব্যস্ততাসহ রঘুনাথ বিহিত বেশভূষা ধারণ করিবার নিমিত্ত কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু হায়! শুভকার্য্যের বড়ই ব্যাঘাত। আবার বেলাগ্রামের চারিজন ভদ্রলোক এক অভিযোগ লইয়া উপস্থিত। ভদ্র হউক, অভদ্র হউক, রঘুনাথ কাহাকেও 'আপনি মহাশয়' বলিয়া কথা কহে না। বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল,—

"তোমরা এ অসময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ কেন? দ্বারবানেরা বড়ই অমনোযোগী; তাহারা এ সময়ে আমার নিকট লোক আসিতে দিল কেন?"

আগন্তুক ব্যক্তিচতুষ্টয় বিশেষ ভদ্রবেশধারী এবং তাহাদের আকারপ্রকার ভদ্রতার পরিচায়ক। একজন অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"বিশেষ প্রয়োজন। সময় নষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ হইবে, এই কথা জানিয়াই দ্বারবানেরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে।"

রঘুনাথ বলিলেন,—"বুঝিতেছি এই দ্বারবানেরা জয়নগরের লোক; কাজেই তোমাদিগকে চিনে। খাতিরে পড়িয়া অসময়ে তোমাদিগকে আসিতে দিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছে। এজন্য কল্য প্রাতে নিশ্চয়ই ইহাদিগকে তাড়াইব। এখন আমার সময় নাই। যদি কোন বিশেষ কথা থাকে তাহা হইলে তোমরা লিখিত আবেদন দিও। এরূপে অনবরত লোকের কথা শুনিয়া কাজ করিতে হইলে আমার আর প্রাণ বাঁচে না।"

পূর্ব্ববক্তা আবার বলিলেন,—"কার্য্যের গুরুতা বুঝিয়া আপনার সময় করা আবশ্যক। এখনই যাহা না শুনিলে, যাহার ব্যবস্থা না করিলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে, তাহার জন্য কালি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলে আপনার কর্ত্তব্যপালন করা হইবে না।"

অতি বিরক্তির সহিত রঘুনাথ বলিল,—"কে হে তুমি, পণ্ডিত মহাশয়? আমি তোমার মত লোকের নিকট কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে চাহি না। তোমার এই অপরাধের জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইবে।"

বক্তা বলিলেন,—"হয় হইবে। আমরা ডুবিতে বসিয়াছি, এ অবস্থায় কিসের ভয়? আপনি বলুন, দেশমান্য ব্রাহ্মণ বলদেব পণ্ডিতের কন্যা জানকী কোথায় আছে?"

রঘুনাথ বিদ্রূপসূচক হাসির সহিত বলিল,—"এজন্য এত তর্জ্জন গর্জ্জন? জানকী ব্যভিচারিণী। সে চিরদিন বনবীরের নায়িকা ছিল, এখন বনবীর পলাতক, তাই হয়তো জানকী আর কাহাকে ধরিয়া সরিয়াছে। সে সন্ধানও কি আমাকে দিতে হইবে? কাহার কন্যা, কাহার স্ত্রী কখন কোন্ উপপতি লইয়া রঙ্গ করিতেছে, বা কাহার সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহারও সংবাদ সামন্তকে রাখিতে হইবে না কি?"

বক্তা বলিলেন,—"তোমার বাক্য অসহ্য। তুমি রাজপ্রতিনিধি বলিয়া আমরা মহারাজের প্রতি সম্মানের অনুরোধে তোমার অনেক দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিয়া আসিতেছি। অনেক গর্হিত অত্যাচার নীরবে সহিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু কালি রাত্রে দস্যুরা জানকীকে লইয়া আসিয়াছে, আমি এখন বুঝিয়াছি, সে দস্যু তোমারই নিয়োজিত; এই পাপে রঘুনাথ, তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

তখন রঘুনাথ উন্মত্ত সিংহের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল এবং বিকট চীৎকারে সৈন্য ও রক্ষিগণকে আহ্বান করিল।

বক্তা বলিতে লাগিলেন,—"আসুক তোমার সৈনিক, আসুক তোমার বন্দুক, কামান, কোন ভয়ে আমরা ভীত নহি। যদি তুমি এই দণ্ডে জানকীর সন্ধান বলিয়া না দাও, তাহা হইলে নরাধম রঘুনাথ, আমরা এখনই তোমাকে পদতলে দলিত করিয়া যমালয়ে পাঠাইব।"

যাহারা পাপী তাহারা চিরদিনই সৎসাহসবর্জ্জিত কাপুরুষ। এরূপ তেজের সহিত মুখের উপর তিরস্কার, এরূপ দৃঢ়তার সহিত তাহাকে নিপীড়িত করিবার প্রস্তাব, সামন্ত হইয়া অবধি রঘুনাথ কখন শুনে নাই। সে যেন ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অনেক লোক আসিয়া পড়িল। তাহাদের দেখিয়া রঘুনাথের ভরসা ফিরিয়া

আসিল। সে তখন চীৎকার করিয়া বলিল,—"এই কুকুর চারিটাকে বাঁধিয়া ফেল, হাজতে লইয়া যাও।"

সমাগত সৈনিকেরা মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই পূর্ব্ববক্তা গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"খবরদার! আমাদিগের সহিত সামান্য মন্দ ব্যবহার করিলেও এখনই রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইবে।"

রঘুনাথ বলিল,—"কোন কথা শুনিবে না। আবশ্যক হইলে প্রত্যেককে হত্যা করিতে পার। আমার অন্য কাজ আছে; এখন চলিলাম।"

রঘুনাথ বেগে সেস্থান হইতে পলায়ন করিল। তাহার পর কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর একটা মোটা কাপড়ে আপনার দেহ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিল; রাত্রি তখন প্রায় এক প্রহর। রজনীর অন্ধকারে আবৃতকায় হইয়া রঘুনাথ আর এক দ্বার দিয়া বাহির হইল। জনশূন্য পথে অনেক দূর গমন করিয়া সে এক প্রকাণ্ড ভবনের নিকট আসিল। ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ ছিল, মৃদুভাবে দ্বারে কয়েকবার মাত্র করাঘাত করার পর দ্বার খুলিয়া গেল।

ভবনমধ্যে প্রবেশ কালে রঘুনাথ মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, পথে—তাহার পশ্চাতে এক পুরুষ দণ্ডায়মান। কে কে বলিয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইল। পুরুষ পিছাইতে লাগিল। রঘুনাথ তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত দৌড়িল। পুরুষও দৌড়িল এবং অদৃশ্য হইয়া গেল।

হতাশ ও চিন্তিতভাবে রঘুনাথ ফিরিয়া আসিল এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। দ্বার পুনরায় বন্ধ হইল।

এই ভবনে অদ্য প্রাতে দস্যুরা জানকীকে লইয়া আসিয়াছিল। এই ভবনের কক্ষবিশেষে সুন্দরী জানকী অকূল পাথার ভাবিতে ভাবিতে

সময় কাটাইতেছেন। মৃত্যু হয় নাই, অভাগিনী বাঁচাইয়া রাখিতেছে। কিন্তু বাঁচিয়াও তো মরিতে হইবে। এখানে যাহারা আছে, সকলেই তো নরকের কীট। অভাগিনী বল দিয়াছে, সাহস দিয়াছে, আর উপায় বলিয়া দিয়াছে।

জানকী একাকিনী; কক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত; অভাগিনী বারম্বার যাতায়াত করিতেছে। অনেকক্ষণ সে আসে নাই। কাহার পদশব্দ হইতেছে না? নারীর পদশব্দ নহে, যেন পুরুষের পদশব্দ। পদশব্দ অস্পষ্ট হইয়া গেল। একি! দ্বারে কে? জানকী চমকিয়া উঠিলেন।

সম্মুখে রঘুনাথ। কালসর্প হউক, দুরন্ত শার্দ্দূল হউক, নরঘাতক দস্যু হউক, স্বয়ং কৃতান্তই বা হউক, রঘুনাথের অপেক্ষা কেহই ভয়ানক নহে। জানকী কাঁপিতে কাঁপিতে কক্ষের প্রান্তভাগে সরিয়া আসিলেন। কক্ষের ক্ষীণালোকে তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার সম্মুখে যমদূত, তাঁহার সম্মুখে নরকের ভয়ানক জীব, তাঁহার সম্মুখে যেন যমালয়াগত প্রেত।

রঘুনাথ বলিল,—"সুন্দরি! ভয় পাইতেছ কেন? তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমি অসাধ্য সাধন করিয়াছি। তুমি আলিঙ্গনদানে আমার সকল আয়াস সফল কর।"

জানকী যেন সংজ্ঞা হারাইতে লাগিলেন। অতি চেষ্টায় পতনোন্মুখ দেহকে স্থির রাখিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"মা অম্বিকে! মা জগদম্বে! রক্ষা কর।" অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আপনি রক্ষক, আপনি পিতা, আপনি সন্তান। ক্ষমা করুন—আমি দুঃখিনী।"

রঘুনাথ বলিল,—"তোমাকে সুখের কথাই বলিতেছি, ক্ষমা করিব কেন? তোমার জন্য কোন পাপ—কোন দুষ্কর্ম্মে আমি পশ্চাৎপদ

নহি—ক্ষমা করিব কেন? তোমার ঐ সুন্দর মুখ দেখিয়া মুনির মনও বিচলিত হয়, আমি কোন্ ছার। তুমি বনবীরকে সুখী করিয়াছ; সে তোমার জন্য পদগৌরব হারাইয়াছে। আমাকে কেন বঞ্চিত করিবে?”

দুরাত্মা রঘুনাথ অগ্রসর হইল এবং জানকীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিল। তখন জানকী কাঁপিতে কাঁপিতে পর্য্যঙ্কের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা বস্ত্রমধ্য হইতে তিনি দক্ষিণ হস্ত বাহির করিলেন; সেই হস্তে অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ছুরিকা। গৃহের আলোকে সেই ছুরিকা ঝলসিতে থাকিল। বলিলেন,—“নরাধম! আমাকে স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলে, জীবনহীন হইতে হইবে। জানিও, জগদম্বা আমার সহায়। যদি সতী-গর্ভে আমার জন্ম হইয়া থাকে, যদি পরপুরুষের চিন্তা ভ্রমেও আমার মনে উদয় না হইয়া থাকে, তবে ভগবতী চামুণ্ডারূপে আমাকে রক্ষা করিবেন।”

তখন জানকীর অঞ্চলবস্ত্র বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া গেল। তাঁহার উভয় বাহু উত্তোলিত, নয়ন উদ্বেগ ও ক্রোধে আরক্তবর্ণ এবং বিস্তৃত, গ্রীবা বক্র; সত্যই যেন ভগবতী স্বর্গ হইতে পাষণ্ডদলনের নিমিত্ত অসি-হস্তে অবতীর্ণা। রঘুনাথ ক্ষণেক নির্ব্বাকৃভাবে সেই শোভা দর্শন করিল। তাহার পর মাংস-লোলুপ শৃগালের ন্যায়, সে চকিতে পর্য্যঙ্কসমীপে আসিল এবং সহসা সুন্দরীর ছুরিকাসহকৃত দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিল; সুন্দরী চীৎকার শব্দ করিলেন,—“সতি! জগন্মাতা সতি! সতীর ধর্ম্ম যায় যে মা!”

সহসা অগণ্যপ্রায় কণ্ঠের ‘হর হর বম্ বম্’ শব্দে নৈশগগন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল; সহসা বহুবীরের পদভরে ধরিত্রী টলিয়া উঠিল, সহসা অস্ত্রের ঝঞ্চনায় দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইল। রঘুনাথ প্রমাদ গণিয়া

সুন্দরীকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। মূর্চ্ছিতা সুন্দরী পর্য্যঙ্কের উপর পড়িয়া গেলেন।

তখন অগণ্যপ্রায় মানব চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, অঙ্গনে যুদ্ধ চলিতে থাকিল। অভাগিনী আসিয়া মূর্চ্ছিতা জানকীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল; সেও বুঝিল, সতীর বাক্য ভগবান্ শুনিয়াছেন। জানকী কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিলেন,—"আমি স্বর্গে, স্বামীর চরণে আমার মস্তক, আমার সম্মুখে সীতারামের যুগলমূর্ত্তি।" তখন বহু ব্যক্তি সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের পুরোভাগে উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী এক পরম রূপবান্ যুবা; সেই যুবা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এই যে আমার জানকী; ভয় নাই, ভয় নাই।" চারিদিকে উচ্চরোল উঠিল,—জয় সীতারাম! জয় সীতারাম।

যুবা, পর্য্যঙ্কসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"জানকি! আমি যে তোমারই সদানন্দ। জানকি! তুমি যে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব।"

জানকী নয়ন উন্মীলন করিয়া সেই দেবকান্তি পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। শরীরে অননুভূতপূর্ব্ব তাড়িতপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। ঈষৎ হাস্যরেখা স্বভাবসুন্দর মুখকে শোভাময় করিল, লজ্জায় নয়ন মুকুলিত হইল। বস্ত্রাঞ্চলে জানকী মুখ ঢাকিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর চরণে মস্তক স্থাপন করিলেন। প্রতপ্ত অশ্রু সদানন্দের চরণ ভিজাইল; আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচন সদানন্দ সুন্দরীকে বুকে তুলিয়া লইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যে অসন্তোষ প্রধূমিত হইতেছিল, জানকীর প্রতি অত্যাচার-চেষ্টায় তাহা প্রবল ফুৎকারপ্রাপ্ত হইল এবং অচিরে ভয়ানক বিদ্রোহানলে পরিণত হইল। বেলার যে চারি ব্যক্তি রঘুনাথের সহিত বৈকালে কথাবার্ত্তা কহিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি নির্য্যাতনের সংবাদ অচিরে রাষ্ট্র হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে প্রায় সহস্র মানব সশস্ত্রে ছুটিয়া বাহির হইল এবং প্রথমতঃ রঘুনাথের আবাসস্থান আক্রমণ করিয়া, লগনচাঁদ ও বেলার ভদ্রলোকচতুষ্টয়কে উদ্ধার করিল। বলা বাহুল্য, অনেক সৈনিক এ ব্যাপারে হতাহত হইল।

বিদ্রোহীরা উন্মাদের ন্যায় অধীরভাবে ভবনের প্রত্যেক স্থান অন্বেষণ করিল, কিন্তু রঘুনাথকে সেখানে পাইল না। তাহার পর এক অপরিচিত পুরুষ আসিয়া বিদ্রোহীগণকে রঘুনাথের সন্ধান জানাইল। তখন বিদ্রোহীগণ জয়োল্লাস করিতে করিতে সে দিকে ধাবিত হইল। যে দীর্ঘাকার নবাগত পুরুষ অপরিচিতরূপে এ ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া রঘুনাথের সন্ধান বলিয়াছিলেন, তিনিই সদানন্দ মিশ্র।

আনন্দের সীমা থাকিল না। জানকীর উদ্ধার হইল। অপ্রত্যাশিতভাবে সদানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হইল। মহোল্লাসে বিদ্রোহীগণের অনেকে সদানন্দ ও জানকীকে লইয়া বেলাগ্রামে যাত্রা করিল। তথায় বলদেবের ভবনে রঘুনাথ কর্ত্তৃক নিয়োজিত রক্ষিগণকে দূর করিয়া দিল। বলদেব, তাঁহার পত্নী, কন্যা ও জামাতা, আপনাদের নিবাসস্থানে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এ সম্বন্ধে

বলদেব বলিয়াছিলেন যে, যদি মহারাজার আদেশে আমি পৈত্রিক ভবন হইতে তাড়িত হইয়া থাকি, তাহা হইলে পুনরায় তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত না হইলে সে স্থানে প্রবেশ করা আমার পক্ষে অবিধেয়।

লোকেরা বুঝাইয়াছিল যে, এরূপ অন্যায় আদেশ করা দূরে থাকুক, ইহার ছন্দাংশও মহারাজা জানেন না। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, মহারাজা কতকগুলি দুষ্টলোকবেষ্টিত হইয়া কোন বিষয়েরই প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারিতেছেন না। দুষ্ট লোকেরাই আপনার চিরস্থায়ী জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছে; অতি নীচাশয় রঘুনাথই আপনাদিগকে ভিটাছাড়া করিয়াছে, এ সম্বন্ধে মহারাজার কোনই দোষ নাই। তাঁহার অজ্ঞাতসারে দুষ্টেরা এই ধর্ম্মরাজ্যে পাপের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। যেরূপ আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বনাশ আরও ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইবে।

বৃদ্ধ বলদেব সাহসী, তেজস্বী এবং রাজনীতিজ্ঞ। তিনি লোকদিগের কথা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন,—"আমি অবস্থা যথার্থরূপে প্রণিধান করিয়াছি। এ অবস্থায় প্রতিবিধান করা আমার ন্যায় ব্যক্তির অত্যাবশ্যক। আমি চিরদিন রাজান্নে প্রতিপালিত। বিশেষতঃ আমি ব্রাহ্মণ, এইরূপ কঠোর স্থলে ব্রাহ্মণেরাই সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম। এক্ষণে আমার আদেশ, তোমরা সামন্তের কোন দ্রব্যসামগ্রী নষ্ট করিবে না; যতক্ষণ মহারাজের সভা হইতে বিহিত আদেশ না আইসে, ততক্ষণ আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্যই করিবে না।"

বিপ্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কেহ কেহ জয়নগর চলিয়া গেল; অনেকে সশস্ত্রে তাহার ভবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত রহিল। কুত্রাপি রঘুনাথের সন্ধান পাওয়া গেল না। জানকীদেবীর

অধিকৃত কক্ষ হইতে সে বাহিরে আসিয়াছিল। তাহার পর কোথায় গেল, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। কেহই তাহাকে দেখে নাই, কোন লোকই তাহার সংবাদ জানে না। বিদ্রোহী দলের মধ্যে ঘোষণা হইল যে, আপাততঃ বলদেব পণ্ডিতের আদেশমত সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে।

আমাদিগের মধ্যে একজনকে কর্ত্তা স্থির করা আবশ্যক। বলদেবের ন্যায় বিজ্ঞ ও সম্মানিত ব্যক্তি আমাদের এ দেশে আর কে আছে? অতএব যতক্ষণ মহারাজ কোন ব্যবস্থা না করেন, ততক্ষণ এই মহাত্মাই আমাদিগের প্রভু।

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"জয় বলদেবের জয়!" সেই রাত্রিকালে কয়েকজন লোকসহ রামপুরের লগনচাঁদ, বনের পথ অতিক্রম করিয়া বেলায় আসিয়া বলদেবের চরণে প্রণাম করিলেন, এবং আপনার অবস্থা জানাইলেন। তিনি সবিস্ময়ে অনুভব করিলেন, এই জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত অন্ধ, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ; ত্যাগই আমার ধর্ম্ম; আপাততঃ দেশ অরাজক। প্রজারা আমাকে সম্প্রতি কার্য্য-নির্ব্বাহ করিবার ভার অর্পণ করিয়াছে; সুতরাং আমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ পরলোকে ঈশ্বরের নিকট এবং ইহলোকে মহারাজের নিকট বিহিত কর্ত্তব্যপালনে দায়ী। তোমার অবস্থা আমি বুঝিয়াছি; আমি আদেশ করিতেছি, এই মুহূর্ত্তে পঞ্চাশজন রাজভক্ত প্রজা লইয়া তুমি অশ্বারোহণে স্বদেশে যাত্রা কর। অশ্বের অভাব হইলে সামন্তের অশ্ব লইবে।' এতক্ষণ দুষ্টেরা অনেকদূর গিয়াছে; তাহাদিগকে দেশের অবস্থা বলিয়া নিরস্ত করিবে। যদি তাহারা কথা গ্রাহ্য না করে, তাহা হইলে তাহাদিগের

সহিত যুদ্ধ করিবে। আহত করিয়া তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে চেষ্টা করিবে, অসম্ভব হইলে হত্যা করিবে। স্থানীয় বিষয়ব্যাপার তুমি নির্ব্বাহ করিবে, প্রতিদিন দুইবার করিয়া আমার নিকট দূত পাঠাইবে। কার্য্য শেষ হইলে প্রজাগণকে ফিরিয়া আসিতে বলিবে। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শীঘ্র প্রস্থান কর।"

লগনচাঁদ ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। পরদিন প্রাতে ভবনরক্ষার বিহিত ব্যবস্থা করিয়া, বলদেব জয়নগর উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অগণ্য মানব চলিতে লাগিল। অন্ধ বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ, ঋজু মেরুদণ্ড-সহযোগে যুবকের ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে চলিতে লাগিলেন। তিনি জয়নগরে উপস্থিত হইলে, নানা দিগ্‌দেশা-গত নরনারী তাঁহার জয়ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং দূর হইতে সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিতে থাকিল। অতি উচ্চৈঃস্বরে বলদেব বলিলেন, "আমাকে কেহই সামন্ত পদাভিষিক্ত বা রাজশক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিও না। আমি আমাদের ধর্ম্মময় মহা-রাজের একজন দীন প্রজা। যতক্ষণ মহারাজের নিকট হইতে আদেশ না আইসে, ততক্ষণ বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার জন্য তোমরা আমাকে নিয়োজিত করিয়াছ। আমি প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিব। তোমরা সকলে গৃহে যাও। কেবল একশত ব্যক্তি এই সামন্ত-ভবনে রক্ষীরূপে উপস্থিত থাক। যে সকল পুরাতন কর্ম্মচারীকে রঘুনাথ তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহারাই কাগজপত্রের ভার গ্রহণ করুন।"

একশত নির্ব্বাচিত ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই প্রস্থান করিল। তখন সেই একশত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলদেব বলিলেন, "রঘুনাথ পলায়ন করিয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ নহে। আমি বুঝিতেছি একটা ভয়ানক বিদ্রোহ আমাদিগকে গ্রাস করিবে। আমি বলিতেছি,

তোমরা সকলে সাবধান থাক; আহ্বানমাত্র যাহাতে সকল স্থান হইতে বলবান্ ব্যক্তিগণ সশস্ত্রে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার আয়োজন করিয়া রাখ। রঘুনাথ কখনই নিশ্চিন্ত নাই; এখনই গ্রামে গ্রামে সকলকে প্রস্তুত থাকিবার নিমিত্ত আদেশ প্রচার করিয়া দাও।

জয়ন্তগড় হইতে বিপদ আসিবে। সেই সীমান্তে চতুর দূতকে অপেক্ষা করিতে বল। এখনই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে লিখিয়া মহারাজের নিকট প্রেরণ কর এবং সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত সামন্ত প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আবেদন পাঠাও।

সত্বর সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইল। রাজধানীতে দুইজন দক্ষ কর্ম্মচারী বিবরণীসহ প্রস্থান করিল। অশ্বপৃষ্ঠে তাহারা যাত্রা করিল, তথায় যাইতে তাহাদিগের দেড় প্রহর সময় লাগিবে। অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহারাজের আদেশ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। দক্ষিণ সীমান্ত অধিক দূরবর্ত্তী নহে। দুই দণ্ড কালেই সেখানে উপনীত হওয়া যায়। নির্ব্বাচিত দূত বিহিত উপদেশ গ্রহণ করিয়া, যথাস্থানে যাত্রা করিল। আর কয়েকজন ব্যক্তি গ্রামে গ্রামে ফিরিয়া আশঙ্কিত বিপদের জন্য গ্রামবাসীদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া আসিল।

কোন দিক হইতেই দ্বিপ্রহরের মধ্যে কোন সংবাদ আসিল না। সন্ধ্যার সময়ে সীমান্তের দূত ভয়ানক সংবাদ পাঠাইলেন। জয়ন্তগড়ের সেনাপতি তিন সহস্র সৈন্য লইয়া সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। এই রাত্রেই জয়নগর অধিকার করিয়া প্রতাপগড় পর্য্যন্ত তাহারা অগ্রসর হইবে। মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্য অধিকার করাই তাহাদের সংকল্প।

বলদেব সমস্ত দিন বাটী যান নাই; তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিতেছে শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন না। তৎক্ষণাৎ দুন্দুভি

সহযোগে সন্নিহিত সমস্ত লোককে আহ্বান করা হইল। রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বে প্রায় তিন সহস্র লোক অস্ত্রাদিসহ জয়নগরে সমবেত হইল; কামান ও বন্দুক যাহা ছিল, তাহাও বাহির করা হইল। বলদেবের নিয়োজিত সেনানায়ক সেই তিন সহস্রের মধ্যে এক সহস্র ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় সৈন্যগণ সীমান্তের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইল। কয়েকজন মাত্র অগ্রগামী ব্যক্তি সমস্ত সৈন্যকে পশ্চাতে রাখিয়া, বিপক্ষের ছাউনির নিকট নিঃশব্দে উপস্থিত হইল। তখন তাহারা অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফিরিল। বুঝিল, এখনও বিপক্ষদিগের যাত্রার বিলম্ব আছে। বুঝিল, তাহারা স্থির করিয়াছে, বিশেষ শোণিত-পাত ব্যতীত অনায়াসেই রাজ্য তাহাদিগের হস্তগত হইবে। জয়নগর গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে অসি নিষ্কোষিত করিতেও হইবে না। রাজধানীতেও প্রায় তদ্রূপ। অন্যান্য প্রদেশের সামন্তেরাও তাহা-দিগের সহায়তা করিবেন।

সমস্ত সংবাদ শুনিয়া জয়নগরের সেনানায়ক কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন। যে পথ দিয়া বিপক্ষগণকে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং কোন কোন স্থান নিবিড়বনাচ্ছন্ন। সেনানায়ক আরও অগ্রসর হইয়া, সেইরূপ একটা বনভূমি নির্ব্বাচিত করিয়া লইলেন এবং তাহার স্থানে স্থানে এক সহস্র ব্যক্তিকে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া দিলেন। আর এক সহস্র সৈন্য সেই অর্দ্ধক্রোশ দূরেই পথ অধিকার করিয়া রহিল।

জয়নগরের সৈন্যেরা রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর দূরাগত বহু পদ-ধ্বনি শুনিয়া, অসির ঘর্ষণ শব্দ শুনিয়া এবং অশ্বের পদধ্বনি ও চক্রের নির্ঘোষ শুনিয়া বুঝিল যে, বিপক্ষেরা অগ্রসর হইতেছে। তাহারা

উদ্যতায়ুধ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শব্দ আরও নিকট হইতেছে, ক্রমে আরও নিকট। বিপক্ষগণ সম্মুখে আসিল। তখন লুক্কায়িতগণ সহসা ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া সেই সঙ্কীর্ণ পথ-প্রবাহী বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিল। প্রত্যেক অসির আঘাতই উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকিল। বিপক্ষেরা প্রস্তুত ছিল না। তাহাদিগের অসি নিষ্কোষিত করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে যে সময় লাগিল, তাহার মধ্যেই অনেককে ধরাশায়ী হইতে হইল। আক্রমণ উভয়দিক হইতেই হইয়াছিল; সুতরাং রক্ষার কোনই উপায় হইল না। তখন যুদ্ধচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষেরা বেগে অগ্রসর হইল।

দুই সহস্র ব্যক্তি সেইস্থানে হত বা আহত হইয়া পড়িয়া রহিল। প্রায় সহস্র ব্যক্তি সেই সঙ্কীর্ণ পথাবলম্বনে সম্মুখদিকে দৌড়িতে লাগিল। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তাহারা ভয়ানক বাধা পাইল। পশ্চাৎ হইতে সহস্র ব্যক্তি তাহাদিগকে তাড়াইয়া আসিতেছে, সম্মুখে সহস্র উদ্যয়ায়ুধ বীর গতিরোধ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। জয়নগরের পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিল,—"কেন মরিতে আসিতেছ? অকারণ নরহত্যা করিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। অস্ত্র ত্যাগ কর, বশ্যতা স্বীকার কর, জীবন পাইবে।"

বিপক্ষেরা তাহা করিল না। তাহারা সদর্পে অসিচালনা আরম্ভ করিল। পশ্চাৎ ও সম্মুখ হইতে তাহাদিগের উপর তীর ও বন্দুকের গুলি চলিতে থাকিল। জয়নগরের অনেক লোক এবার হত হইল। কিন্তু বিপক্ষপক্ষে অস্ত্রধারণে সক্ষম দুইশত ব্যক্তির অধিক নাই। সেই দুইশত ব্যক্তিও এখন অস্ত্র ফেলিয়া দিল।

রাত্রিশেষে এই বিষম ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়া গেল। উষার

আলোক উপস্থিত হইয়া অতি ভীষণ চিত্র প্রদর্শন করিল। আহত যোদ্ধাগণের দেহ জয়নগরে প্রেরিত হইল। হত ব্যক্তিগণের সৎকারের আয়োজন হইল। সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, আহতগণের মধ্যে এক-চরণহীন রুধিরাক্ত রঘুনাথ ভূপাতিত। তাহাকেও জয়নগরে প্রেরণ করা হইল। জয়নগরের লোকেরা বিপক্ষগণের অস্ত্রশস্ত্র, পরিচ্ছদ, বারুদ, কামান, বন্দুক প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিল। তাহাদিগের সঙ্গে প্রভূত খাদ্যের আয়োজন ছিল, তাহাও জয়নগরের লোকেরা হস্তগত করিল।

প্রত্যূষে এই বিজয়বার্ত্তা জয়নগরে ঘোষিত হইল। বিজয়োত্তম বলদেবকে দেবতা বলিয়া সকলে স্তুতি করিতে লাগিল।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপগড়ের রাজ-প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে মধুসূদন একাকী উপবিষ্ট। তাঁহার মুখ আনন্দোজ্জ্বল। আর চারিদিন—কোন মতে আর চারিদিন—মহারাজকে এইরূপে হাতে রাখিতে পারিলে জয়ন্তগড়ের সেনা রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। রাজ্য আমার হইবে। এই ধর্ম্মোন্মত্ত মহারাজা তাড়িত হইবে। সকল দিক ঠিক হইয়াছে, কোন বন্দোবস্তের ত্রুটি হয় নাই।

মধুসূদন অনেকক্ষণ অনুষ্ঠিত আয়োজনের বিষয় চিন্তা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হইবে সবই ঠিক, কিন্তু আমার কি হইবে? আমি স্বাধীনভাবে রাজপদ পাইব। পুরুষপুরুষানুক্রমে রাজ্যৈশ্বর্য্য উপভোগ করিব। রাজার ন্যায় সম্মান হইবে। রঘুনাথ পলাইয়াছে। সে দূত দিয়া জানাইয়াছে, প্রজারা একযোগে তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান। পলায়ন ভিন্ন তাহার আর গতি নাই। কিন্তু কালই সে জয়ন্তগড়ের সেনা লইয়া জয়নগর অধিকার করিবে। এই দুই দিনে নিশ্চয়ই জয়নগর অধিকার হইয়াছে। আজি হয়ত বিজয়ী সেনাগণ প্রতাপগড় অধিকার করিতে আসিবে।

এইরূপ সময়ে একজন দূত মধুসূদনের সহিত সাক্ষাতের বাসনা জানাইয়া পাঠাইল। মধুসূদন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দূত বলিল,—"সংবাদ ভয়ানক! জয়ন্তগড়ের তিন সহস্র সেনা পরাজিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে রঘুনাথও একজন। মহারাজা অতিমাত্র কুপিত হইয়া দশ সহস্র সেনা পাঠাইবার আয়োজন করিতেছেন।

ছয়, সাত দিনের মধ্যে তাহারা জয়নগর ধ্বংস করিয়া দিবে, তাহার পর প্রতাপগড় আসিবে।"

মধুসূদন অবসন্নভাবে বলিল,—"তিন সহস্র সৈন্য পরাজিত হইল। এ কাণ্ড ঘটাইল কে?"

দূত বলিল,—"অন্ধ বলদেব পণ্ডিত। তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি, আশ্চর্য্য দূরদৃষ্টি। তাঁহার আজ্ঞায় এখন জয়নগরঅঞ্চলের তাবৎ লোক পরিচালিত হইতেছে।"

মধুসূদন ভীতভাবে নীরবে রহিল। দূত বলিতে লাগিল,—"কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নাই। জয়ন্তগড়ের মহারাজ যেরূপ বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাতে জয়নগর নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। শত বলদেবও রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু এখন ভাবনার কথা এই—এখন এখানে আসিলে কোন বাধা উপস্থিত হইবে কি না?"

মধুসূদন বলিলেন,—"সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা নাই। এখানকার সেনানায়ক জয়ন্তগড়ের লোক। তিনি কোন সৈনিককে হাত তুলিতে আদেশও দিবেন না। রাজসভায় অনেকেই আমার পক্ষ। আর মহারাণীর ভয়ে আমরা ভীত ছিলাম বটে, কারণ তাঁহার বুদ্ধি বড়ই প্রখরা, কিন্তু তাঁহাকেও আমি কৌশলে সরাইয়াছি। সুতরাং ভয়ের কোন কথা নাই।"

দূত বলিল,—"কিন্তু একটা চিন্তার কথা এখনও আছে। মহারাণীর ভ্রাতাও একজন প্রবলপ্রতাপ লোক। রাণী এখন ভ্রাতৃ-ভবনে গিয়াছেন। ভগ্নীর অবমানে ভ্রাতা কখন নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। সেদিক হইতে সহায়তা উপস্থিত হয়, আর যদি রাজভক্ত প্রজারা বিরোধী হইয়া উঠে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইতে পারে।"

মধুসূদন বলিলেন,—"সে চিন্তা অনাবশ্যক। সেখানকার সাহায্য

আসিবার পূর্ব্বেই আমরা রাজ্য হস্তগত করিতে পারিব। প্রজারা বিদ্রোহী হইলে সৈন্যবল দ্বারা তাহাদিগকে অনায়াসে অধীন করিতে পারিব।"

দূত বলিল,—"তাহাও না হয় বুঝিলাম; কিন্তু আরও চারিজন সামন্ত আছে। তাহাদের অধীনেও সৈন্য ও প্রজা আছে, তাবতেই একান্ত রাজভক্ত; তাহারা যখন আসিয়া মহারাজের পক্ষ অবলম্বন করিবে, তখন নিরস্ত করিবার উপায় কি?"

মধুসূদন হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"সে চিন্তা আমি আগেই করিয়া রাখিয়াছি। দুইজন সামন্ত আমার মুঠার মধ্যে, একজন হীনবল, আর একজনের সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। ফল কথা, প্রবল সামন্তেরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। যদি করে, একটা অকর্ম্মণ্য সামন্ত। তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না।"

দূত বলিল,—"আমি তবে এক্ষণে বিদায় হই। জয়নগরের পরাজয়-সংবাদ আপনি ত্বরায় পাইবেন।"

মধুসূদন বলিলেন,—"প্রজাগণের বিদ্রোহ, রঘুনাথের পলায়ন, বলদেবের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ ইত্যাদি সংবাদ আমি পাইয়াছি। কিন্তু তাহা আমার হাতেই পড়িয়াছে, আমার হাতেই থাকিবে। তাহা মহারাজা কখনই জানিতে পারিবে না। তুমি যে সকল সংবাদ দিলে, তাহার বিবরণী এখনও আইসে নাই।"

দূত বলিল,—"আসিবে—আপনি সাবধান থাকিবেন, যেন তাহা মহারাজার হস্তে না পড়ে।"

মধুসূদন বলিল,—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই। রাজাকে এক প্রকার বন্দী করিয়া রাখিয়াছি, বলিলেই হয়। তাহার সেবক, ভৃত্য, দাসী সকলেই আমার লোক। আমার অনুমতি ব্যতীত

দাস-দাসী তাহাকে পানটীও দিবে না। সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নাই।

দূত বলিল,—"ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এইরূপ কূটবুদ্ধির যিনি অধিকারী, তিনি রাজপদের উপযুক্ত। আপনি রাজা হইলে শাসন-নীতির যুগান্তর উপস্থিত হইবে। আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

প্রণামাদির পর দূত প্রস্থান করিল। মধুসূদন ভাবিতে লাগিল,—মহারাজ এক্ষণে বায়ুসেবনে গিয়াছেন; সঙ্গে বিশ্বস্ত লোক অনেক আছে, তথাপি কিয়ৎকাল স্বয়ং সঙ্গে না থাকিলে অনেক আশঙ্কা হয়। এ হতভাগ্য মহারাজাটাকে আর না রাখিলেও পারি। পানের সহিত বা দুগ্ধের সহিত একটু বিষ মিশাইয়া দিলেই গোল চুকিয়া যায়। এত চিন্তা আর করিতে হয় না। কিন্তু ভয় হয়, যদি এরূপ সন্দেহজনক মৃত্যু দেখিয়া প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠে? না, আরও দুই দিন থাকুক। আগে জয়ন্তগড়ের সেনারা আসুক, তাহার পর রাজা ত যুদ্ধে যমালয় যাইবে।

এইরূপ সময়ে তূর্য্যনিনাদ মহারাজের প্রত্যাগমন ঘোষণা করিল। স্তুতিগায়কেরা মহারাজের জয়গীতি গাহিল। ভবনমধ্যে প্রবেশ না করিয়া, মহারাজা তৎক্ষণাৎ অমাত্য-সভায় তাবৎ ব্যক্তিকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সংবাদ পাঠাইলেন। অবিলম্বে সভায় তাবৎ ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। মধুসূদনও আহূত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

মহারাজা বলিলেন,—"আমার শান্তিময় সুখময় রাজ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়াছে। আমি পথে জয়নগর-প্রত্যাগত লোকের মুখে ভয়ানক কথা শুনিয়াছি। সামন্ত রঘুনাথের অত্যাচারে প্রজারা জর্জ্জরিত। সে জয়ন্তগড়ের রাজার সহিত মিলিত হইয়া আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, আক্রমণকারীরা পরাজিত হইয়াছে,

রঘু আহত হইয়াছে। প্রজারা ধার্ম্মিকচূড়ামণি বলদেব পণ্ডিতকে কর্ত্তারূপে গ্রহণ করিয়াছে। সেই মহাত্মা আমার হইয়া রাজ্য রক্ষা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও আমার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। আমি এখনই স্বয়ং জয়নগর যাত্রা করিব।"

মধুসূদন যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। মহারাজাকে পথে বাহির হইতে দেওয়াই অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। সে বলিল,—"এ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য সহসা মহারাজের গমন বড়ই অনুচিত! যদি কাণ্ড এতই ভয়ানক হইত, তাহা হইলে অবশ্যই সেখান হইতে ভারপ্রাপ্ত দূত মহারাজের নিকট আসিত। পথ-প্রবাহী লোকের কথায় নির্ভর করিয়া মহারাজ কোন কার্য্য করিলে শোভা পাইবে না। আপাততঃ একজন সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী প্রেরণ করিলে সমস্ত সংবাদ জানিতে পারা যাইবে।"

সভায় দশজন উপস্থিত। ছয় জন এই বাক্য অনুমোদন করিলেন। চারিজন নীরবে রহিলেন। রণধীর বলিলেন,—"আমি তোমাদের যুক্তি ভাল বলিয়া মনে করিতেছি না। আমার প্রজারা একান্ত রাজভক্ত। সামন্ত তাহাদিগকে প্রপীড়িত না করিলে, কখনই তাহারা উত্তেজিত হইত না। বিশেষতঃ জয়ন্তগড়ের রাজার সহিত রঘুনাথের মিলন ও সৈন্য লইয়া আমার রাজ্য আক্রমণ, বড়ই ভয়ানক কথা। এজন্য সেই সমরক্ষেত্রে আমার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক।"

মধুসূদন বলিল,—"মহারাজের অনুমতি পাইলে আমি একটা কথা নিবেদন করি। আমার বিশ্বাস, দুষ্ট বলদেব পণ্ডিতই রাজ-বিদ্রোহ ঘটাইয়াছে। তাহার সম্পত্তি ন্যায়সঙ্গত বিচারে মহাজন লইয়াছে; ইহাতে বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নিহিত স্থানের লোকসমূহকে সামন্তের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। নিরুপায় সামন্ত যুদ্ধ করিতে

বাধ্য হইয়াছেন। সেই যুদ্ধই জয়ন্তগড়ের যুদ্ধ বলিয়া মহারাজের নিকট কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তি ব্যক্ত করিয়া থাকিবে। সে হয় ত মহারাজের কার্য্যে প্রাণ দিতে গিয়াছে, অথচ লোকে তাহাই বিরুদ্ধভাবে রটাইতেছে।"

সভার অনেকেই এই মীমাংসা সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বকথিত চারিজন ইহার অনুমোদন করিলেন না। তাহার মধ্যে জয়মঙ্গল নামে একজন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"রঘুনাথ যাহাই কেন করুন না, তাঁহার কার্য্যাকার্য্যের সংবাদ প্রতিদিন রাজসভায় আসা উচিত। পথ অধিক নহে, তিনি যুদ্ধ করিতেছেন, বিদ্রোহ ঘটাইতেছেন, অথচ রাজসভায় কোন সংবাদ নাই। ইহা বড়ই সন্দেহজনক।"

কেহই এ কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। মহারাজা বলিলেন,—"বুঝিতেছি, আপনারা সকলেই স্বীকার করেন যে, রঘুনাথের আচরণ বড়ই সন্দেহজনক। এরূপ স্থলে আমি যদি উপস্থিত না হই, তবে কর্ত্তব্যপালনে আমার অবহেলা হইবে। অতএব আমি কল্য প্রাতে এক সহস্র সৈন্য লইয়া জয়নগর যাইব।"

জয়মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া মহারাজা বলিলেন,—"আপনিও আমার সঙ্গে যাইবেন। অদ্যই অন্যান্য সামন্তগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ দেওয়া হউক যে, জয়ন্তগড়ের রাজার সহিত আমাদিগের যুদ্ধ সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, অতএব সামন্তগণ যেন সতত প্রস্তুত থাকেন। আপাততঃ সভায় আর কোন কার্য্য নাই।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মহারাজা রণধীর বড়ই উদ্বিগ্নচিত্তে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। হায়! যে সৌধ এককালে মহারাণীর দীপ্তিতে শোভাময় ছিল, তাহা এখন অন্ধকার। মহারাণী অবিশ্বাসিনী, মহারাজা স্বয়ং তাহার অবিশ্বাসের প্রমাণ পাইয়াছেন। সুতরাং মহিষী এখন গৃহ-বহিষ্কৃতা।

মহারাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেন এরূপ হইল? বনবীরের নির্ব্বাসনের পর হইতে ধারাবাহিকরূপে অমঙ্গলের স্রোত চলিতেছে। বনবীর, মহাপুরুষের সন্তান। সে কেন অবিশ্বাসী হইল? সে কেন কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হইল? তাহার পর রাণী; যিনি দেশের সমস্ত নারীর আদর্শ-স্বরূপা, যিনি রূপে গুণে অতুলনীয়া, যাঁহার বুদ্ধি চির-প্রশংসিতা, সেই হতভাগিনী কেন ধর্ম্মহীনা হইল? অহো! কি পরিতাপ! সে পিত্রালয়ে গিয়াছে। একদিন নিশ্চয়ই তাহার ভ্রাতা আমার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিবে। সে জন্য ভয় করি না; ভগ্নীর চরিত্র কথা যখন সে বুঝিতে পারিবে, তখন নিশ্চয়ই সে সেই দুষ্টাকে শতখণ্ডে বিভক্ত করিবে। নারী-হত্যার পাপ আমার হইল না, ইহাই ভগবানের দয়া। তাহার পর জয়নগরের ব্যাপার; এমন রাজভক্ত দেশে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিবে ইহা কল্পনার অতীত। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন ভয়ানক রহস্য আছে বলিয়া আমার এক একবার মনে হইতেছে। বুঝি বা আমার সর্ব্বনাশসাধনের নিমিত্ত অনেকে ষড়যন্ত্র করিতেছে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহারাজা শয্যার উপর শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"মধুস্থদনকে বড় বিশ্বাস করি, মধুস্থদন বড়ই বুদ্ধিমান ; কিন্তু কেন জানি না, মধুস্থদনের ব্যবহার যেন কেমন এক রকম বোধ হইতেছে। মধুস্থদন যেন আর স্পষ্ট কথা কহে না, মধুস্থদন যেন একটা চাপিয়া আর একটা বলে।"

মহারাজা আবার উঠিয়া বসিলেন ; আবার ভাবিতে লাগিলেন ; সকল অমঙ্গলই মধুস্থদনের কৃত ; বনবীরের অপরাধ সপ্রমাণ করিয়াছে মধুস্থদন, তাহাকে ধৃত করিয়া আনাইয়াছে মধুস্থদন, আমার বোধ হইতেছে তাহারই আয়োজনে বনবীর নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আবার তাহারই আয়োজনে মহারাণীও তাড়িতা হইয়াছেন। সে-ই মহারাণীর সম্বন্ধে অনেক কুৎসা জানাইয়াছে। যদি বনবীরের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে মহারাণীও নিরপরাধিনী। কেবল মধুস্থদনের কথায় নির্ভর করিয়া কোন কাজই ভাল করি নাই। সকল বিষয়েরই সে প্রমাণ দিয়াছে বটে, কিন্তু সে প্রমাণ যেন অসম্পূর্ণ। বর্ত্তমান জয়নগরের ব্যাপারও মধুস্থদন উড়াইয়া দিতে চাহে। সে ইহার অন্যরূপ অর্থ করে। আমার বোধ হয়, মধুস্থদন অবিশ্বাসী। আমি কল্য প্রাতে তাহাকে কিছু দিনের জন্য রাজকর্ম্ম হইতে অপসৃত করিব।"

রাত্রিতে মহারাজের সুনিদ্রা হইল না তন্দ্রার আবেশে তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন, মধুস্থদন উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে তাঁহাকে বধ করিতে আসিতেছে। সভয়ে মহারাজা উঠিয়া বসিলেন। ঘরে আলোক জ্বলিতেছে—মধুস্থদন কুত্রাপি নাই ; অমূলক আশঙ্কা।

অতি কষ্টে রাত্রি শেষ হইল ; মহারাজা প্রত্যূষে একজন পরিচারক দ্বারা সেনানায়ককে অবিলম্বে সহস্র সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইতে

বলিয়া পাঠাইলেন। আর একজন ভৃত্য দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট হস্তী যেন এখনই সুসজ্জিত হইয়া তোরণে উপস্থিত হয়।

সপ্তবাধিক সময় অতিবাহিত হইল, কিন্তু কোন ব্যক্তিই ফিরিল না, মহারাজা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে মধুসূদন; ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে মহারাজা বলিলেন,—"মধুসূদন! আমার আজ্ঞা-পালনে সকলেই শৈথিল্য করিতেছে। ইহাও কি তোমারই চক্রান্ত?"

মধুসূদন সবিনয়ে বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! চক্রান্ত! আমি মহারাজের দীনসেবক; আপনার চরণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না। চক্রান্তের কথা কেন বলিতেছেন ধর্ম্মাবতার?"

মহারাজা বলিলেন,—"তবে কি মধুসূদন? আমার আদেশ পাইয়াও সহস্র সৈন্য কেন হাজির হয় নাই? মাহুত কেন হাতী সাজাইয়া আনে নাই? ভৃত্য বা কেন ফিরিয়া আইসে নাই?"

মধুসূদন বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! আমি ইহার কিছুই জানি না। কিন্তু আপনি এত চঞ্চল হইতেছেন কেন? হঠাৎ মহারাজের জয়নগর যাত্রা আমরা ভাল বুঝিতেছি না। সুতরাং আয়োজন যদি না হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুই অনিষ্ট হয় নাই তো?"

মহারাজ ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া বলিলেন,—"তবে কি আমার ইষ্টানিষ্টের নিয়ামক তুমি? তবে কি অতঃপর তোমারই বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া আমাকে কার্য্য করিতে হইবে? রক্ষিগণ! এই দুর্ব্বৃত্তকে বাঁধিয়া ফেল; এ যেন এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে না পায়।"

রক্ষীগণ উভয়পার্শ্বে অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিল। কিন্তু কেহই মধুসূদনকে বন্ধন করিতে অগ্রসর হইল না। রণধীর উচ্চৈঃস্বরে আবার বলিলেন,—"তোমরা কি আমার আদেশ শুনিতে পাও নাই?"

"এই দুর্ব্বৃত্ত মধুসূদনকে এখনই বন্ধন কর। আজ্ঞা-পালনে যে একটু ইতস্ততঃ করিবে, সে বিশেষ দণ্ড পাইবে।"

তথাপি কেহ অগ্রসর হইল না। মধুসূদন অকাতরভাবে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন মহারাজা উন্মাদপ্রায় হইয়া স্বয়ং মধুসূদনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সহসা দূরে একটা তুমুল কোলাহল উঠিল। অনেকে "হায় কি হইল! এমন সর্ব্বনাশ কে করিল?" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মহারাজা ত্রস্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্মুখের পথ দিয়া বহুলোক ধাবিত হইতেছে, একজনকে মহারাজা এই গোলযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; সে বলিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! জয়মঙ্গল সিংহকে প্রকাশ্য রাজপথে কাটিয়া ফেলিয়াছে।"

প্রভাতে মহারাজের সহিত মিলিত হইয়া জয়নগর যাত্রা করিবার নিমিত্ত জয়মঙ্গল আদিষ্ট হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে সহসা পশ্চাৎ হইতে অসির আঘাতে একজন তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছে। হত্যা-কারীকে কেহ ধরিতে পারে নাই। জয়মঙ্গল অনেকের প্রিয় ছিলেন। এজন্য নগরের লোকেরা 'হায় হায়' করিতেছে।

রণধীর অত্যন্ত কাতর হইলেন। এরূপ ব্যাপার তাহার রাজ্যে আর কখন ঘটে নাই। দস্যু বা তস্কর তাঁহার রাজ্যে ছিল না, বিশে-ষতঃ এ ঘটনায় দস্যুর লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। কারণ, হত্যাকারী কেবল হত্যা করিয়াই পলাইয়াছে। হত ব্যক্তির শরীর হইতে কোন দ্রব্যগ্রহণ করিবার চেষ্টা সে করে নাই—বড়ই সন্দেহ-জনক ব্যাপার! মহারাজের মনে হইল, এই গর্হিত পাপাচরণও মধু-সূদনের লীলা। জয়মঙ্গলের সহিত আর সাক্ষাৎ হইতে না দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

তখন মধুসূদনের আদেশে রক্ষীগণ তোরণ দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিল। যাহারা মহারাজের কোন আদেশ পালন করে নাই, তাহারা অনায়াসে মধুসূদনের আদেশে কার্য্য করিল। মহারাজ বড়ই অপমানিত হইলেন। তথাপি মহারাজ বলিলেন, "আমি বাহিরে যাইব। যে কাণ্ড আমার রাজ্যে কখন ঘটে নাই, তাহা আজি কেন ঘটিল? আমি স্বয়ং তাহার তদন্ত করিব। দ্বার খুলিয়া দাও।"

তখন মধুসূদন বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! আপনি এসময়ে বাহিরে যাইবেন না। আমার আশঙ্কা হইতেছে, জয়নগরের বিদ্রোহ-তরঙ্গ বুঝি বা রাজধানীতেও আসিল। এ সময়ে মহারাজকে বাহিরে যাইতে দিতে আমাদিগের সাহস হয় না।"

মহারাজ বলিয়া উঠিলেন,—"আমার রাজ্যে বিদ্রোহ কখন আসিতে পারে না। দুষ্ট মধুসূদন! তোমার হিতৈষিতা অসহ্য। আমার কার্য্যে কথা কহিতে বা বাধা দিতে তোমার কোনই অধিকার নাই।"

মহারাজ দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মধুসূদন দ্বারে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া বলিল,—"আমাকে হত্যা করিলেও আমি পথ ছাড়িয়া দিব না।"

মহারাজা দুই পদ পিছাইয়া হতাশ স্বরে বলিলেন,—"রক্ষীগণ আমার আদেশ শুনিতেছে না। মধুসূদন! তুমিও আমার আদেশ অমান্য করিতেছ? তবে কি বুঝিতে হইবে অতঃপর আমি তোমার আজ্ঞাধীন।"

মধুসূদন বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! যাহা বুঝিতে হয় বুঝুন; আমি কিন্তু এসময়ে কোন মতেই আপনাকে বাহিরে যাইতে দিব না।"

রণধীরের চিত্তে ঘৃণা ও লজ্জার উদ্রেক হইল। তিনি বুঝিলেন

যে, মধুসূদন তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন ও বন্দী করিয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন, যত কিছু ব্যাপার ঘটিয়াছে, সে সমস্তই এই দুরাত্মার চক্রান্তের ফল। তখন তাঁহার মনে হইল, যে, দেশের অধিপতিকে এইরূপে অপমান করিতে সাহস করে, তাহার অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই। ঘৃণায়, লজ্জায়, অভিমানে রণধীর কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি অক্ষম। তাঁহার হস্তে অসি নাই; উপস্থিত লোকেরা মধুসূদনের বাধ্য। প্রার্থনা করিলেও তাঁহারা কেহই অসি দিবে না।

মহারাজা অসি আনিবার নিমিত্ত বেগে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরদ্বার তৎক্ষণাৎ বাহির হইতে রুদ্ধ হইল। স্বাধীন ভূপতি রণধীর সিংহ আপনার প্রাসাদে আপনি বন্দী হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মহাত্মা বলদেব বেলাগ্রামে ফিরিয়া আসিবার অবসর পান নাই; নানাবিধ ব্যবস্থায় ও পরামর্শে তাঁহাকে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে। যুদ্ধের পর তৃতীয় দিন তিনি প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"আমি বুঝিতেছি, আপাততঃ চারি পাঁচদিন আমাদিগের ভয়ের কোন কারণ নাই। জয়ন্তগড়ের মহারাজা এবার বিশেষরূপ প্রস্তুত হইয়া আসিবেন। তাহাতে তাঁহার কিছু সময় যাইবে। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি কোন চিন্তার কারণ না থাকিলেও, রাজধানী সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ চিন্তার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা প্রতিদিন দুইবার করিয়া এখানকার সমস্ত সংবাদ পাঠাইয়াছি। কিন্তু সে সম্বন্ধে মহারাজের কোনই আদেশ বা ব্যবস্থা শুনিতে পাইতেছি না। ইহা বড়ই অমঙ্গলের লক্ষণ।"

একজন কর্ম্মচারী বলিল,—"অমঙ্গলের যে লক্ষণ, তাহা আমরা সামান্য বুদ্ধিতেও বুঝিতেছি। কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি আপনি স্থির করিতেছেন ?"

বলদেব বলিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ, যুদ্ধবিগ্রহ আমার ব্যবসায় নহে। নরহত্যা বা শোণিতপাত আমার পক্ষে অকর্ত্তব্য। কেবল দায়গ্রস্ত হইয়াই আমাকে যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। এ সকল ব্যবস্থা রাজা করিলেই শোভা পায়। রাজা যখন কোনরূপ কারণে হয় বিপদগ্রস্ত, না হয় উদাসীন হইয়াছেন, তখন আমাদিগকে আপাততঃ দায়গ্রস্ত হইয়া সকল কার্য্যই করিতে হইবে। অতঃপর আর

সেখানে কোন বিবরণ পাঠাইলে ফল হইবে না। অতএব আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিসঙ্গত কর্ত্তব্য-পালন ভিন্ন এ অবস্থায় আর উপায় নাই।"

রঘুনাথ বিবিধ শুশ্রূষায় মুমূর্ষু অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এখন তাহার জীবনের আশা হইতেছে। হাঁটুর নিম্ন হইতে দক্ষিণ পা সে যুদ্ধে হারাইয়াছে। বহু রক্তক্ষয়হেতু সে ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়াছে। তাহার শুশ্রূষার ও সুচিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা বলদেব করিয়া দিলেন। এই ব্যক্তিকে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা অতিশয় আবশ্যক বলিয়া তাহার মনে হইল।

জয়ন্তগড়ের মহারাজা এবার নিশার সুযোগ খুঁজিয়া আক্রমণ করিবেন না; ইহাই বলদেবের বিশ্বাস। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব্বপথ দিয়া না আসিতেও পারেন।

বলদেব তজ্জন্য দক্ষিণদিকে নানাস্থানে দূত রাখিয়া দিলেন এবং সত্বর যাহাতে জয়নগরে সংবাদ আসিতে পারে, সেজন্য স্থানে স্থানে ঘোড়ার ডাক বসাইলেন।

প্রত্যেক গ্রাম হইতে যত অধিক পরিমাণে যোদ্ধা সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা হইল। বলদেব বুঝিলেন, এবার হয়তো চেষ্টায় প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইবে। ইহার অপেক্ষা অধিক লোক সংগৃহীত হইবার আর সম্ভাবনা নাই।

লগন-চাঁদ উপস্থিতমত রসদ যোগাইতে পূর্ব্ব হইতেই সম্মত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আবশ্যকমত আহার্য্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জয়নগরে রক্ষিত হইল। অস্ত্রশস্ত্রের কোন অভাব থাকিল না। পরাজিত জয়ন্তগড়ের সৈনিকগণের প্রচুর আয়ুধ, জয়নগরের বীরেরা পাইয়াছিল।

এইরূপে সমস্ত আয়োজন ও ব্যবস্থা শেষ করিয়া, পঞ্চম দিনের

সন্ধ্যাকালে বলদেব বলিলেন,—“আমাদিগের কর্ত্তব্য আমরা যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, এবার যুদ্ধ আমাদের করিতে হইবে না।”

কর্ম্মচারী বলিল,—“তবে কি হইবে? দেবতা সহায় না হইলে আমাদিগের যুদ্ধ ব্যতীত আর কি উপায় আছে?”

বলদেব বলিলেন,—“আমার বিশ্বাস, সত্যই দেবতা এবার আমাদিগের সহায় হইবেন। ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, তিনিই আমাদিগের সকল সদুপায় করিবেন। রাজধানীর সংবাদ বড়ই ভয়ানক; জয়মঙ্গল হত হইয়াছেন, মহারাজা অবরুদ্ধ বলিলেই হয়। সেখানকার প্রজারা রাজাকে উদ্ধার করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে। আমাদিগের এই পরগণায় অরাজক হইয়াছে। শোণিত বহিতেছে, আর ইহা বিদেশীয় রাজার দ্বারা দলিত হইয়াছে ও হইবে। ধর্ম্ম-দেশ হইতে পলায়ন করিতেছেন, অন্যান্য পরগণার অকৃতজ্ঞ সামন্তগণ বিপক্ষের সহিত যোগ দিতেছে। বিপদ চারিদিকেই অতি ভয়ানক। এ অবস্থায় ভগবান্ ভবানীপতি রক্ষা না করিলে আর কোনই উপায় নাই।”

সপ্তম দিনের প্রত্যূষে দূত সংবাদ আনিল যে, সীমান্তে অগণ্যপ্রায় জয়ন্তগড়ের সেনা অগ্রসর হইতেছে। সকলেরই মনে হইল, এবার যুদ্ধে জয়নগরের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ, তাহাদিগের লোকেরা অভ্যস্ত সৈনিক নহে। তাহারা বীর হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অধিকাংশই অপটু।

বলদেব বলিলেন,—“আশঙ্কার কোন কারণ নাই। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমাদিগের চারি হাজার ব্যক্তি চারিভাগে বিভক্ত হইয়া সেইদিকে ধাবিত হও। দুঃখের বিষয়, আমরা পূর্ব্বে সংবাদ

পাই নাই। এতক্ষণ বিপক্ষ-সৈন্যেরা আমাদের রাজ্যমধ্যে আসিয়া পড়িল। রাজ্য-বাহিরে অথবা সীমায় যুদ্ধ ঘটে, ইহাই ভগবানের নিকট আমার কামনা ছিল। আমি অনর্থক এই পবিত্র রাজ্যে সমরস্রোত প্রবাহিত করিতে ইচ্ছা করি নাই। জানি না; কেন মহাদেব আমার কথা শুনিলেন না। আমি পাপী, দুরাত্মা, বুঝি বা দৈব-রোষে পড়িতেছি।"

সৈন্যেরা যাত্রা করিল। সমস্ত পরগণায় একটা মহোৎসাহ উপস্থিত হইল। নারী, বালক ও বৃদ্ধ তাবতেই আক্রমণকারী সৈন্য-দিগকে পরাজিত করিয়া জয়শ্রীতে বিভূষিত হইবার কামনা করিতে লাগিল। সমস্ত প্রদেশ যুড়িয়া "হর হর বম্ বম্" ধ্বনি উঠিতে লাগিল। পৌরকামিনীরা পরিশুদ্ধ বেশ ধারণ করিয়া, দেবালয়ে দেবালয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সজলনয়নে মঙ্গলকামনা করিতে লাগিল। বিপ্রেরা মা জগদম্বার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। জানকী ও সদানন্দ 'রাধাকানাইয়া' দেবমন্দিরে অনাহারে দেবচরণে ন্যস্ত-নেত্র হইয়া বসিয়া রহিলেন। আর স্বয়ং বলদেব সেই অন্ধ নয়ন আকাশের দিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিলেন,—"মা ভবানি! সুখদুঃখ জানি না, বিপদ্-সম্পদ্ জানি না, যাহা তুমি ঘটাইবে তাহাই হইবে। কিন্তু মা! এ ধর্ম্মরাজ্য, এ পুণ্যের রাজ্য উৎসন্ন দিতে তুমি পারিবে কি? ধর্ম্মকে বিদায় দিয়া অধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা তুমি করিবে কি? তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।"

বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইলেন। সন্নিহিত তাবৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই, ধর্ম্মই ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন, ভবানী আমাদের সহায় হইবেন।"

যখন জয়নগরের সৈন্যেরা বিপক্ষের সম্মুখীন হইল, তখন সত্যই

জয়ন্তগড়ের সৈন্যেরা সীমান্ত হইতে প্রায় একক্রোশ অগ্রসর হইয়াছে। সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষেরা সংহারমূর্ত্তিতে সমরে নিযুক্ত হইল। তাহাদিগের সংখ্যা সাত হাজার; স্বয়ং জয়ন্ত-গড়ের মহারাজা তাহাদিগের অধিনায়ক। তাহাদিগের উৎসাহের সীমা নাই। জয়নগরের বীরেরা প্রমাদ গণিল। তথাপি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাহারা শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইল। জয়নগরের সেনানায়ক বুঝিলেন, অত্য যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রাণ থাকিতে তাঁহারা কেহই বিমুখ হইবেন না, ইহা সকলেরই সুদৃঢ় সঙ্কল্প।

জয়নগরকে পিছাইতে হইতেছে। শত্রুরা বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। উভয় পক্ষেরই যোদ্ধা ভূতলশায়ী হইতেছে বটে, কিন্তু জয়নগর আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সেনানায়ক বুঝিলেন, বুঝি বা একসঙ্গে সকলেরই প্রাণ যায়। তখন জয়নগরের পক্ষ কেবল ভগবানের চরণ-চিন্তা করিতে করিতে যুদ্ধানলে প্রাণ আহুতি দিতে প্রস্তুত হইল। পশ্চাৎ হইতে উচ্চৈঃস্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া শব্দ হইল, 'ভয় নাই, ভগবান্ রক্ষা করিতে আসিতেছেন। শত্রু মার।'

জয়নগরের বীরেরা বুঝিল, স্বয়ং বলদেব যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন; এ মধুর অথচ ব্যোমবিদারী কণ্ঠস্বর সেই দেবতা ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভবে না। উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। সত্যই ভগবান্ সহায় হইলেন। সত্যই অনেকে দেখিতে পাইল, জয়ন্তগড়ের পশ্চাৎদিক হইতে মেঘমালার ন্যায় ধূলিপটল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ছুটিতেছে; ক্রমে সকলে দেখিতে পাইল, প্রায় দুই সহস্র অশ্বারোহী বিদ্যুদ্বেগে ধাবিত হইতেছে। এই অশ্বারোহিগণও জয়ন্তগড়ের যোদ্ধা মনে করিয়া অনেকে আশঙ্কিত হইল, দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহীরা

নিকটে আসিল এবং জয়ন্তগড়ের সৈন্যগণকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল। ভীষণ সংহার-ক্রীড়া আরম্ভ হইল। এক বর্ম্মাবৃত যুবা, সেই আক্রমণকারীদিগের নায়ক। যুবা অসীম উৎসাহসহকারে আপনার প্রকাণ্ড অসিচালনা করিতে করিতে শত্রুপক্ষের মধ্য-দেশে উপনীত হইল। তাঁহার রণ-কৌশল দেখিয়া শত্রুমিত্র সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কি সাহস! কি অমানুষিক নৈপুণ্য!

উভয় পক্ষ হইতে আক্রান্ত হইয়া জয়ন্তগড়ের সৈন্য অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা বুঝিল, জয়ের কোন আশাই আর নাই। তখন জীবিত বীরেরা পলায়ন করাই আবশ্যক বলিয়া স্থির করিল। স্বয়ং জয়ন্তগড়ের অধিপতি পলায়নে উদ্যত হইলেন। বর্ম্মাবৃত যুবা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"যে বীর প্রাণ থাকিতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে, সে কাপুরুষ।"

মুহূর্ত্তমধ্যে বর্ম্মাবৃত যুবার অশ্ব জয়ন্তগড়রাজের সমীপে উপস্থিত হইল। প্রচণ্ড আঘাতে মহারাজের অশ্ব ভূতলশায়ী হইল। অশ্ব-দেহে মহারাজের চরণ আবদ্ধ হইয়া গেল। তদবস্থায় বর্ম্মাবৃত যুবা তাঁহার কণ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন,—"স্বীকার কর—পরাজয় স্বীকার কর, নতুবা এখনই যমালয় প্রেরণ করিব।"

মহারাজ পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলেন,—"অস্ত্র হস্তে থাকিতে ক্ষত্রিয়-বীর কখনই পরাজয় স্বীকার করে না। বালক, তুমি কেন মরিতে আসিয়াছ?"

মহারাজা চরণ মুক্ত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বর্ম্মাবৃত যুবার দেহে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। বর্ম্মে আহত হইয়া অস্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বর্ম্মাবৃত যুবা বলিলেন,—"আমার অপরাধ নাই। তোমাকে বধ করিতে আমার বাসনা ছিল না। তুমি বধ্য হইলেও

আমি স্বহস্তে তোমাকে বধ করিতে চাহি না। কিন্তু আমি এক্ষণে নিরুপায়।"

তখন বর্ম্মাবৃত যুবা অদ্ভুত দক্ষতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজাও বীর এবং যুদ্ধে নিপুণ; কিন্তু তিনি এই অপরিচিত যুবার রণ-কৌশলে বিমোহিত হইলেন। তখন তাঁহার দেহ ক্ষত, রুধির-সিক্ত, অবসন্ন ও পতনোন্মুখ। তিনি বলিলেন,—"বালক! তুমি ধন্য! তোমার নিকট পরাজয়েও লজ্জা নাই।"

মহারাজা ভূতলশায়ী হইলেন। বর্ম্মাবৃত পুরুষ আদেশ দিলেন,—"সাবধানে মহারাজের দেহ রক্ষা কর, যেন কোনরূপ অনিষ্ট না হয়। যাহাতে জীবন-রক্ষা হয় তাহার চেষ্টা কর।"

জগন্তগড়ের যে সৈন্যেরা পলাতক হইয়াছিল, বর্ম্মাবৃত পুরুষের অনুচরেরা তাহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল। বর্ম্মাবৃত যুবা বহুদূর অশ্ব ধাবিত করিয়া আদেশ দিলেন,—"ফিরিয়া আইস। পলাতক কুক্কুরগণকে জীবন লইয়া চলিয়া যাইতে দাও।"

সাত হাজারের মধ্যে কিঞ্চিদধিক সহস্র ব্যক্তি মাত্র এই বিষম সমরক্ষেত্র হইতে প্রাণ লইয়া পলাইল। জয়নগরের পক্ষে সহস্র ব্যক্তি প্রাণ হারাইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষের অধীন শত ব্যক্তিমাত্র নষ্ট হইয়াছিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ সমরক্ষেত্রের শোচনীয় অবস্থা পরিদর্শনের পর চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"জয়নগরের বন্ধুগণ! আপনারা দেবকল্প মহাপুরুষের নেতৃত্বে স্বদেশের জন্য যে মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে অক্ষয় পুণ্য হইবে। এক্ষণে আপনাদের কর্ত্তব্যের শেষ হয় নাই। আপনারা এই স্থানে উভয়পক্ষের হত বীর-গণের সৎকার করুন। আহত বীরগণকে লইয়া গিয়া বিশেষ যত্নে শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করুন। আমি জয়নগরের মহারাজের দেহ লইয়া

প্রস্থান করিতেছি। যে সাহায্য আপনারা পাইয়াছিলেন, সে জন্য জয়পুরের মহারাজ ধন্যবাদার্হ।"

পতিত মহারাজার দেহ সযত্নে দোলায় স্থাপিত হইল। সেই দোলাসহ অশ্বারোহী সৈন্যগণ প্রস্থান করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যূষে জয়পুরের বৃদ্ধ মন্ত্রী আপনার সুবিশাল ভবনের সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিতেছেন। অবনত মস্তকে এক যুবা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। মন্ত্রী সাদরে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—"বনবীর! তোমার যশের সৌরভ অনেক পূর্ব্বে আমাকে আমোদিত করিয়াছে। তুমি বীর বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এযাবৎ আমাদিগের অনুরোধেও তুমি কখন অসিধারণ করিতে স্বীকৃত হও নাই, কোন রাজপদ গ্রহণ করিতেও সম্মত হও নাই।"

এই যুবা আমাদের সুপরিচিত বনবীরসিংহ। বনবীর নির্ব্বাসিত হওয়ার পর হইতে তাঁহার জননী ও ভিক্ষুকসহ জয়পুর রাজধানীতে সামান্যভাবে বাস করিতেছেন। তাঁহার জননী যে অর্জ্জিত অর্থালঙ্কারাদি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে স্বচ্ছন্দে জীবিকা-পাতের কোন অসম্ভাবনা নাই।

বাক্য ও ব্যবহারে বনবীর অল্পকালমধ্যেই রাজধানীর অনেকের নিকট সুপরিচিত হইয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে সমাদর করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে মন্ত্রী পুরোচন রায় প্রধান। মন্ত্রী-ভবনে বনবীর সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। মন্ত্রীপুত্র তাঁহার সমবয়স্ক। এজন্য ঘনিষ্ঠতা বড়ই প্রগাঢ়। মন্ত্রী-তনয়া উষাময়ী এবং মন্ত্রী-পত্নী, সকলেই বনবীরকে আদর করিয়া থাকেন।

বনবীর, মন্ত্রী-মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদে অদ্যকার যুদ্ধে সহজেই জয়লাভ করা হইয়াছে। আমি

প্রথমেই বলিয়াছিলাম, স্বরাজ্য এবং মহারাজের হিত ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে অসিধারণ করিব না। এই জন্যই আপনার আদেশে কোন রাজপদ গ্রহণ করিতে না পারিয়া অপরাধী হইয়াছি। এক্ষণে জয়ন্তগড়মহারাজের অবস্থা কিরূপ? আমি ইচ্ছায় তাঁহার অঙ্গে কঠোর আঘাত করি নাই। তিনি পরাজয় স্বীকার করিলে, আমি কদাপি তাঁহাকে আঘাত করিতাম না।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"ইহাতে তোমার অপরাধ কিছুই হয় নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের হৃদয়ে করুণা স্থান পায় না! জয়ন্তগড়মহারাজাও তোমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হন নাই; তিনি বীর। এক্ষণে আইস, তোমার দেহে কোন অস্ত্র-চিহ্ন লাগিয়াছে কি না দেখিবার জন্য উষা বারংবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছে।"

মন্ত্রী অগ্রসর হইলেন। বনবীর তাহার সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিলেন,—"জয়ন্তগড়ের মহারাজকে দেখিবার নিমিত্ত আমি এখনই যাইব। আর সম্ভব হইলে যথাসাধ্য যত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করিব।"

তাহার পর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"উষা,—উষা স্বর্গের দেবী; রূপে গুণে মনুষ্যলোকে এমন নারী আর কেহ কখনও দেখে নাই। কিন্তু আমি যাহা হারাইয়াছি, এ জগতে তাহাকে কি আর পাইব না? তাঁহার স্মৃতি লইয়া এইরূপে কি হতাশ-জীবন কাটাইব? উষা! তুমি আমার হৃদয়ে শান্তি ঢালিতেছ; কিন্তু সে কোথায়?

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালেই উষার কণ্ঠধ্বনি উভয়েরই কর্ণে প্রবেশ করিল। উষা, জননীকে বলিতেছে,—"মা! বীর আর রাক্ষস দুই-ই কি এক? বনবীর আমার দাদা, আমি তাঁহাকে কতই ভালবাসি; তিনিও কি না শেষে অনেক মানুষ মারিয়াছেন? জয়ন্ত-

গড়ের মহারাজাকে না কি ধরিয়া আনিয়াছেন? মহারাজা না কি বাঁচিবেন না? ছিঃ ছিঃ, এমন কাজও মানুষ করে?”

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ে সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। জননী বলিলেন,—“এ কথার উত্তর বনবীর দিবেন। বল বনবীর! মানুষে কি কখন এমন করিয়া মানুষ মারে?”

মন্ত্রীপত্নীর চরণে প্রণাম করিয়া বনবীর বলিলেন,—“ঊষা! মানুষ কেন, একটা ক্ষুদ্র পতঙ্গও মারিতে নাই। কিন্তু যখন মানুষ আমার মাকে মারিতে আইসে, আমার ভাইকে কাটিতে চায়, আমার স্ত্রী কন্যা পুত্রাদিকে ধ্বংস করে, তখন কি করা উচিত?”

ঊষা বলিল,—“তখন মানুষকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে যদি মারামারি হয়, তাহা হইলে হাত নাই।”

বনবীর বলিলেন,—“আমি তাহাই করিয়াছি ঊষা; তাড়াইতে গিয়া মারামারি করিয়াছি। মারামারির সময় ঠিক ওজন বুঝিয়া মারিতে পারা যায় না; বেশীও লাগে, কমও লাগে।”

ঊষা বলিল,—“দাদা বলিতেছেন, বাবা বলিতেছেন, তুমি ভয়ানক বীর। তুমি এতদিন ত ভয়ানক বীর ছিলে না! হঠাৎ এমন ভয়ানক বীর হইলে কেন? বীর হইয়া কৈ তোমার ত কিছুই বদলায় নাই! সেই চোখ মুখ সমানই রহিয়াছে। তবে বীরটা হয় কোথায়?”

ঊষা আরও নিকটে সরিয়া আসিল। বনবীর বলিলেন,—“বীর হইয়াছি কি না জানি না। হইলে হয়তো কিছু বদলাইত।”

ঊষা বলিল,—“তবে তুমি বীর হইও না। তোমার কিছু বদল হইলে আমার ভাল লাগিবে না। তুমি বেশ আছ, এমনই থাক আর যুদ্ধ করিতে যাইও না।”

বনবীর বলিলেন,—"ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় আমাকে আবার কালিই যুদ্ধে যাইতে হইবে।"

ঊষা বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল। বলিল,—"তবে যাও, তুমি বড় মিথ্যাবাদী।"

বনবীর ফিরিয়া ঊষার সম্মুখে আসিলেন। বলিলেন,—"কেন?"

ঊষা বলিল,—"বলিয়াছ, মাকে ভাইকে মারিতে কাটিতে না আসিলে মারামারি করিতে নাই। তবে যুদ্ধে যাইবে কেন?"

বনবীর বলিলেন,—"সেইরূপ দরকার যদি উপস্থিত হয়?"

ঊষা বলিল,—"তুমি বলিয়াছ, আমাকে বড় ভালবাস, একদিন না দেখিয়া থাকিতে পার না; তবে যুদ্ধে যাইবে কেন?"

এবার উত্তর দেওয়া বড় সহজ হইল না। বনবীর একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"শীঘ্র ফিরিব।"

ঊষা বলিল,—"এটা তোমার মিথ্যা কথা। অনেক মিথ্যার উপর আর একটা মিথ্যা চাপাইলে। আমি বুঝিতেছি, তুমি এবার অনেক বিলম্বে আসিবে। হয় তো বা আসিবে না।"

ঊষার মুখ ভার হইল, চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। বনবীর বলিলেন,—"এমন কথা কেন বলিতেছ ঊষা? সত্যই আমি তোমাকে ভালবাসি। সত্যই তোমাকে না দেখিলে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি অতি সত্বরে ফিরিব।"

ঊষা আর কথা কহিল না। পুরোচন ডাকিলেন,—"বনবীর! অদ্যই মহারাজের সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বোধ হয়, প্রতাপগড়ের সংবাদ এতক্ষণ আসিয়াছে। যদি না আসিয়া থাকে, শীঘ্রই আসিবে।"

বনবীর বলিলেন,—"ঊষা! আমি এখন আসি। আবার সন্ধ্যার

পূর্ব্বে রাজবাটী হইতে ফিরিবার সময় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব।”

মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত বনবীর বাহিরে আসিলেন। ঊষা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল,—“পুরুষের কত ভাবনা; যুদ্ধের চিন্তা, মহারাজের আহ্বান, স্বজাতির ভাবনা, কতই কার্য্য। আর আমাদের কেবল ভালবাসারই ভাবনা। ভাইকে ভালবাস, স্বামীকে ভালবাস, সন্তানকে ভালবাস, এই এক ভালবাসা লইয়াই থাক। ভালবাসা বড় মহৎ ধর্ম্ম; ক্ষুদ্র ভালবাসা ছাড়িয়া মহতের মহৎকে ভালবাসিতে পারিলে, সকলই পাওয়া যায়। আমি বনবীরকে ভালবাসি। যাঁহার বিপদ্ নাই, যাঁহার নাশ নাই, যিনি অনন্ত, যিনি রসরাজ, তাঁহার চরণে এই ভালবাসা যদি ঢালিতে পারি, তাহা হইলে কি না পাই?”

ঊষা বিংশবর্ষীয়া অবিবাহিতা। বিবাহের অনেক প্রস্তাব আসিয়াছিল, কিন্তু ঊষার অনিচ্ছা হেতু সে সকল প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন পাত্রের চরণে আত্ম-নিবেদন করিতে ঊষা সম্মতা হয় নাই। কিন্তু এবার বুঝি বিহঙ্গিনী ফাঁদে পড়িয়াছে। সে এবার বনবীরকে বড়ই ভাল বাসিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করে যে, হয়তো বনবীরের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে; কিন্তু বনবীর বা ঊষা কেহই এরূপ কল্পনা কখন মনেও স্থান দেন নাই। এই বিবাহের আশায় মন্ত্রী ও তাঁহার পত্নী বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।

মন্ত্রীভবন হইতে বিদায় হইয়া, বনবীর আপনার আবাসে ফিরিলেন। ভবন ক্ষুদ্র; দ্বারে দুইজন দৌবারিক, বহির্ব্বাটীতে দুইজন কর্ম্মচারী। অন্তঃপুরে তাঁহার জননী, তাঁহারই কয়েকজন সেবিকা ও সঙ্গিনী এবং ভিক্ষুক ব্যতীত আর কেহ থাকে না। ভিক্ষুক সতত অন্তঃপুরেই থাকে। বনবীরের জননী তাহাকে কনিষ্ঠপুত্র বলিয়াই

আদর করেন। ভিক্ষুকের জননীও এই ভবনেই আছেন। তিনি সতত বনবীরের মাতার সঙ্গেই থাকেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বনবীর একদিনও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই।

বনবীর গৃহাগত হইলে ভিক্ষুক হর্ষোৎফুল্লমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জননীর সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বনবীর, বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন দেখিয়া ভিক্ষুক বলিল,—"দাদা! তুমি কি এখন ঘুমাইবে?"

বনবীর বলিলেন,—"না; তুমি কি কিছু বলিতে চাহ ভাই? আইস।"

উভয়ে অন্য এক কক্ষে প্রবেশ করিলে ভিক্ষুক বলিল,—"আমি প্রতাপগড়ের সংবাদ আরও বিশেষ করিয়া জানিতে চাহি।"

বনবীর বলিলেন,—"বিশেষ সংবাদ আমি জানি না। যাহা জানিয়াছি, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার ফিরিয়া তোমাকে সকল সংবাদই বলিতে পারিব। স্বদেশের প্রতি তোমার এ অনুরাগ বড়ই প্রশংসার যোগ্য।"

ভিক্ষুক বলিল,—"আমার অনুরাগ কেবল অনুরাগই। তোমার অনুরাগেই স্বদেশ রক্ষা হইবে। আজি সকলের মুখে তোমার প্রশংসা। যে স্থান হইতে তুমি একদিন তাড়িত হইয়াছ, সে স্থান আজি তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহাই আমার বড় আনন্দ।"

ভিক্ষুকের নয়নে জল আসিল। বনবীর বলিলেন,—"জানি না কোন্ পুণ্যবলে তোমার মত ভাই পাইয়াছি; তুমি বোধ হয় এতদিনে পরিতৃপ্ত হইয়াছ।"

ভিক্ষুক বলিল,—"না, আমার পরিতৃপ্তি এখন হইতে পারে না। যে দিন তোমাকে পূর্ণ-গৌরবে প্রতাপগড়ে প্রতিষ্ঠিত দেখিব, যে দিন

তোমার পার্শ্বে রূপলাবণ্যময়ী মহিষী দেখিব, যে দিন তোমার শত্রুরাও তোমার দয়ায় ধন্য হইবে, সেই দিন এই অধম ভিক্ষুকের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।"

বনবীর বলিলেন,—"এত আশা হৃদয়ে কেন পোষণ করিতেছ ভাই? মনুষ্যের সকল আশা কখনই সফল হয় না। তোমার একটা আশা যে নিষ্ফল হইবে তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। আমার পার্শ্বে মহিষী-দর্শনের আশা কেন করিতেছ? তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, আজিও বলিতেছি, আমি বিবাহ করিব না। তোমার বিবাহ দিয়া আমি সুখী হইব।"

ভিক্ষুক বলিল,—"তবে ঊষার উপায় কি হইবে? সে যে তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে।"

বনবীর বলিলেন,—"ভাল বাসিলেই বিবাহ করিতে হয়, এ কথা তোমাকে কে বলিল ভাই? সত্যই মন্ত্রী-কন্যা আমাকে বড় ভাল বাসে; কিন্তু সে ভালবাসায় বিবাহের কল্পনা কাহারও নাই। অন্ততঃ আমার মনে তো নাই।"

ভিক্ষুক অবনতমস্তকে বলিল,—"বিবাহ করিবে না কেন?"

বনবীর বলিলেন,—"ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। তুমি ছেলে-মানুষ, তোমার তাহা জানিয়া কাজ নাই।"

ভিক্ষুক অভিমানের সহিত বলিল,—"তবে ছেলে-মানুষ বলিয়া তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না? ছেলে-মানুষকে বুঝি ভাল বাসিতে নাই?"

বনবীর। তুমি দুঃখিত হইতেছ ভাই? সে অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় না বলিয়াই আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি না। তোমাকে আমার অবিশ্বাস একবিন্দুও নাই, তোমার নিকট

গোপন করিবার কোন কথাও নাই। আমি বাল্যকাল হইতে এক বালিকাকে বড়ই ভাল বাসিতাম।

ভিক্ষুক। এখন তো ভালবাস না? তবে সে জন্য মুগ্ধ রহিয়াছ কেন?

বনবীর। ভালবাসি না? তোমাকে বলিতে পারি না ভাই, আমি তাহাকে কত ভালবাসি। বাল্যে যে ভালবাসা ছিল, তাহা দিন দিন বাড়িয়া এখন অপরিমিত হইয়াছে। এই ভালবাসা এখন আমার সঙ্গী। বোধ করি, পরলোকেও এই ভালবাসা আমার সঙ্গে যাইবে।

ভিক্ষুক। তবে চেষ্টা করিয়া তাহাকেই বিবাহ কর না কেন?

বনবীর। উপায় নাই। রাজরোষে তাহার পিতার সহিত আমার পিতা, সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তদবধি সেই দেবীর আর সাক্ষাৎ নাই।

ভিক্ষুক। এক্ষণে সে কোথায় আছে।

বনবীর। তাহা আমি জানি না। জানিবার কোন উপায় নাই; কারণ, এখনও তাহারা রাজার ক্ষমা পায় নাই।

ভিক্ষুক। আমার বোধ হয় তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত না করা তোমার অন্যায় হইয়াছে।

বনবীর। এ কথা তুমি বলিতে পার বটে, কিন্তু জান না ভাই, রাজভক্তি কিরূপ দেব-দুর্ল্লভ সামগ্রী। যে রাজভক্তির জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারি, তাহার জন্য হৃদয়ের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিব, ইহা কি বেশী কথা?

ভিক্ষুক। সম্মুখে তোমার অভ্যুন্নতি সম্ভাবিত। তুমি চেষ্টা করিলে ইহার পরে তাহাদিগের ক্ষমা করাইয়া দিতে পারিবে না কি?

বনবীর। জানি না কি হইবে। উন্নতি অবনতির ঈশ্বর বিধাতা। কিন্তু যদিই বা ক্ষমার উপায় হয়, তাহাকে আর ইহজগতে পাইব কি? সে কি আর এ সংসারে আছে?

সাবধানতাসত্ত্বেও বনবীরের লোচন ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। ভিক্ষুক বলিল,—"দেখিতেছি তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। তবে একথা এ পর্য্যন্তই থাকুক।"

বনবীর। না, বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, কথা বলিবার স্থান পাইয়াছি। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এই কথা শুনাইয়া তোমাকে বিরক্ত করিব।

ভিক্ষুক। তবে বল, তাহার পিতা কি অপরাধে রাজরোষে পড়িয়াছিলেন?

বনবীর। অতি সামান্য কথা। মহারাজা কোন বিষয়ে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা দেশকালপাত্রানুসারে অসঙ্গত। বালিকার পিতা সেই অসঙ্গত আদেশ পালন না করিয়া, উচিতমত বিবরণী পাঠাইয়াছিলেন। সভার দুষ্টলোকেরা এই কথা পল্লবিত করিয়া, মহারাজের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। মহারাজ তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। তদবধি আমরা তাহাদিগের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ভিক্ষুক। তবে দেখিতেছি, লঘু-পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। সে বালিকার নাম তোমার মনে আছে কি?

বনবীর। এ কি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ভাই? তাহার নাম নিরন্তর আমি স্মরণ করি। সে নাম কি আমি ভুলিব? তাহার নামের প্রত্যেক অক্ষর অমৃতময়।

ভিক্ষুক। বল না কেন শুনি।

বনবীর। করুণা—করুণা তাহার নাম—সত্যই সে করুণা।

ভিক্ষুক। তাহাকে দেখিলে তুমি চিনিতে পারিবে তো দাদা?

বনবীর। বড়ই অন্যায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ। আমি বলিতেছি, যাহার মূর্ত্তি আমি অহর্নিশ চিন্তা করিতেছি, তাহাকে দেখিলে আমি চিনিতে পারিব না? বড়ই নির্দ্দয় কথা!

ভিক্ষুক। হয়তো অভাগিনী এতদিনে মরিয়া গিয়াছে। যদিই বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন তাহার বয়স কত হইবে?

বনবীর। আঠার বৎসর।

ভিক্ষুক। আজি হইতে করুণার সন্ধান করাই আমার কার্য্য হইল। তোমার ন্যায় ব্যক্তির করুণা-লাভ করিবার জন্য অনেক আইবুড় মেয়ে হয়তো করুণা সাজিবে। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া চিনিয়া লইতে হইবে। আমি যেমন করিয়াই পারি, করুণার সন্ধান করিবই করিব।

বেগে ভিক্ষুক সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকালে উষাময়ী অন্তঃপুরসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে এক শ্বেত পাষাণ-বেদিকার উপর বসিয়া আছেন। সঙ্গিনী অনেক, কিন্তু সকলেই উদ্যানের নানাস্থানে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত। কেহ পুষ্প-চয়ন করিতেছে, কেহ বিবিধ-বর্ণের বিবিধ-কুসুম সুবৃহৎ পুষ্প পাত্রে নানা-ভাবে সাজাইতেছে, পার্শ্বে কেহ দাঁড়াইয়া তাহার রুচির নিন্দা করিতেছে। আর বলিতেছে,—"এই লাল করবীর পর নীল অপরাজিতা যেরূপ মানাইত, জরদ গাঁদা সেরূপ মানায় না। এখানে সাদা রজনী-গন্ধ না দিয়া হলদে সন্ধ্যামণি বসাইলে ভাল হইত।" ইহাতে বিসম্বা-দেরও উদ্ভব হইতেছে। যে সাজাইতেছে সে বিরক্ত হইয়া, যে সমা-লোচনা করিতেছে তাহার মুখের উপর ফুল ছুড়িয়া মারিতেছে। যে মার খাইতেছে, সে যতটা সাজান হইয়াছিল, সব ভাঙ্গিয়া দিতেছে।

আর একদিকে এক যুবতী বাছিয়া বাছিয়া ফুলে সাজি ভরিতেছে। পশ্চাৎ হইতে আর এক সুন্দরী সাজির বাছা ফুলগুলি নিঃশব্দে সরা-ইয়া আপনার সাজি পূরাইতেছে। চৌর্য্য অনেকক্ষণ চাপা থাকিল না। তৃতীয়া এক কিশোরী রহস্য ভাঙ্গিয়া দিল। তখন দুইজনে সাজি কাড়াকাড়ি হইতে লাগিল। ফুল ছড়াইয়া পড়িল, একটা হাসির রোল উঠিল।

উষাময়ী এই রমণীয় প্রদেশে সঙ্গিনীগণসহ বিচরণ করিতে আসি-য়াও কাহারও সহিত না মিশিয়া, একাকিনী বসিয়া আছেন। হাস্য বা কৌতুক কিছুই তাঁহার চিত্ত-আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। তিনি ভাবিতেছেন, বনবীর আমাকে ভালবাসেন, আমিও তাহাকে

ভালবাসি। এই ভালবাসার পরিণাম কি হইবে, তাহা আমি জানি না। বিবাহ—ছিঃ বড় লজ্জার কথা; সে কথা ত কোন দিন কাহারও মুখে শুনি নাই। আমিও ত তাহা মনে করি না, তথাপি ভালবাসি। ভালবাসিয়া বড় সুখ পাই, তাই ভালবাসি। মানুষ, দেবতাকে ভালবাসে, দেবতার সহিত কাহারও বিবাহ হয় না তো, তবু তো ভালবাসে। এই ভালবাসাই পরমসুখ। প্রাণের ভিতর লুকাইয়া ভালবাসিতে পারা বড়ই আনন্দ।

সহসা কিন্নরকণ্ঠে দূর হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিল; ঊষাময়ীর এক সঙ্গিনী গাহিতেছে,—

"কানু হেরব ছিল মনে সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তব ধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় ন পারি॥
সওন ঘনসম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক্ ধক্ করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥
না জানিয়ে কি কর মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিছর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারী।
ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারী॥

সঙ্গীত সমাপ্ত হইল। সেই মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি দুলিতে দুলিতে ব্যোম-

পথে ভাসিতে লাগিল। উষা বড় লজ্জিত হইল, তাহারই মনের ভাব কল্পনা করিয়া সঙ্গিনী কি এই গান গাহিল? তিনি কি এত অধীরা হইয়াছেন? তিনি কি মিলনের জন্য ব্যাকুলা হইয়াছেন? এরূপে বসিয়া থাকিলে সখীরা এরূপই মনে করিবে ত।

উষা বিদুষী। বাল্যকাল হইতে ভগবৎ-প্রেমে তাঁহার অত্যাসক্তি। ধর্ম্মকার্য্য এবং সদনুষ্ঠান ব্যতীত কোন ইতর ব্যাপারের আলোচনায় কেহ কখন তাঁহাকে নিবিষ্ট হইতে দেখে নাই। পিতামাতা এই সরলা কন্যাকে বিবাহের বন্ধনে ফেলিয়া, ভোগাসক্তা করিতে অনেক চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

উষা উঠিলেন। পার্শ্বের লতাকুঞ্জ-সমীপে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে বনবীর। বড় লজ্জা হইল; মুখ নত হইয়া পড়িল। কথা কতই মনে আছে, কিছুই ফুটিল না।

বনবীর অতৃপ্ত-নয়নে সেই ব্রীড়াবনতবদনা সুন্দরীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"উষা! আমাকে কালিও প্রতাপ-গড় যাইতে হইবে না। এই সংবাদ তোমাকে জানাইতে আসিয়াছি।"

উষা বলিলেন,—"কালি যাইতে হইবে না, কিন্তু—"

বাক্য সমাপ্ত হইল না। বনবীর বলিলেন,—"কিন্তু শীঘ্রই যাইতে হইবে, সন্দেহ নাই। আমার স্বদেশ বিপন্ন। আমি সে জন্য প্রাণ দিলেও সুখী হইব। সুতরাং যাইতেই হইবে।"

উষা বলিলেন,—"তাহার পর এখানকার কোন কথা মনে থাকিবে কি?"

বনবীর বলিলেন,—"একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ উষা! আর কাহাকেও মনে থাকুক না থাকুক, তোমার কথা কোন দিনই ভুলিব না। যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে কার্য্য শেষ হইবা-

মাত্র আবার তোমার স্নেহ-ভোগ করিবার জন্য এখানে ছুটিয়া আসিব।"

উষা বলিলেন,—"মনে কর বনবীর! তুমি যদি রাজা হও; অনেক দায়িত্ব তোমার স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, তাহা ফেলিয়াও কি তুমি এখানে আসিতে সময় পাইবে?"

বনবীর বলিলেন,—"শত কর্ত্তব্য, শত দায়িত্ব আমাকে বেষ্টন করিলেও, তোমাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী থাকিবে। ইহা তুমি কেন ভুলিতেছ উষা? তুমি জান না, আমার হৃদয় তোমার বাক্যে, ব্যবহারে, স্নেহে, দয়ায় কিরূপ বিহ্বল হইয়া আছে? কিন্তু তুমিও কি আমাকে মনে রাখিবে? তুমিও কি অদর্শ-নের সময় আমাকে একবারও মনে স্থান দিবে? উষা! আমি বড় অভাগা। বাল্যাবধি আমি এক বালিকাকে প্রাণের প্রাণ হইতে ভাল বাসিয়াছি। এমন ভালবাসা কখনও মানুষ কল্পনা করিতে পারে নাই।"

উষার সমস্ত শরীর দিয়া যেন একটা প্রজ্বলিত অগ্নি ছুটিয়া গেল। তথাপি তিনি স্থিরভাবে পাষাণ-পুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বনবীর বলিতে লাগিলেন,—"দশ বৎসর সেই দেববালাকে আর দেখি নাই। জীবনে আর কখন সাক্ষাৎ হইবে কি না জানি না। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বিপদে বা সম্পদে, কার্য্যে বা অকার্য্যে আমি কখনই সেই বালিকাকে ভুলিতে পারি নাই।"

হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়া উষা মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তুমি দেবতা। যাহার প্রণয়ে এইরূপ দৃঢ়তা আছে, যাহার আসক্তির এইরূপ স্থায়িত্ব আছে, সে পূজার পাত্র। তুমি সন্ধান কর বনবীর! তোমার সেই হৃদয়-সঙ্গিনীর সন্ধান কর, অবশ্যই তাহাকে আবার পাইবে।"

বনবীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"না—সে আশা আর করি না। আর তাহাকে এ জগতে দেখিতে পাইবার আশা নাই। কিন্তু উষা, বড় দুর্দ্দিনে তুমি আমাকে শান্তি দিয়াছ, বড় অসময়ে তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ ; তাহারই মত দয়া লইয়া,তাহারই মত মাধুর্য্য লইয়া, আর তাহারই মত ভালবাসা লইয়া, তুমি আমার তাপ-দগ্ধ প্রাণ শীতল করিয়াছ। এখন তুমি—না না আমি, তাহাকে যখন ভাল বাসিয়াছি, তখন ভোগ কাহাকে বলে জানিতাম না। এখনও ভোগের বাসনা আমার নাই। আমার এই ভালবাসা তোমার মত দেবীর নিকট হইতে প্রতিদানের কোন আশা রাখে না। কেবল প্রার্থনা, কেবল আকাঙ্ক্ষা উষা। তুমি এ অন্ধকার-হৃদয়ে যে উষার আলোক দিয়াছ, তাহা যেন নিভিয়া না যায়। তোমার কৃপায় যেন আমি বঞ্চিত না হই।"

উষা কথা কহিতে পারিলেন না। হৃদয় ভাবে উদ্বেল হইল, উচ্ছ্বাসে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। অতিকষ্টে বলিলেন,—"বনবীর! তোমার চরণে প্রণাম করি। তোমাকে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত প্রাণের ভালবাসা ঢালিয়া পূজা করিব।"

উষার জননী সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে যুবক-যুবতীর ভাব দেখিয়া তাঁহাদের মনের গতি অনুভব করিলেন। তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল। অদ্য মধ্যাহ্নকালে স্বামীর সহিত বড় আনন্দে বনবীর ও উষার শুভ-পরিণয়ের আলোচনাই তিনি করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"তুমি ডাকিয়া আসিয়াছ বনবীর, তথাপি আমায় আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। শুনিতেছি, তুমি না কি আবার শীঘ্রই প্রতাপগড় যাইবে।"

বনবীর বলিলেন,—"জয়পুরেশ্বর আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন,

ইহা আমার সৌভাগ্য। তিনি প্রতাপগড়ের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচর পাঠাইয়াছেন। সে যদি শুভ-সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে এখন কেন, কখনই হয়তো আমার প্রতাপগড় যাইতে হইবে না। কিন্তু যদি তাহার সংবাদ অশুভ হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাকে যাত্রা করিতে হইবে।"

মন্ত্রী-পত্নী বলিলেন,—"জয়ন্তগড়-মহারাজ কেমন আছেন?" বনবীর বলিলেন,—"তাঁহার অবস্থা এখন বড়ই মন্দ। আমি তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য প্রাণ দিতেও স্বীকার আছি। কিন্তু আমার বোধ হয়, তাহার জীবনের আশা আর বড় নাই।"

মন্ত্রী-পত্নী আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যের কি ব্যবস্থা হইবে?"

বনবীর বলিলেন,—"তাহা আমি জানি না। প্রাতে তাঁহার সহিত এ বিষয়ে কথোপকথন করিব। তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই হইবে। আমি এক্ষণে বিদায় হইতেছি।"

মন্ত্রী-পত্নী বলিলেন,—"এস্থানে তুমি আহার করিবে, তাহার ব্যবস্থা আমি করিয়া দিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার যাওয়া হইবে না তো বাবা! অন্ধকার হইয়াছে, এখানে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই, তোমরা সকলে ঘরে আইস।"

বনবীর অগ্রগামী হইলেন। জননীর হাত ধরিয়া ঊষা ও সঙ্গিনীগণ ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন বেলা এক প্রহর কালে বনবীর গৃহাগত হইলেন। বনবীরের আবাসে ভিক্ষুক-জননীর আগমনের পর হইতে, গৃহ-প্রবেশকালে বনবীর বাহির হইতে উচ্চকণ্ঠে ভিক্ষুককে ডাকিয়া থাকেন। কিন্তু আজি তিনি বড় অন্যমনস্ক। আজি তাঁহার ডাকিতে ভুল হইল, তিনি দ্রুতবেগে সহসা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল। সম্মুখে এ কি দৃশ্য!

বনবীর দেখিলেন, বাতায়নপার্শ্বে আলুলায়িত-কুন্তলা শোভাময়ী মোহিনী প্রতিমা! তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! ভি—ভি—ক করুণা! এতদিনে তোমার দেখা পাইলাম?"

উন্মাদের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য ব্যক্তির ন্যায়, বিকলভাবে বনবীর সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। নয়নে নিমেষ নাই; একদৃষ্টিতে সেই লাবণ্যময়ী মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। যুবতীর নয়নে তখন জল। তিনি নেত্র-মার্জ্জন করিতে করিতে নিকটে আসিলেন; বলিলেন,—"বনবীর! প্রাণের চির-আরাধ্য বনবীর! তুমি আমাকে এতদিন চিনিতে পার নাই? ছি!"

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বনবীর বলিলেন,—"অপরাধ ভয়ানক, দোষ অমার্জ্জনীয়। কিন্তু করুণা! তুমি কি আমাকে চিনিতে দিয়াছিলে? নিষ্ঠুরে! তুমি যে সাজে ফিরিতে, তাহাতে চিনিবার কি উপায় ছিল? তোমার এই চরণচুম্বিত কেশরাশি তখন কোথায় ছিল করুণা? তোমার এই ভুবন-মোহন রূপ-লহরী কেমন করিয়া ঢাকিয়াছিলে করুণা? তোমার এই বীণা-নিন্দিত কণ্ঠস্বর কেমন করিয়া লুকাইয়াছিলে করুণা?"

করুণা বলিলেন,—"অপরাধ করিয়াছি। না দেখিয়া থাকিতে পারি নাই, তোমাকে ছাড়িয়া জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা হইয়াছিল, তাই অনেক কৌশলে আত্ম-গোপন করিয়া দাসী চরণের কাছে ফিরিয়াছে।"

বনবীর। তুমি আপনার শান্তি খুঁজিয়াছ, আপনার আনন্দের উপায় করিয়াছ, কিন্তু আমি যে তোমার চিন্তায় অহর্নিশ ছট্‌ফট্ করিতেছি, তাহার কোন ভাবনা ভাব নাই কেন করুণা?

করুণা। কেন ভাবিব? আমার সৌভাগ্য অসীম; আমি ভিক্ষুকরূপেও তোমার ভালবাসা পাইয়াছি, তোমার স্নেহে নিরন্তর ভাসিয়াছি, আর সেই ভিক্ষুকরূপেই প্রাণপণে তোমাকে প্রসন্ন করিয়াছি। তোমার অনেক কষ্ট লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দাসীর কর্ত্তব্য দাসী করিয়াছে।

তখন বনবীর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করুণার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার হস্ত-ধারণ করিলেন। বলিলেন,—"আমার প্রেমের ভিক্ষুক এখন প্রেমময়ী করুণা; যাহাকে প্রাণের সিংহাসন পাতিয়া বসাইয়াছি, সে আমার প্রাণের ভাই। ভাই! তুমি বলিয়াছিলে, যেরূপে পারি করুণার সন্ধান করিয়া দিব! সত্যই সে সন্ধান তুমি করিয়াছ। ভাই ভিক্ষুক! তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপায় আমি জানি না।"

তখন বনবীর উভয় বাহুদ্বারা সেই সুষমাময়ীকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার বদন-চুম্বন করিলেন। প্রেমের প্রথম পবিত্র চুম্বন। করুণা বাহুপাশ-বিচ্ছিন্ন করিয়া বলিলেন,—"সাবধান! কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ ন্যায়ময় বনবীর! কর্ত্তব্য ভুলিও না। এখনও মহারাজের ক্ষমালাভ করিতে পার নাই; এখনও অবাধে তোমার চরণ-সেবার অধিকার আমি পাইব কি না তাহা তুমি জান না; তোমার দাসী

হওয়ার সৌভাগ্য আমার ঘটিবে কি না তাহা তুমি বলিতে পার না। এখন আমাকে আশ্রিতা—তোমার প্রতিপালিতা মনে করিবে। নহিলে তোমারও ধর্ম্ম যাইবে, আমারও ধর্ম্ম যাইবে।"

সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় কাতরভাবে বনবীর পিছাইয়া আসিলেন। বলিলেন,—"ক্ষমা—মহারাজের ক্ষমা; আমি যেমন করিয়া পারি, ক্ষমালাভ করিব। তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য কোন দুষ্কর কার্য্যেই পশ্চাদ্‌পদ হইব না। তখনও কি তিনি ক্ষমা করিবেন না? অবশ্যই করিবেন। তিনি সত্যবাদী, অবশ্যই তাঁহার ক্ষমা আমি লাভ করিব করুণা!"

তাহার পর সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্তরজাত কত কথাই উভয়ে উভয়কে জানাইলেন. সমস্ত কথা শুনিয়া বনবীর বুঝিলেন, বড়ই কষ্টে করুণা ও তাহার জননীকে দিনপাত করিতে হইয়াছে। বনবীরের নির্ব্বাসনের পর হইতে উভয়ের জননীকে এক স্থানে রক্ষা করেন এবং অবিচ্ছিন্নভাবে উভয়ের পরিচর্য্যা করিতে থাকেন। পরে উভয়কে লইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রেমের কত কথাই হইল, চির-সম্বন্ধের কত প্রসঙ্গই উঠিল। তাহার পর করুণা বলিলেন,—"অনেকক্ষণ আমরা এখানে রহিয়াছি। ছিঃ! ছিঃ! মাতা কি মনে করিবেন?"

বনবীর বলিলেন,—"কথা সত্য, কিন্তু ভিক্ষুকরূপী করুণা! বলিবার কোন কথাই তো এখনও শেষ হয় নাই? তুমি যে করুণা, তাহা কি আমার মা জানেন?"

করুণা হাসিলেন। কি মধুর হাস্য! ওষ্ঠাধর প্রফুল্ল ও কুঞ্চিত হইল, মুক্তাপংক্তি সদৃশ দর্শনরাজির ঊর্দ্ধরেখা পরিদৃষ্ট হইল। যে হাসি বনবীরের হৃদয় আলোকিত করিয়া থাকে, সেই হাসির সহিত

মিশাইয়া করুণা বলিলেন,—"অনেকদিন জানেন। তিনি না জানিলে তোমার পুরীতে আমি বাস করিতে পারিতাম কি? জয়নগরে যখন দুষ্টের চক্রান্তে তুমি শয্যাশায়ী, যখন তোমার শয্যাপার্শ্বে আমাকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছে, তখনই মা স্নেহের সহিত আমাকে চরণে স্থান দিয়াছেন।"

বনবীর। এখানে তুমি কখন করুণা সাজিতে ভাই ভিক্ষুক?

করুণা। যখন তুমি গৃহে না থাকিতে, তখনই আমি করুণা, আর যখন তুমি আসিতে, তখনই আমি ভিক্ষুক। যদি তুমি লক্ষ্য করিতে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে, সাজ বদলাইবার জন্য অনেক সময় তোমার কাছে আসিতে আমার বিলম্ব হইত, অথবা অসময়ে আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিতাম।

বনবীর। দুষ্টে! এত বুদ্ধি তোমার?

করুণা। দায়ে পড়িলেই লোকের বুদ্ধি হয়। তোমাকে না দেখিলে যখন বাঁচি না, তখন কাজেই অনেক বুদ্ধি করিতে হইয়াছে।

বনবীর। তুমি এ ঘরে করুণারূপে রহিয়াছ, আর আমিও এখানে আসিয়াছি, এ কথা মাতারা জানিতে পারিয়াছেন কি?

করুণা। নিশ্চয়ই পারিয়াছেন। তুমি আজি অসাবধানে আসিয়া পড়িয়াছ, নতুবা আরও কয়েকদিন পরে ভিক্ষুক তোমার করুণাকে ধরাইয়া দিত।

করুণা পলায়নোদ্যতা হইলে, বনবীর তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন,—"আর একটা কথা, আমার বিরুদ্ধে দুষ্ট হত্যাকারীরা চক্রান্ত করিয়াছিল, এ সংবাদ তুমি কিরূপে জানিয়াছিলে করুণা?"

"সে অনেক কথা, আর একদিন বলিব"; এই বলিয়া করুণা

বেগে পলায়ন করিলেন। অপরিসীম আনন্দে বনবীরের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্ব যেন নবালোকে উদ্ভাসিত হইল, সংসার প্রেমময়, আনন্দময় ও সুখময় বলিয়া বোধ হইল; জীবনের যত ক্লেশ, যত অন্তর্দাহ সকলই যেন মন্ত্রবলে তিরোহিত হইয়া গেল। বনবীর ভাবিলেন,—কি সৌভাগ্য; যে ভিক্ষুকরূপে আমার অন্তরের সমস্ত স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছে, সেই করুণা হইল! ইহার অপেক্ষা ভগবদ্দয়া আর কি হইতে পারে?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যমুনাতীরে উচ্চ-ভূখণ্ডের উপর মদনমোহনের অত্যুচ্চ মন্দির। বহুস্থান অধিকার করিয়া প্রাচীর-বেষ্টিত অঙ্গন। তাহাতে নানা স্থানে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষাদি অতি মনোহরভাবে সজ্জিত। মন্দিরমধ্যে মথুরানাথের পাষাণনির্ম্মিত মোহন-মূর্ত্তি, বামে প্রেমোৎফুল্লাননা প্রিয়-মুখার্পিত-নেত্রা রাসেশ্বরী রাধিকাসুন্দরীর মোহিনী-প্রতিমা। বিগ্রহযুগল মণিমুক্তালঙ্কারে বিশোভিত। মূর্ত্তি যেন সজীব, যেন এখনও প্রেমলীলানিরত।

কালিন্দী-সলিলে স্নান সমাপ্ত করিয়া, তিনটী নারী মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গী মন্দির-বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সেই সঙ্গী বনবীর। তাহার জননী, করুণা এবং করুণার মাতা যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিবার বাসনায় মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। সঙ্গের দাসদাসী ও দোলাবাহকেরা প্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিতেছে। বনবীর দ্বারসমীপে দণ্ডায়মান। অনেকক্ষণে দেবদর্শন শেষ হইল। যাত্রীরা বাহিরে আসিলেন।

তখন বহু-অনুচর-বেষ্টিত আর এক দোলা সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গের লোকজনকে দেখিয়া বনবীর বুঝিতে পারিলেন, ইহা মন্ত্রী-ভবন হইতে আসিয়াছে। তাঁহার ইঙ্গিতমাত্র দাসদাসীরা অঙ্গন ত্যাগ করিল। বনবীর স্বয়ং দ্বার-সমীপে অগ্রসর হইলেন। দোলা হইতে বহু-অলঙ্কারাবৃত-কায়া সুন্দরী ঊষাময়ী নিষ্ক্রান্তা হইলেন। বনবীর বলিলেন,—"ঊষা! তুমি আজি মদন-মোহন দর্শনে আসিবে এ কথা কালি বল নাই তো?"

ঊষা বলিলেন,—"বলিলে হয়তো তোমাকে এখানে দেখিবার সুযোগ পাইতাম না। তুমি কি জাননা যে,আমি প্রত্যহই মদনমোহন দর্শনে আসিয়া থাকি। দূরে যে মহিলাদের দেখিতেছি, তাহারা কে?

বনবীর বলিলেন,—"একজন আমার জননী। আর—আর একজন—আর একজনের নাম করুণা, আর একজন তাহারই মাতা।"

ঊষা বলিলেন,—"করুণা? এ নামতো তোমার মুখে একদিনও শুনি নাই বনবীর? আমি নিকটে যাইলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন কি?"

বনবীর বলিলেন,—"তুমি যেখানে যাইবে, সেই খানেই সন্তোষ সঙ্গে যাইবে। অসন্তোষের আশঙ্কা কেন করিতেছ ঊষা?"

রাজ-রাজমোহিনী ঊষা ধীরে ধীরে মহিলাগণের নিকটে আসিলেন এবং প্রৌঢ়াদের চরণে প্রণাম করিয়া করুণাকে আলিঙ্গন করিলেন। রূপে রূপ মিশিল, কুলে কুল বদ্ধ হইল, শোভার সীমা থাকিল না। বনবীর দূর হইতে অতৃপ্ত-নয়নে সেই অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে লাগিলেন। ঊষা বলিলেন,—"করুণা! আমি শুনিয়াছি, তোমার নাম করুণা, আমাকে তুমি দিদি বলিয়া ভালবাসিবে তো? আমাকে তুমি আপনার লোক বলিয়া মনে করিবে তো? বনবীর আমাকে ভালবাসেন, তুমি কেন আমাকে ভালবাসিবে না দিদি?"

করুণা বলিলেন,—"আপনার মূর্ত্তির উপর ভালবাসা মাখা রহিয়াছে; আপনাকে দেখিলে বনের পশু-পক্ষীও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না।"

ঊষা সেই লজ্জাময়ী সরলা করুণার মুখ অনেকক্ষণ দেখিয়া ভাবিলেন, সত্যই যে করুণাকে ভালবাসিয়াছে, সে জীবনে কখন তাহা ভুলিতে পারে না। সত্যই এই সরলার মুখে যে পবিত্রতা মাখা

রহিয়াছে, তাহা দুর্লভ। সত্যই এই সুন্দরী বনবীরের যোগ্যা সঙ্গিনী। বলিলেন,—"যে ভালবাসিতে জানে, সে সকলকেই ভালবাসিতে পারে। তুমি আইস দিদি, তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি মন্দিরে যাইব।"

তখন করুণার দক্ষিণ বাহু আপনার কণ্ঠে গ্রহণ করিয়া এবং নিজ বাহু দ্বারা করুণার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া দুই সুন্দরী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। করুণা সদ্য-স্নাতা, ভূষণবিহীনা, মুক্তকেশী; আর ঊষাময়ী ঊষার আলোক-প্রদীপ্তা লাবণ্যোজ্জ্বল; উভয়ের মিলন বড়ই সুন্দর হইল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঊষা বলিলেন,—"করুণা! বনবীর আমাকে ভালবাসেন শুনিয়া তোমার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে কি?"

করুণা বলিলেন,—"আমি বহুদিন হইতে মন্ত্রীতনয়া ঊষাময়ীর নাম শুনিয়া আসিতেছি। বুঝিতেছি, আপনি সেই ঊষাময়ী। আপনাকে কে না ভালবাসে? আমি আপনার ভালবাসা পাইয়াছি, ইহাই পরম সৌভাগ্য।"

ঊষা বলিলেন,—"ভালবাসায় কোন দোষ নাই। যদি সংসারে পুণ্য থাকে, যদি কোনরূপ সুখের আশা থাকে, তাহা কেবল ভালবাসাতেই আছে। বনবীর আমাকে ভালবাসেন, আমিও তাহাকে প্রাণের প্রাণ হইতে ভালবাসি। তুমি বনবীরের ভালবাসার সামগ্রী, সুতরাং তুমিও আমার বড় ভালবাসার ধন। ভালবাসা এইরূপেই সংক্রামিত হয়। করুণা! আসক্তি-বিরহিতভাবে, কামনা ত্যাগ করিয়া প্রেম শিখিলে তবেই প্রেম সার্থক হয়। আমি তোমাকে আজ আর কোন কথা বলিব না। আজি দেবমন্দিরে আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম; আবার যেদিন তোমার সহিত দেখা হইবে, সেইদিন তোমাকে বুঝাইব। আমি ভালবাসার জন্য সকলই ত্যাগ

করিতে পারি। এখন তুমি যাও, অনেকক্ষণ তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছি।”

করুণার পা আর চলে না। করুণা শুনিয়াছিল, ঊষা পরমা সুন্দরী, স্বচক্ষে তাহা দেখিল। সে শুনিয়াছিল, বনবীরের প্রতি ঊষার বড় দয়া; বুঝিল এ দয়া অলৌকিক, এ আকর্ষণ দেবতাদেরও নাই। আর বুঝিল, সে যে ভালবাসায় বনবীরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা আসক্তি-জড়িত, তাহা আবিলতাযুক্ত, তাহা তরল। কিন্তু ঊষার প্রেমোন্মাদই যথার্থ ভালবাসা। এইরূপ ভালবাসার পরিণামই ভক্তি।

প্রস্থানকালে করুণা জিজ্ঞাসিলেন,—“আবার কখন আপনার সাক্ষাৎ পাইব?”

ঊষা বলিলেন,—“সাক্ষাৎ নাই বা হইল? আমি তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছি। সাক্ষাৎ না হইলেও তোমাকে দেখিতে পাইব। আমি আর একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু কবে, কখন, তাহা এখন বলিতে পারি না তো ভাই?”

বিষন্ন-বদনে করুণা চলিয়া আসিলেন। হৃদয়ে একটা তুমুল ঝটিকা বহিতে থাকিল। জননীদের সহিত মিলিত হইয়া করুণা বাহিরে আসিলেন, কিন্তু কেহই প্রস্থান করিলেন না। বনবীর অসিহস্তে দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঊষাময়ী দেবদেবীর চরণে অনেকক্ষণ প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহার মুখের ভাব দেবসদৃশ। তিনি গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন,—“প্রেমময়! বিশ্বপ্রেমিক! তোমার প্রেমে যেন বঞ্চিত না হই। যেন তোমাকে প্রেম করিতে করিতে হৃদয়ের সকল বাসনা নির্ব্বাণ করিতে পারি। যেন তুমি ছাড়া অন্য কোন আকর্ষণ না থাকে।”

অনেকক্ষণ সুন্দরী সে দেবযুগলের প্রতি একান্তচিত্তে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংজ্ঞা যেন তিরোহিত হইয়া গেল, তিনি যেন আত্মহারা হইয়া অজ্ঞাতসারে সেই দেবচরণে মিশিয়া গেলেন। কতক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। বহু বিলম্ব দেখিয়া বাহিরে বনবীর অসির একটা শব্দ করিলেন, সেই শব্দে ঊষাময়ীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি আবার যুগল-দেবচরণে প্রণাম করিলেন। যেন শুনিতে পাইলেন, "শুভে! এইরূপ প্রেমেই আমাকে পাইবে।" ঊষার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল, লোচনে জল আসিল। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সম্মুখে বনবীর। বলিলেন,—"ভাই! যাহার জন্য তোমার জীবন অসার হইয়াছিল, তাহাকে তুমি পাইয়াছ, সে তোমার কাছেই আছে; এ আনন্দের সংবাদ আমাকে আগে বল নাই কেন?"

বনবীর বলিলেন,—"একদিন পূর্ব্বেও ইহা জানিতাম না।"

ঊষা বলিলেন,—"তুমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছ। সকলেরই কষ্ট হইতেছে। এতক্ষণ তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল। চল আমিও যাইতেছি।"

মহিলাগণ দোলায় আরোহণ করিলেন, বনবীর অশ্বপৃষ্ঠে আসন গ্রহণ করিলেন। এক সঙ্গে কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়ার পর, ঊষাময়ীর দোলা ও অনুচরগণ এক স্বতন্ত্র পথে চলিল। বনবীরকে আত্মীয়গণ-সহ ভিন্ন পথ গ্রহণ করিতে হইল। বনবীর, ঊষাময়ীর দোলাপার্শ্বে আসিয়া বলিলেন,—"আবার বৈকালে তোমার সহিত দেখা হইবে ঊষা।"

অতি রমণীয় প্রদেশ। চারিদিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অগণ্য শৈলমালা যেন ছড়াইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী সেই পাষাণে

প্রতিহত হইয়া মধুর ঝর্ঝর শব্দোৎপাদন করিতে করিতে বক্রগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বনবীর দেখিতেছেন, ঐ যাইতেছে,—উষাময়ীর দোলা লোকজনসহ ঐ যাইতেছে। পথ অপ্রশস্ত, বাহক ও অনুচরগণকে কষ্টে অগ্রসর হইতে হইতেছে।

একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী অতিক্রম করিবার সময়ে পাষাণের উপর বনবীরের অশ্বের সম্মুখ পদ সরিয়া গেল। অশ্ব প্রায় ভূপতিত হইল। বনবীর আপনার আসন অতি আয়াসে স্থির রাখিলেন। ঠিক সেই সময়ে সম্মুখের স্বল্পোচ্চ শৈলের অন্তরাল হইতে একটা বিকটমূর্ত্তি ভিক্ষুক নিষ্ক্রান্ত হইল। সে উন্মাদ, তাহার মূর্ত্তি দেখিলে উপন্যাসবর্ণিত দৈত্য বলিয়াই মনে হয়। সে হস্তস্থিত প্রকাণ্ড যষ্টি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং বাম হস্তে এক ছিন্ন কম্বল ঝাড়িতে ঝাড়িতে লম্ফ দিতে থাকিল। পতনের পর ত্রস্ত অশ্ব বড়ই উত্তেজিত হইয়াছিল। সম্মুখে এই বিকট লম্ফনদর্শনে ও সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেতবৎ জীবের অত্যুচ্চ আর্ত্তনাদে, অশ্ব বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিল। সে সহসা ভয়ানক লাফাইয়া উঠিল এবং বিপরীত দিকে পলায়নের চেষ্টা করিল। পার্শ্বে একখণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণ তাহার পায়ে লাগিল। সে আরও উত্তেজিত হইল এবং এক প্রচণ্ড লম্ফ ত্যাগ করিয়া অব্যবহিত পার্শ্বস্থিত দোলাবাহকের উপর গিয়া পড়িল। সম্মুখের বাহকেরা ভীত হইয়া দোলা ফেলিয়া দিল। সে স্থান, বহু উচ্চ, অগত্যা আরোহীসহ গড়াইতে গড়াইতে দোলা বহু নিম্নে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বলবান্ তুরঙ্গও সেই ক্রমনিম্নস্থানে স্খলিত-চরণ হইয়া পতিত হইল। আরোহী বনবীর স্থির ছিলেন, এইবার তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতে হইল। এক ক্ষুদ্র শৈলের উপর তাহার দেহ আসিয়া জোরে পড়িল।

ঊষাময়ী দূর হইতে এই সকল ব্যাপার সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখ হইতে একটা ক্লেশের ধ্বনি বহির্গত হইয়া পড়িল। যত শীঘ্র সম্ভব এই স্থানে আসিবার নিমিত্ত তিনি বাহক ও সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন।

করুণা রুধিরসিক্তা, সংজ্ঞাহীনা। দোলায় দেহ পিষ্ট হইয়াছে, পাষাণে আহত হইয়াছে, এবং ঘর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। আর বনবীর? তাঁহার মস্তকে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে; কিন্তু রক্ত অনেক পড়িয়াছে। মাথা তুলিতে তাহার শক্তি নাই। জননীরা ব্যাকুল, সঙ্গের লোকেরা ছুটাছুটি করিতেছে। শান্তির সুশীতল আশ্বাস লইয়া, শান্তিস্বরূপা ঊষাময়ী সেই বিপদ-ক্ষেত্রে আসিলেন। দূর হইতেই তিনি দোলা হইতে নামিয়া পড়িলেন। লজ্জাজনিত কোন সঙ্কোচ আর এখন তাহার নাই। তৎক্ষণাৎ কলসপূর্ণ নির্ঝরিণীবারি আসিল। ঊষা, করুণার শোণিত ও ক্ষত সমস্ত সাবধানে ধৌত করিলেন। তাহার পর স্বকীয় ওড়না ও বিবিধ বস্ত্র ভিজাইয়া ক্ষতস্থান সমূহ বাঁধিয়া দিলেন। অতি সাবধানে সন্তর্পণে নিজের দোলায় তিনি করুণাকে তুলিয়া লইলেন। মাতা সন্তানের জন্য যেরূপ যত্ন করে, স্ত্রী স্বামীর জন্য যেরূপ যত্ন করে, সেইরূপ যত্নে ঊষা শুশ্রূষা করিয়া করুণার বিগতসংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিলেন। তাহার পর তিনি বনবীরের নিকট ধাবিতা হইলেন। বনবীর তখন উঠিয়া বসিয়াছেন। ঊষা বলিলেন,—"করুণার সংজ্ঞা হইয়াছে, কোন চিন্তা নাই ভাই!"

বনবীর বলিলেন,—"তুমি যেখানে আসিবে ঊষা! সেখানে চিন্তা কেন থাকিবে?"

বনবীরের মস্তক তিনি আপনি বাঁধিয়া ফেলিলেন। ঊষার

অনুরোধে তিনি এবার অশ্বারোহণ না করিয়া এক দোলায় উঠিলেন। করুণার পার্শ্বে উষা কষ্টে উপবেশন করিলেন।

বনবীরও করুণার মাতা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দোলায় উঠিলেন। আবার উভয় সম্প্রদায় এক হইয়া চলিতে লাগিল।

উষার বাটীতে ফিরিয়া যাওয়া হইল না। পিতামাতার নিকট তাহার সংবাদ গেল। তিনি বনবীরের ভবনে করুণার পার্শ্বে নিরন্তর বসিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। করুণা দোলামধ্যে আবার সংজ্ঞা-হীনা হইয়াছিলেন। ভবনে চিকিৎসক আসিলেন, আত্মীয়েরা বেষ্টন করিয়া বসিলেন,করুণা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতে যখন তাহার সংজ্ঞা হইল, তিনি উষার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন,—"আমি স্বপ্নে এক দেবীকে দেখিতেছিলাম, সে দেবী আপনি। আপনি এখানে কেন?"

উষা বলিলেন,—"তুমি কাতর, এ অবস্থায় তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তুমি সুস্থ হইলে বনবীর সুখী হইবেন। ইহার অপেক্ষা আনন্দ আর কি আছে আমার?"

এতই যত্নে ও আন্তরিক আগ্রহের সহিত উষা পীড়িতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন যে, আর কাহাকেও করুণার জন্য সামান্যমাত্রও কষ্টস্বীকার করিতে হইল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপগড়ে সর্ব্বত্র একটা ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইল। প্রজারা যেখানে সেখানে একত্র হইয়া ফুস্‌ফুস্ করিয়া অস্ফুটস্বরে কথা কহিতে লাগিল। দোকানদার চক্ষু বিস্তৃত করিয়া খরিদারের সহিত আশঙ্কায় কথা কহিতে থাকিল। সর্ব্বত্র কেমন একটা নিরানন্দের উদ্ভব হইল।

মধুসূদন প্রচার করিয়াছেন, মহারাজা সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত। প্রজারা এ কথা বিশ্বাস করিতে সাহস করে না। তাহারা মনে করে, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গূঢ়রহস্য নিহিত আছে। মহারাজা পীড়িত হইলে রাজবৈদ্যেরা সতত ব্যস্ত হইতেন। দেশের সমস্ত লোক সর্ব্বদা সকল অবস্থা জানিতে পারিত। আর যদি বা মহারাণী কোন কারণে পিত্রালয়ে গিয়া থাকেন, স্বামীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি আসিতেছেন না কেন?

জয়নগরের প্রথম যুদ্ধের এবং রঘুনাথের দুর্দ্দশার কথা রাজধানীতে প্রচার হইয়াছে। সে জন্য রাজধানীর সৈন্যেরা সেখানে যাইতেছে না কেন? মহারাজা ও জয়মঙ্গল সেখানে যাইবেন কথা ছিল, তাহাই বা বন্ধ হইল কেন?

সহসা বনবীরের নির্ব্বাসন, মহারাণীর পিত্রালয়গমন, জয়নগরের বিদ্রোহ, জয়মঙ্গলের হত্যা, সৈন্যগণের ঔদাসীন্য, মহারাজের পীড়া, এ সকলই যেন একই রূপ কার্য্য-কারণ-সূত্রে সম্বদ্ধ। অনভিজ্ঞ প্রজারা ভিতরের সকল কথা জানে না, কিসে কি হইল সকল বুঝে না, তথাপি ব্যাপার যে বড় বিষম হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহা তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, এবং এ অবস্থায় কি উপায় হইতে পারে, তাহাই সকলে ভাবিতে লাগিল।

দূরদর্শী বলদেব বারংবার দূতপ্রেরণ করিয়াও কোন রাজাদেশ পান নাই। তিনি সকলই বুঝিয়াছিলেন। শেষ জয়ন্তগড়ের মহারাজার সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার বিবরণ আর তিনি মহারাজের নিকট পাঠান নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভয়ানক চক্রান্ত মহারাজকে ঘিরিয়াছে। সেখানে অতঃপর কোন সংবাদ প্রেরণ নিষ্ফল হইবে। কি উপায়ে এই চক্রান্ত ভেদ করিতে পারা যায়, বৃদ্ধ সেই দূরে বসিয়া তাহারই উপায় অবধারণ করিতেছেন।

মধুসূদন প্রথম যুদ্ধের সংবাদ পাইয়াছেন এবং ইহাও শুনিয়াছেন যে, জয়ন্তগড়ের মহারাজা স্বয়ং বহুসৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া শীঘ্রই আসিতেছেন। তিনি জয়নগরকে বিধিমত শাস্তি দিয়া রাজধানী আক্রমণ করিবেন। এখানকার সৈন্য, সেনানায়ক কেহই তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবে না; সুতরাং সহজেই রাজ্য তাঁহার হস্তগত হইবে।

পুরস্কার কল্পনার অতীত। মধুসূদন করদ রাজারূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন। অপদার্থ রণধীর প্রাণ হারাইবে; যাহার অধীনে থাকিয়া এখন প্রতিনিয়ত 'ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মাবতার' করিয়া কাল কাটা-ইতে হইতেছে, তাহার চিহ্নও ভূমণ্ডলে থাকিবে না। শত সহস্র ব্যক্তি তখন মধুসূদনের কৃপার প্রার্থী হইবে।

কিন্তু বড় বিলম্ব হইতেছে। আর তো চলে না, প্রজারা অসন্তুষ্ট হইয়াছে। জয়ন্তগড়ের মহারাজা শীঘ্রই আসিবেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই মধুসূদন তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু যদি আসিতে বিলম্ব হয়,তাহা হইলে হয়তো বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে। সৈন্যেরা মধুসূদনের অধীন, সেনানায়ক তাঁহার পক্ষ, তিনি কি সৈন্য দ্বারা বিদ্রোহ দমন করিতে পারিবেন না?

রাজা বাঁচিয়া থাকিলে বিদ্রোহ দমন অসম্ভব। রাজাকে দেখিতে

পাইলে, তাঁহার ভরসা পাইলে, তাঁহার কথা শুনিতে পাইলে, সৈন্যেরা ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারে। প্রজারা বলবান্ হইয়া মহারাজকে উদ্ধার করিতে পারে।

তবে আর অপেক্ষায় কাজ নাই। বিষপ্রয়োগ করিয়া রাজার প্রাণনাশ করিতে মধুসূদন কৃতসংকল্প হইল। উত্তম সুযোগ, কঠিন পীড়ায় মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে, একথা অনেকেই বিশ্বাস করিবে। যদি বা অনেকে বিশ্বাস না করে, তাহা হইলেও ক্ষতি হইবে না; জয়ন্তগড়ের মহারাজা আজি না হয় কাল নিশ্চয়ই আসিবেন। তিনি আসিয়া, অসির সাহায্যে এক মুহূর্ত্তেই বিদ্রোহ দমন করিবেন।

সেই দিন অপরাহ্নে মধুসূদন প্রচার করিলেন যে, মহারাজের অবস্থা ভয়ানক; জীবনের আর আশা নাই। চারিদিকে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, দেশ একটা নিদারুণ শোকের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইল।

পরদিন প্রাতে মহারাজের পানীয় দুগ্ধের সহিত ভয়ানক বিষ মিশ্রিত হইবে। আয়োজন সকলই স্থির হইল। কল্য দিবাকরের অস্তগমন আর মহারাজকে দেখিতে হইবে না। কল্য আপনার দুরবস্থা ভাবিয়া আর তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে না। কল্য সংসারের সুখদুঃখের সহিত তাঁহার আর সম্পর্ক থাকিবে না। তাঁহার সকলই গিয়াছে। একান্ত হিতৈষিণী বুদ্ধিমতী মহিষী গিয়াছেন, বিশ্বস্ত অমাত্যেরা গিয়াছে,রাজ-শক্তি গিয়াছে,—আছে কেবল জীবন; তাহাও অবিশ্বাসী কুচক্রী অধার্ম্মিকের কৌশলে কল্য আর থাকিবে না। কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যৌবনের মধ্য-সময়ে রণধীরের প্রাণান্ত হইবে।

রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। প্রজাগণ মহারাজের সংবাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকর্ণভাবে রাত্রিযাপন করিল। পূর্ব্বাকাশে নবীন

দিবাকর নবীন জ্যোতির্ম্মালায় বিভূষিত হইয়া উদিত হইলেন ; কিন্তু প্রতাপগড় ম্লান, রণধীরের রাজ্য শোকাচ্ছন্ন। নবোদিত ভাস্কর, আশার কোনই মধুর জ্যোতি বিকীরণ করিলেন না। অধিকন্তু প্রচার হইল, আজি দ্বিপ্রহরের মধ্যে মহারাজা স্বর্গলাভ করিবেন। এক প্রহরের সময় মধুসূদনের বিষ একান্ত প্রজানুরক্ত, নিতান্ত শান্ত, সাতিশয় সহজবিশ্বাসী মহারাজা রণধীরকে উদরস্থ করিতে হইবে।

সহসা রাজধানীর বাজারে এক যুবা সমবেত কতকগুলি যুবাকে বলিল,—"ভাই! আমাদিগের মহারাজকে আমরা শেষ সময়ে কেন দেখিতে পাইব না। আমাদিগের মহারাজকে কেন প্রাণের শেষ ভক্তি জানাইতে পারিব না?"

অনেকে চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ বলিল,—"অবশ্য পাইব।" কেহ বলিল,—"কাহারও কথা শুনিব না।" কেহ বলিল,—"আমাদের রাজাকে আমরা দেখিবই দেখিব।"

দোকানী আর দোকান খুলিল না, শ্রমজীবী কার্য্যে গেল না, কেহ কোন কর্ম্মে হাত দিল না। তখন দলে দলে লোকেরা রাজধানীর প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সংবাদ প্রথমে রাজধানী, পরে রাজধানী হইতে গ্রামান্তরে ছুটিল। সমস্ত রাজপথ এবং সমস্ত অনধিকৃত ভূমি লোকারণ্যরূপে পরিণত হইল। সকলেরই মুখে এক কথা,—"আমরা রাজদর্শন করিব।" প্রাসাদদ্বারে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। চারিদিক হইতে "মহারাজা রণধীরের জয়" এই শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। মধুসূদন, উন্মত্ত প্রজাগণকে তোরণদ্বার হইতে তাড়াইয়া দিতে রক্ষিদিগকে আদেশ করিলেন। মারামারি বাধিয়া গেল ; চারিজন রক্ষী হত হইল, আট দশজন প্রজা ভূপাতিত হইল। শোণিতদর্শনে, রাজভক্তিতে

এরূপ বাধা পাইয়া প্রজাগণের মত্ততা আরও বাড়িয়া উঠিল! তখন তাহারা "মার মার" শব্দে রক্ষিগণকে আক্রমণ করিল।

তখন প্রায় সহস্র রাজসৈন্য সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রজাগণকে আক্রমণ করিল। প্রজা ও সৈন্যে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রজাগণ নিরস্ত্র, সুতরাং তাহারা ক্রমে ক্রমে হটিতে লাগিল। অনেকে গতাসু হইল। মধুসূদন উন্মত্ত; যদি সৈনিকেরা প্রজাবিদ্রোহ নিবারণ করিতে না পারে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। এখনও বিষ রাজার উদরস্থ হয় নাই, এখনও মরণের প্রায় দুই প্রহর বিলম্ব। কি করা যায়? এ অবস্থায় মহারাজার মুণ্ড কাটিয়া ফেলি না কেন?

তাহা হইলে বিদ্রোহ হয়তো বাড়িয়া যাইবে। ন—না—আর কিয়ৎকাল থামাইয়া রাখিতে পারিলেই ভোজনের কাল হইবে। ততক্ষণ কি উপায় করা যায়?

দূরে বহু লোক অশ্ব-পদধ্বনিসহ "হর হর বম্ বম্" শব্দে পৃথিবী কাঁপাইতে কাঁপাইতে ছুটিয়া আসিতেছে। এক বর্ম্মাবৃত পুরুষ উন্মুক্ত অসি-হস্তে তাহাদের অগ্রণী। প্রজারা সম্মানের সহিত পথ ছাড়িয়া দিতেছে। অগ্রগামী বর্ম্মাবৃত বীর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—"জয় মহারাজা রণধীরের জয়!" নমস্কার করিতে করিতে প্রজারা সেই শব্দের প্রতিধ্বনি করিতেছে! বুঝিয়াছে, মহারাণীর ভ্রাতা সৈন্য পাঠাইয়াছেন, আর ভয় নাই। আর মধুসূদন বুঝিতেছেন, আর ভয় নাই; যাহাদের তুরী-নিনাদ শুনা যাইতেছে, যাহারা বেগে অগ্রসর হইতেছে, তাহারা জয়ন্তগড়েরই সৈন্য। আর ভয় নাই—এইবার রাজ্য আমারই হইবে।

তখন বিদ্রোহী প্রজারা যুদ্ধোদ্যমে নিরস্ত হইল; রাজসৈন্যেরা কোষে অসি নিবদ্ধ করিল। তখন মধুসূদন ও সেনানায়ক সসম্মানে

জয়ন্তগড়ের সৈন্যগণকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ত্বরায় অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন। বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাঁহাদিগকে সম্মুখে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,—"জয় মহারাজ রণধীরের জয়! এই দুই অকৃতজ্ঞ রাজদ্রোহী কাপুরুষকে বাঁধিয়া ফেল।"

নিমেষের মধ্যে বিস্ময়াবিষ্ট মধুসূদন ও সেনানায়ক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"যাহারা রাজভক্ত প্রজার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে পারে, যাহারা রাজাকে দর্শনার্থী প্রজার দণ্ড দিতে পারে, তাহারা রাজ্যের প্রবল শত্রু। আমার বিশ্বাস, মহারাজা পীড়িত হন নাই, এই দুষ্ট চক্রান্তকারীরা রাজ্য হস্তগত করিবার অনেক ষড়যন্ত্র করিয়াছে; আমি তাহার সকল সংবাদই জানি, রাজভক্ত প্রজাগণ! আমার সঙ্গে আইস, আমি রাজাকে উদ্ধার করিব।"

চারিদিকে জয়োল্লাস উঠিল, শৃঙ্খলাবদ্ধ মধুসূদন ও সেনানায়ক যথাসাধ্য যত্নে এই আগন্তুকগণের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সৈনিকগণ আদেশপালনে সাহসী হইল না। সহস্র ব্যক্তির মধ্যে দুই চারিজন অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু উন্মত্ত প্রজারা তাহাদিগকে টিপিয়া মারিল।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ, সৈন্যগণকে বাহিরে রাখিয়া প্রাসাদাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। রুদ্ধদ্বার ভগ্ন হইল; নবাগত বীর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, অসিহস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহারাজা রণধীর পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশ অতি নিকটবর্ত্তী। যখন তাঁহার কোন আদেশ সামান্য রক্ষীও শুনে নাই, যখন আপনার প্রাসাদে আপনি বন্দী, তখনই তিনি

বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যহানি এবং জীবনহানি অতি সত্বরই ঘটিবে। আজি প্রাতঃকাল হইতে নিরন্তর কোলাহল, জয়ধ্বনি প্রভৃতি শুনিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন. অদ্যই তাঁহার জীবনের শেষ দিন। তিনি এক নিভৃতস্থানে বসিয়া ভগবানের চিন্তা করিতেছিলেন।

সহসা দ্রুতপদে অসি-হস্ত এক যুবা তাঁহার সম্মুখে আসিল। দেখিবামাত্র রণধীর বলিলেন,—"আমাকে বধ করিবে? এ জীবন না থাকাই ভাল। যে, সকলই হারাইয়াছে, জীবনে তাহার মমতা থাকিতে পারে না। আমি নতমস্তক, অসির আঘাত কর।"

হস্তের অসি ঝন্ ঝন্ শব্দে রাজ-চরণসমীপে ফেলিয়া দিয়া, করযোড়ে নতজানু হইয়া বর্ম্মাবৃত বীর বলিলেন,—"আমি সেবক—বনবীর। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, স্বদেশের এবং প্রতিপালক রাজার হিত ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যেই অসি ব্যবহার করিব না। আপনার আদেশে অসি গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ অভীষ্ট সিদ্ধির পর পুনরায় তাহা রাজচরণে অর্পণ করিতেছি; দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।"



একবিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাজ্য ব্যাপিয়া বনবীরের কীর্ত্তি ঘোষিত হইল। রাজধানীর নরনারী তাবতে পুনঃ পুনঃ তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল। বনবীর বুঝাইয়া দিলেন, মহারাজার পীড়া সম্পূর্ণ মিথ্যা; রাজাকে দাসের দাস চক্রান্ত করিয়া বন্দী করিয়াছিল, মহারাণী এই চক্রীদিগের কৌশলে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; আর অল্পকাল অপেক্ষা করিলেই মধুসূদনের প্রযুক্ত বিষে মহারাজের প্রাণান্ত ঘটিত। সেনানায়ক এবং আরও কোন কোন অমাত্য এই চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। মধুসূদন জয়ন্তগড়ের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, জয়ন্তগড়ের মহারাজ প্রতাপগড় আক্রমণ করিবেন, মহারাজাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করিবেন; এবং পরে মধুসূদনকে করদরূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিবেন। জয়ন্তগড়ের সৈন্য রঘুনাথের নেতৃত্বে এক খণ্ডযুদ্ধ করে। পরম পূজনীয় বলদেব পণ্ডিতের কৌশলে তাহারা পরাজিত ও রঘুনাথ আহত হয়। তাহার পর জয়ন্তগড়ের মহারাজা বহুসৈন্য লইয়া স্বয়ং আক্রমণ করিতে আইসেন। কিন্তু তিনি আহত হইয়া জয়পুরে নীত হন; তাহার সৈন্যেরা হত, আহত ও পলাতক হয়। গত্য কল্য জয়ন্তগড়ের মহারাজার জীবনলীলা শেষ হইয়াছে। মরণকালে আমার নিকট তিনি অকপটে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে জয়ন্তগড়ের রাজ্য আমাদিগের মহারাজার অধীন। মহারাজা সে রাজ্যের যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, অতঃপর তাহাই হইবে।

সমস্ত কথা শুনিয়া প্রজাগণ, মধুসূদন সেনানায়ক প্রভৃতিকে খণ্ড

খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। বনবীর সকলকে নিরস্ত করিয়া রাখিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার পর রাজধানী আলোক-মালায় সজ্জিত হইল, গৃহে গৃহে মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল, বিবিধ সুরঞ্জিত ধ্বজ-পতাকা উড়িতে থাকিল, রাজপথ-সমূহ নানাবর্ণের পুষ্প-পল্লবে পরিশোভিত হইল। সেই রাজপথ দিয়া প্রথমে মহারাজা রণধীরসিংহ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরের শোভা-দর্শনার্থ এবং প্রজাকুলের সন্তোষ-সাধনার্থ বহির্গত হইলেন।

প্রথমে মহারাজার হস্তী, তৎপশ্চাতে বনবীরের হস্তী, তৎপশ্চাতে জয়পুরের দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, সম্মুখে প্রতাপগড়ের পাঁচ সহস্র পদাতিক চলিতে থাকিল। জয়োল্লাসে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইল। বামাগণ অট্টালিকার উপর হইতে হুলুধ্বনি করিতে লাগিল, মহারাজা ও বনবীরের মস্তকে পুষ্পবর্ষিত হইতে লাগিল, দেবতার ন্যায় সমাদরে বনবীরের নাম সর্ব্বত্র উচ্চারিত হইতে থাকিল।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় মহারাজা ও বনবীর প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। প্রাসাদের যাবতীয় দাস-দাসী ও রক্ষী তাড়িত হইয়াছিল, বনবীর কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচরের দ্বারা রাজসেবা নির্ব্বাহিত করিতেছেন। জয়পুরের সেনাসমস্ত প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া অবস্থিত ছিল; আর বনবীর স্বয়ং নিষ্কোষিত তরবারিহস্তে সমস্ত রাত্রি প্রাসাদ-দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রত্যুষে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বনবীর বলিলেন,—"আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। আমি নির্ব্বাসিত, এ রাজ্যে থাকিতে আমার অধিকার নাই; সুতরাং আমি বিদায় প্রার্থনা করি।"

মহারাজা বলিলেন,—"কাহাকে বিদায় দিব? তুমি আমার জীবন-রক্ষক,—তুমি আমার রাজ্য-রক্ষক, তুমি আমার সম্মান-রক্ষক।

প্রাণকে কেহ বিদায় দিতে পারে কি? তুমি নির্ব্বাসিত নহ, তোমার অপরাধ ক্ষমা হইয়াছে। এখনও তোমার সহিত অনেক কথা আছে। দ্বিপ্রহরকালে তুমি আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবে।"

বনবীর প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজধানীতে এক বন্ধুর গৃহে গমন করিলেন। সে স্থানে ভোজনাদি সমাপ্তির পর দ্বিপ্রহরকালে তিনি প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন। অবনতমস্তকে নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে বনবীরসিংহ প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে কক্ষের পরে মহারাজার অধিকৃত কক্ষ, তথায় উপস্থিত হইয়া বনবীর অবাক্ হইলেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, তত্রত্য পর্য্যঙ্কে এক রাজ-রাজ-মোহিনী। চিনিতে ভুল হইল না। বনবীর সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"মা! আমার শত অপরাধ হইয়াছে। আমি জানিতাম না, আপনি এখানে আসিয়াছেন, কোন রক্ষীও আমাকে এ সংবাদ দেয় নাই। আমি প্রস্থান করিতেছি, আমি এ অপরাধের জন্য সমুচিত দণ্ড পাইব বুঝিতেছি; সে দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হইয়া প্রাসাদের অঙ্গনে অপেক্ষা করিতেছি।"

সেই সুন্দরী যুবতী রাজমহিষী সুলক্ষণা দেবী। বনবীর প্রস্থান করার পর, সুলক্ষণা একশত মাত্র রক্ষীসহ স্বামি-ভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বলদেব পণ্ডিত দূত দ্বারা মহারাজের বিপদবার্ত্তা তাঁহাকে জানাইয়াছেন। মহারাণীর সঙ্কল্প ছিল, আবার মহারাজা সাদরে তাঁহাকে না আনিলে তিনি গৃহে আসিতে পারিবেন না। বিবাদ-সংবাদে সে অভিমান দূর হইয়াছে। বনবীর প্রস্থান করার অত্যল্প কাল পরে, তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছেন। বুদ্ধিমতী সুলক্ষণা দেবী, স্বামীর অসদ্ব্যবহারের কথা ভ্রাতৃভবনে কাহাকেও

জানান নাই। ইচ্ছাপূর্ব্বক, বহুকালের পর তিনি যেন একবার ভ্রাতুষ্পুত্রাদিকে দেখিবার জন্য পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। আবার পক্ষদ্বয় পরে স্বামীর অসুস্থতার সংবাদশ্রবণে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

বনবীরের সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মহারাণী বলিলেন,—"তোমার অপরাধ কিছুই হয় নাই। তুমি যে কৃতজ্ঞতায় আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছ, তাহাতে কখন তোমাকে পুত্রবোধে শিরশ্চুম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, কখন বা অনুজবোধে তোমাকে আদর করিতে সাধ হইতেছে।"

বনবীর সবিনয়ে বলিলেন,—"আমি কর্ত্তব্যকর্ম্ম ব্যতীত কিছুই করি নাই। আমি নির্ব্বাসিত হতভাগ্য। আপনারা আমার কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রীত হইয়াছেন, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি বাল্যে আপনাকে দেখিয়াছি; বোধ হয় দশ বৎসর পরে আজি আবার দৈবাৎ শ্রীচরণ দেখিতে পাইলাম। আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

মহারাণী বলিলেন,—"যাহাকে দশবৎসর পূর্ব্বে পরমাত্মীয়বোধে দেখিয়াছি, তাহাকে ভুলিলে বড়ই হৃদয়হীনতা ব্যক্ত হয়।

তুমি নির্ব্বাসিত হইয়াছিলে, কিন্তু আমি শুনিয়াছি—মহারাজা তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। ভ্রম হইয়াছিল, চক্রান্তকারীরা সুকৌশলে অনেকের বিরুদ্ধে অনেক চক্রান্ত করিয়াছে। সে সকল বিষয়ের বিচার শীঘ্রই হইবে।"

পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে মহারাজা বলিলেন,—"ভাই বনবীর! তোমার পিতাকে আমি পিতৃবৎ জ্ঞান করিতাম। সুতরাং তুমি আমার ভ্রাতৃস্থানীয়। অন্তঃপুরে গমনাগমনে তোমার অবাধ অধিকার থাকা উচিত।"

মহারাজা উঠিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বনবীর ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। মহারাণী বলিলেন,—"কিন্তু তোমাদের কেহই আমার বিনানুমতিতে আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পাইবে না। অদ্য অনেক আত্মীয়া রমণী আমার এই অন্তঃপুরে আগমন করিবেন।"

মহারাজা বলিলেন,—"তুমি যদি আনন্দ উৎসবের জন্য আয়োজন করিয়া থাক, তাহা হইলে আমরা আর আসিব কেন? আইস ভাই বনবীর! আমরা উভয়েই প্রস্থান করি।"

মহারাণী বলিলেন,—"কেবল প্রস্থান করিলেই চলিবে না। আমি যে বিষয়ের যেরূপ ব্যবস্থা করিব, তাহাতে আজি ও কালি তোমরা কোন বাধা দিতে পারিবে না।"

মহারাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বুদ্ধির দোষে অনেক কষ্ট পাইয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এ জীবনে তোমার ব্যবস্থার উপর কোনও কথা কহিব না।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জয়পুরের মহারাজা সমুচিত সময়ে সহায়তা না করিলে, রণধীরকে নিশ্চয়ই রাজ্যহীন এবং প্রাণহীন হইতে হইত। বনবীরের বিবিধ সদ্‌গুণে বিমোহিত হইয়া মহারাজা দুই সহস্র নির্ব্বাচিত সৈন্য তাহার অধীনে স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সৈন্যসাহায্যে বনবীর জয়নগরের বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন, জয়ন্তগড়ের মহারাজাকে পরাজিত করিয়াছেন, এবং প্রতাপগড়ের অধিপতিকে উদ্ধার করিয়াছেন। মহারাজা রণধীর অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে এবং সকলের সমক্ষে বনবীরকে পুরস্কৃত করিবার জন্য, জয়পুরেশ্বরকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। জয়পুরের মহারাজা, মন্ত্রী ও বহু অনুচরাদিসহ প্রতাপগড়ে আসিয়াছেন। আরও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সামন্তগণ নিমন্ত্রিত হইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন। বহু লোক সমাগমে রাজধানী বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বত্র উৎসাহ ও আনন্দ বিরাজ করিতেছে; ভূরি ভোজ ও উৎসব চলিতেছে। অন্তঃপুরেও আনন্দোৎসব অপরিসীম। বাস্তবিকই মহারাণী সুলক্ষণার পুরী, বিভিন্নদেশাগতা সুন্দরীসমাগমে পরম শোভাময় হইয়াছে এবং মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে।

সন্ধ্যার পর সেই অন্তঃপুরে রণধীর ও বনবীর উভয়ে মহারাণী কর্ত্তৃক আহূত হইলেন। বিনানুমতিতে তাহারা অন্তঃপুরপ্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বনবীরসহ মহারাজা অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলে, মহারাণী উভয়কে উজ্জ্বল দীপমালা-শোভিত এক মনোহর কক্ষে উপস্থিত করিলেন।

মহারাজা কহিলেন,—"তুমি যাহা কর সকলই সুন্দর, সুতরাং আমরা এখন যদি কোন অপ্রত্যাশিত আনন্দের অনুষ্ঠান দেখি, তাহা হইলে বিস্ময়াবিষ্ট হইব না।"

মহারাণী বলিলেন,—"আমি দাসী, প্রভুর বাসনা বুঝিয়া কার্য্য করাই সেবিকার ধর্ম্ম। তুমি বনবীরকে রাজন্যগণসমক্ষে পুরস্কৃত করিবে; সে পুরস্কারে বনবীরের হৃদয় সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইবে না। বনবীরকে তোমার অদেয় কি থাকিতে পারে মহারাজ?"

মহারাজ বলিলেন,—"বল দেবি, কি করিলে বনবীর প্রসন্ন হইবে? সত্যই বনবীরকে অদেয় কিছুই নাই।"

সুলক্ষণা বলিলেন,—"কি দিলে বনবীর প্রসন্ন হইবেন, তাহার প্রার্থনা আমি করিব না; জয়পুরের মন্ত্রী-দুহিতা উষাদেবী সে প্রার্থনা করিবেন।"

বনবীর বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। মহারাণী প্রস্থান করিলেন। বনবীর ভাবিতে লাগিলেন। উষাময়ী এখানে কেন?

অচিরে সুক্ষলণা এক বিনত-বদনা দেবকান্তি-সম্পন্না যুবতীর হস্তধারণ করিয়া তথায় সমাগতা হইলেন। সেই যুবতী উষাময়ী। মহারাণী বলিলেন,—"এই সুন্দরী আমাদিগের পরমাত্মীয় জয়পুর-রাজমন্ত্রী পুরোচন রায়ের দুহিতা উষাময়ী। পুরোচন রায়, বনবীরকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে জয়পুরেশ্বরের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারই অনুরোধে মহারাজ বনবীরকে বিশ্বাস করিয়াছেন। এক্ষণে মহারাজ কৃপা করিয়া মন্ত্রীতনয়ার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলে, জয়পুরেশ্বর এবং তাঁহার বৃদ্ধমন্ত্রী সকলেই সুখী হইবেন।"

রণধীর বলিলেন,—"মা উষা! তুমি দেবীমূর্ত্তি লইয়া আমার সম্মুখে

আসিয়াছ। বল দেবি! আমি কি উপায়ে তোমাকে আনন্দিত করিতে পারিব ?"

তখন উষা কৃতাঞ্জলিপুটে সজলনয়নে মহারাজের চরণসমীপে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"মহারাজ! বনবীরকে পুরস্কৃত করিবার অনেক উপায় আপনি স্থির করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় আমি জানি। কেহ বা লজ্জায়, কেহ বা অন্য কোন কারণে আপনার শ্রীচরণে তাহা নিবেদন না করিতে পারে। আপনি অভয় দিলে আমি সে প্রস্তাব রাজচরণে উপস্থিত করি।"

মহারাজা বলিলেন,—"বল উষা, তোমার অনুরোধ অতি দুষ্কর হইলেও আমি পালন করিব।"

উষা বলিলেন,—"আপনার জয় হউক! জয়নগরপ্রদেশে হরিদেব রায় নামে এক রাজকর্ম্মচারী বহুকাল পূর্ব্বে পদচ্যুত হইয়া ছিলেন, এ সামান্য ঘটনা মহারাজের স্মরণ না থাকিতে পারে।"

মহারাজা বলিলেন,—"আমার সে কথা বেশ স্মরণ আছে; হরিদেবের অপরাধ কিছুই হয় নাই; তিনি দেশকালপাত্রানুসারে সুবিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিতে চাহ মা উষা ?"

উষা বলিলেন,—"তাঁহার অপরাধ সামান্যই হউক আর বিস্তরই হউক, আমি রাজচরণে সানুনয়ে সেই পরলোকগত হরিদেবের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।"

মহারাজা বলিলেন,—"আমি অকপটে হরিদেবকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু মা! সে ক্ষমার সহিত বনবীরের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।"

উষা বলিলেন,—"হরিদেব-তনয়া করুণা, বনবীরের প্রণয়-পাত্রী;

করুণা ছদ্মবেশে ভিক্ষুকরূপে বনবীরকে রক্ষা করিয়াছেন। ছায়ার ন্যায় সম্পদে বিপদে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। মহারাজ! করুণা না থাকিলে আজ বনবীরকে আপনি দেখিতেও পাইতেন না। করুণা দেবী, করুণা বনবীরের যোগ্যা মহিষী।"

মহারাজ স্মরণ করিলেন যে, ভিক্ষুক বলিয়া চক্রান্তকারী মধুসূদন এক পুরুষকে দেখাইয়াছিল, কিন্তু তাহার কথায় তখন বিশ্বাস স্থাপন করাই মূঢ়তা হইয়াছে। বলিলেন,—"এ আনন্দের অনুষ্ঠান আমি স্বয়ং সম্পন্ন করিব। আমি স্বয়ং করুণার সহিত বনবীরের বিবাহ দিব। কোথায় করুণা আছেন বল, আমি অদ্যই তাহাকে আনাইব।"

সুলক্ষণা বলিলেন,—"তবে বিলম্বে কাজ কি মহারাজ! যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে শুভকর্ম্ম এখনই শেষ করুন।"

তখন মহারাণীর ইঙ্গিতে সম্মুখের এক দ্বার খুলিয়া গেল। মহারাজা সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই মুক্তপথে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমা। সুন্দরীর আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি মুক্তামালা-বিজড়িত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দুলিতেছে, মস্তকে কিরীট শোভা পাইতেছে, কর্ণে হীরক দুল, কণ্ঠে মণিখচিত হার। সেই সুন্দরী করুণা। ঊষার অপরিসীম যত্নে করুণা সুস্থ হইয়াছেন।

সুলক্ষণা সাদরে করুণার হাত ধরিয়া মহারাজার নিকট আসিয়া বলিলেন,—"এই বালিকা ভিক্ষুক সাজিয়া আমাদিগের বনবীরকে বাঁচাইয়াছিল, এই বালিকা অশেষ দুঃখভোগ করিয়া পিতার ক্ষমা প্রার্থনায় তোমার চরণে প্রণাম করিতেছেন। কারণ, বালিকার পিতা তোমার ক্ষমালাভ না করিলে, বনবীর ইহাকে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না।"

করুণা সজল- নয়নে-রাজচরণে প্রণাম করিলেন। মহারাজা সাদরে

তাহাকে বলিলেন,—"মা! আমার অবিবেচনায় তুমি অশেষ কষ্ট পাইয়াছ, আজি তোমাকে যাঁহার হস্তে সম্প্রদান করিতেছি, তাহার মত গুণবান্ ব্যক্তি আমি আর দেখি নাই। আইস, বনবীর! এই দেববালাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর।"

বনবীর এই সকল কল্পনাতীত ব্যাপার স্বপ্নবৎ মনে করিতেছিলেন। মহারাজার নিকটে যে ভিক্ষা চাহিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ফাটিতেছিল, অথচ কখন মুখ ফুটিয়া তাহা প্রার্থনা করিতে পারিবেন না ভাবিয়া হতাশ হইয়াছিলেন, কোথা হইতে স্বর্গের দেবী উষাময়ী নিঃশব্দে আসিয়া তাহাই সংঘটিত করিলেন। এ কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিবার সাধ্য বনবীরের নাই।

বনবীর ও করুণার হস্তে হস্ত মিলিত হইল। চারিদিকে হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির রোল উঠিল। বনবীর ও করুণা রাজ-দম্পতীর চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা অন্তরের সহিত উভয়কে অজস্র আশীর্ব্বাদ জানাইলেন।

মহারাজা বলিলেন,—"উষা! যে শুভ সংঘটন তুমি করিয়াছ, তাহার জন্ম আমরা সকলেই তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। জিজ্ঞাসা করি মা! এ আয়োজন তুমি কেন করিলে?"

উষা বলিলেন,—"কেন করিলাম জানি না। কর্ত্তব্য-পালন কেন করে লোকে? আমি বনবীরকে ভালবাসি। ভালবাসার পাত্রকে সুখী করা, কিসে তাহার সুখ বৃদ্ধি হইবে নিয়ত তাহার উপায় অন্বেষণ করাই ভালবাসার কার্য্য। সে কার্য্য কেন সম্পাদন করিলাম, ইহার কি উত্তর দিব মহারাজ?"

মহারাজ বলিলেন,—"অদ্ভুত ভালবাসা। কেন উষা! তুমি স্বয়ং বনবীরের সঙ্গিনী হইবার আয়োজন কর নাই?"

উষা দুইপদ পিছাইয়া আসিলেন। করযোড়ে বলিলেন,—"না মহারাজ! আমি বনবীরকে ভালবাসিতে শিখিয়া ভালবাসার চূড়া দেখিতে পাইয়াছি। বনবীর রূপবান্, বনবীর গুণবান্, কিন্তু যে বনবীরকে আমি পাইয়াছি, তাহার রূপগুণের বর্ণনা মানুষে করিতে পারে না। বনবীরের প্রেম আমাকে সেই পরম প্রেমিক মিলাইয়া দিয়াছে। আমি মদনমোহনের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। সকলকে প্রণাম করি, এক্ষণে বিদায় হই।"

উন্মুক্ত দ্বার মধ্য দিয়া উষা অন্তর্হিতা হইলেন। মহারাজার সহিত বনবীর বাহিরে আসিলেন।

শেষ।

পরদিন প্রাতে বিশাল সভামণ্ডপে জয়পুর মহারাজ, প্রতাপগড়ের ীশ্বর, নানাদিগ্‌দেশাগত সামন্ত, বনবীর, বলদেব পণ্ডিত, সদানন্দ ভৃতি এবং রাজ্যের বহুসংখ্যক প্রজা সমবেত হইলেন। রণধীর ংহ অন্তরের সহিত জয়পুরেশ্বর ও তাহার মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা কাশ করিলেন এবং তাহার পর বনবীরকে জয়ন্তগড়ের শূন্য সিংহা-নে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলেন। সভাস্থ াবৎ লোক আনন্দের সহিত সম্মতি ও জয়ধ্বনি ঘোষণা করিলেন। পুরেশ্বর প্রভৃতি অনেকে মিত্র-ভূপতি বলিয়া বনবীরকে আলিঙ্গন রিলেন।

প্রশান্তমূর্ত্তি বলদেবকে লক্ষ্য করিয়া রণধীর অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং তিনি যে যে উপায়ে রাজ্য-রক্ষার সহায়তা রিয়াছেন, তাহাও ব্যক্ত করিলেন। চারিদিক হইতে সেই বৃদ্ধ বপ্রের স্তুতিধ্বনি উঠিল। তাঁহার জায়গীর তাঁহারই থাকিবে, উত্তমর্ণ াহার প্রাপ্য অর্থ রাজকোষ হইতে পাইবে। অধিকন্তু বনবীরের বাসনামত অন্য যথোচিত পুরস্কারও বলদেবকে প্রদত্ত হইবে। আর জয়নগর প্রদেশের প্রজাগণকে এক বৎসর রাজকোষে কোনই কর দিতে হইবে না।

বলদেব বুঝাইয়া দিলেন যে, পুরস্কারলোভে তিনি কোন কার্য্যই করেন নাই। বিষয়ভোগে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই; বিশেষতঃ তিনি যে অবশ্য-কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য পুরস্কার অনাবশ্যক। তাঁহার ন্যা অন্তঃপুরে মহারাণীর আশ্রয়ে রহিয়াছে, আর জামাতা সদানন্দ

‌য়া এই দুইজনের প্রতি মহারাজের কৃপা থাকি নি হইবেন। তাঁহার জামাতা পিতার আদে এতদিন পত্নীর হত সম্পর্ক রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে সকলে প্রসন্ন হইয়াছেন, সৌভাগ্যের কথাও বৃদ্ধ সভামধ্যে ব্যক্ত করিলেন।

রণধীর, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আপনা গুণবতী কন্যা ও জামাতার সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে রঘুনাথ, জীবনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, তাহার প্রতি আর কো শাস্তি-প্রয়োগ অনাবশ্যক। সে দুরাচার এক্ষণে দয়ার পাত্র। রাজ কোষ হইতে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ মধুসূদনের সহিত মিলিত হইয়া সেনানায়ক তথা আনীত হইলেন। মধুসূদনের সহিত মিলিত হইয়া সেনানায় রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইয়াছিলেন এবং বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলে ইহা অকপটে স্বীকার করিলেন এবং তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন প্রজারা চীৎকার করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে অস্বীকার করিল তাহার পর বনবীরের নির্ব্বাসন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, মধুসূদ যে যে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহার কোন কথাই প্রচ্ছন্ন করিল না। উপায়ে সে অন্য এক ব্যক্তিকে সদানন্দরূপে উপস্থিত করিয়াছিল, যেরূপে মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা বনবীরের অপরাধ সপ্রমাণ করিয়াছিল, যেরূপে এক বালককে ভিক্ষুক সাজাইয়া মহারাজার ঘটাইয়াছিল যেরূপে মহারাজকে হত্যা করিতে বাসনা করিয়াছিল, সকলই সে অকপটে স্বীকার করিল। শেষে বলিল,—"আমি ক্ষমার কোন প্রার্থন করি না। আমার সকল মন্ত্রণা ব্যর্থ হইয়াছে। পাপ বনবীর আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। বনবীর আর একটু বিলম্ব করিলে, মহা-